

پہلے سے آج

ତୀର୍ଥରେଗୁ

ଶ୍ରୀମତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ

ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଟୀକା

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাস্টিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

‘তীর্থরেণু’র কয়েকটি কবিতা ‘ভারতী’ ও ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত
হইয়াছিল, বাকী নূতন।

‘তীর্থসলিলে’র ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখা হইয়াছিল, ‘তীর্থরেণু’
সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য ; স্মৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন দেখি না।

পরিশেষে, শব্দ-শিল্পী, বর্ণ-তুলিকার বরণীয় কবি, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ
ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্য তীর্থরেণুর নামটি ফার্সী ছাঁদে
লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

কলিকাতা,
ললিতা সপ্তমী, ১৩১৭

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভক্তির সহিত উৎসর্গীকৃত

হইল ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
‘তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি’	১১০
পহেলি	১
মুণ্ডুলের গান	২
বিকাক-ভিত্তারী	৩
খোকার আগমনী	৪
স্নেহের নিরিখ্	৫
ঘুম পাড়ানি’ গান	৫
ঘুম-ভাঙা	৭
তেলেগু ছড়া	৯
‘অমৃতং বাল ভাবিতং’	৯
চিঠি	৯
অঙ্কুর	১০
ছোটো খাটো	১১
মিশর মহিমা	১১
নীতি চতুষ্টয়	১২
অনাথ	১৩
জুংখ কামার	১৪
দান পুণ্য	১৫
নববর্ষে	১৬
বৃক্ষ বাটিকায়	১৬

হুপুৱে	...	...	...	১৭
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে	...	...	...	১৭
শিশিরের গান	...	...	...	১৯
শীত সন্ধ্যা	...	...	...	২০
শিশির যাপন	...	...	...	২১
বাসন্তী বর্ষা	...	...	...	২১
মহা নগর	...	...	...	২২
চড়ুই	...	...	...	২৩
বানর	...	...	...	২৪
অম্বনালা	...	...	...	২৫
সাগরের প্রতি	...	...	...	২৬
মরু-বাত্তী	...	...	...	২৮
জিন্	...	...	...	২৯
হুয়ো হুয়ো	...	...	...	৩৫
মহাশঙ্খ	...	...	...	৩৭
এহাগারে	...	...	...	৩৮
উচ্চশিক্ষা	...	...	...	৪০
'যোগ্যং যোগোন'	...	...	...	৪০
কর্তব্য ও পুরস্কার-লোভ	...	...	...	৪১
বাকা	...	...	...	৪১
কুতর্কিক ও কাঠ্‌ চৌকরা...	...	...	...	৪২
অলক্ষণ	...	...	...	৪২
নব্য অলঙ্কার	...	...	...	৪৩
স্বর্ণ মৃগ	...	...	...	৪৫

কবি	...	...	...	৪৬
স্রোতে	...	...	...	৪৭
ভাবের বাণারী	...	...	...	৪৮
সঙ্গীত-মিস্ত্রির নিবেদন	...	...	...	৪৮
মেলায় যাত্রী	...	...	...	৫৩
শিকারীর গান	...	...	...	৫৪
নৃত্য-গীতিকা	...	...	...	৫৪
বসন্তের প্রত্যাবর্তন	...	...	...	৫৫
প্রেমিক ও প্রেমহীন	...	...	...	৫৬
ভালবাসার সামগ্রী	...	...	...	৫৬
নারী	...	...	...	৫৭
মন যারে চায়	...	...	...	৫৭
“বো-দিদি”	...	...	...	৫৮
অতুলন	...	...	...	৫৯
সন্ধ্যার সুর	...	...	...	৬০
নীলব প্রেম	...	...	...	৬১
প্রথম সম্ভাষণ	...	...	...	৬২
মুগ্ধ	...	...	...	৬৩
প্রেম-পত্রিকা	...	...	...	৬৩
ব্রাহ্মী গান	...	...	...	৬৪
সাধ	...	...	...	৬৫
সঙ্কোচ	...	...	...	৬৬
সঙ্কেত-গীতিকা	...	...	...	৬৭
কৃপা-কার্পণ্য	...	...	...	৬৯

চাঁদের লোভ	...	...	...	৭০
উপদেশ	...	...	...	৭১
তবু	...	...	...	৭২
নিফলারস্ত	...	...	...	৭২
হঃসহ হঃথ	...	...	...	৭৩
কোশলী	...	...	...	৭৩
গুপ্ত প্রেম	...	...	...	৭৪
পতঙ্গ ও প্রদীপ	...	...	...	৭৪
অভ্যর্থনা	...	...	...	৭৫
সন্ধ্যার পূর্বে	...	...	...	৭৫
গান	...	...	...	৭৬
খেয়ালির প্রেম	...	...	...	৭৭
স্বলতানের প্রেম	...	...	...	৭৮
প্রেমের অত্যাধিকার	...	...	...	৭৯
মনের মাহুঘ	...	...	...	৮০
বন গীতি	...	...	...	৮১
লুকা	...	...	...	৮২
মিলনানন্দ	...	...	...	৮৩
মনোজ্ঞা	...	...	...	৮৩
প্রেম তত্ত্ব	...	...	...	৮৪
‘প্রেম’	...	...	...	৮৫
বিদায় ক্ষণে	...	...	...	৮৬
স্বপ্নাতীত	...	...	...	৮৭
বাসন্তী স্বপ্ন	...	...	...	৮৮

বন্দ্যার কবিতা	...	...	...	৮৯
পথিক-বধূ	...	...	...	৯০
ভাবাস্তুর	...	...	...	৯১
‘তাজা-বে-তাজা’	...	...	...	৯৩
অসাধা-সাধন	..	...	...	৯৫
অদৃষ্ট ও প্রেম	...	...	...	৯৫
বিদেশী	...	...	...	৯৫
উড়োপাখী	...	...	...	৯৬
একা	...	...	...	৯৭
পতিতার প্রতি	...	...	...	৯৮
সাকীর প্রতি	...	...	...	৯৯
আপান-গীতি	...	...	...	১০০
বৎসরান্তে	...	...	...	১০০
আত্ম-ঘাতিনী	...	...	...	১০১
বন্ধন-দুঃখ	...	...	...	১০৬
জ্ঞান-পাপী	...	...	...	১০৭
মগিহার	...	...	...	১০৭
বাল-বিধবা	...	...	...	১০৮
লয়লার প্রতি	...	...	...	১০৯
অনুতাপ	...	...	...	১১০
নয়ন-জলের জাজিম	...	...	...	১১১
‘তান্কা’	...	...	...	১১১
সুপ্রভাত	...	...	...	১১৫
বিবাহ-মঙ্গল	...	...	...	১১৬

সাঁওতালি গান	...	...	...	১১৭
বিবাহান্তে বিদায়		...	...	১১৭
নৃত্য-নিমন্ত্রণ	...	...	...	১১৮
স্ত্রী ও পুরুষ	...	...	...	১১৮
দুঃখ ও সুখ	...	...	...	১২১
রণচণ্ডীর গান	...	...	...	১২২
বসন্তে অশ্রু	...	...	...	১২৩
সৈনিকের গান	...	...	...	১২৪
বীরের ধর্ম	...	...	...	১২৫
যোদ্ধা-জননী	...	...	...	১২৬
ছুর্গম-চারী	...	...	...	১২৭
বন্দী	...	...	...	১২৯
বন্দী সারস	...	...	...	১৩০
রণ-মৃত্যু	...	...	...	১৩২
নিশানের মর্যাদা	...	...	...	১৩৩
ক্রান্ত সিপাহী	...	...	...	১৩৩
ক্ষুদ্র গাথা	...	...	...	১৩৫
মল্লদেব	...	...	...	১৩৫
নবাব ও গোয়ালিনী	...	...	...	১৩৭
ফৌজদার	...	...	...	১৩৯
তৈমুর-স্মরণ	...	...	...	১৪০
জাতীয় সঙ্গীত		...	...	১৪৩
জন্মভূমি	...	...	...	১৪৩
স্বদেশ		...	...	১৪৪

পিতৃপীঠ	...	...	...	১৪৫
ভবিষ্যতের স্বপ্ন	...	...	...	১৪৭
শুরু নিশীথে	...	...	...	১৪৮
অভেদ	...	...	...	১৪৯
স্মৃতি	...	...	...	১৫০
দুর্কৌধ	...	...	...	১৫১
নশ্ত্র	...	...	...	১৫২
'কা বার্তা'	...	...	...	১৫৪
প্রহরায়	...	...	...	১৫৫
জীবন	...	..	...	১৫৬
তিনটি কথা	...	...	...	১৫৭
বিপদের দিনে	...	...	...	১৫৮
বিচিত্র কন্যা	...	...	...	১৫৮
পল্লব	...	...	...	১৫৮
অলক্ষ্য	...	...	...	১৫৯
খোয়ানো ও খোঁজা	...	...	...	১৬০
বিদায়	...	...	...	১৬০
করুণার দান	...	...	...	১৬২
বেদনার আশ্বাস	...	...	...	১৬৩
মরণ	...	...	...	১৬৩
মায়া	...	...	...	১৬৫
নশ্বর	...	...	...	১৬৫
ত্রিলোকী	...	...	...	১৬৬
অভিমান	...	...	...	১৬৮

চিত্রবিচিত্র	...	...	...	১৬৮
বিগ্রহ	...	...	...	১৬৯
মহাদেব	...	...	...	১৭০
জিজ্ঞাসা	...	...	...	১৭২
ধর্ম	...	...	...	১৭২
শ্রেষ্ঠ ভক্ত	...	...	...	১৭৩
আদর্শ যাত্রী	...	...	...	১৭৪
সাধু	...	...	...	১৭৫
আনন্দ বাণী	...	...	...	১৭৫
ঋণী ঠাকুর	...	...	...	১৭৭
প্রার্থনা (মেক্সিকো)	...	...	...	১৭৮
„ (সিউস্ জাতি)	...	...	...	১৭৮
„ (নাতাহো জাতি)	...	...	...	১৭৯
„ (আন্তেক জাতি)	...	...	...	১৭৯
„ (ডাবিড়)	...	...	...	১৭৯
„ (কাফ্রি জাতি)	...	...	...	১৮০
রহস্যময়	...	...	...	১৮১
পূজার পুষ্প	...	...	...	১৮২
সায়ুজ্য-সাধনা	...	...	...	১৮৩
কামনা	...	...	...	১৮৩
প্রিয়তমের প্রতি	...	...	...	১৮৪
বিরহী	...	...	...	১৮৪
বিচার-প্রার্থী	...	...	...	১৮৫
বিরহী (২)	...	...	...	১৮৬

শুভ যাত্রা	...	...	...	১৮৭
প্রেম নির্মালা	...	...	...	১৮৭
দর্বেশের ঘূর্ণি নৃত্য	...	...	...	১৮৮
আমি	...	...	...	১৯০
প্রেমের ঠাকুর	...	...	...	১৯১
ভোলা মনের প্রতি	...	...	...	১৯২
হুঃখ লোপী মিলন	...	...	...	১৯৩
পূর্ণ মিলন	...	...	...	১৯৪
আমার দেবতা	...	...	...	১৯৪
সে	...	...	...	১৯৫
মনোদেবতা	...	...	...	১৯৬
প্রাণ দেবতা	...	...	...	১৯৭
বহুরূপ	...	...	...	১৯৮
তুমি	...	...	...	১৯৯
ব্রহ্ম প্রবেশ	...	...	...	২০০
মৌন	...	...	...	২০০
শির্গি	...	...	...	২০১
রহস্ত কুঞ্চিকা	...	...	...	/০



তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
করিয়াছি এক ঠাই,
বিষ-বাণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই ;
প্রাচীন দিনের আচিন্ জনের
কুড়াই বিভূতি রাশি,
মৃত কবিদের অমৃত অশ্রু
বকুল-স্মরতি হাসি !

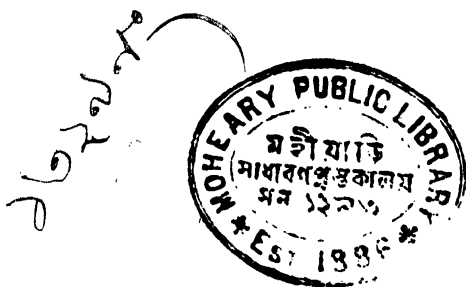
রোলি, পবিত্রী, ঠুমরা এনেছি,
এনেছি স্বর্ণ-মাখি,
গ্রাম-বিন্দু কি রামরজ,—আমি
কিছুই রাখি নি বাকি ;
কাম্য কাজল, সত্য সিন্দূর—
এনেছি ভিক্ষা মাগি',
আশা-পুরী ধূপ এনেছি বঙ্গ-
ভাষার পূজার লাগি ।

হরি-বিরহিনী ব্রজ গোপিনীর
খিল্ল তমুর শেষ—
এনেছি গো সেই গোপীচন্দন,—
জুড়াতে মরম দেশ !
অশ্রু-হাসির অত্র আবীর
এনেছি যতন ক'রে,
সরস্বতীর চরণ সরোজে
অর্ঘ্য দিবার তরে ।

ধরার আঁচলে আঁধিজল কা'রা
মুছেছিল ব্যথা স'য়ে,
অতীত দিনের অশ্রু, হের গো,
রয়েছে অত্র হ'য়ে ।
অতীত ফুলের পুলকে অরণ
হ'য়েছে আবীর গুলি,
আবীর গভীর পুলকের স্মৃতি,
হরষ হাসির ধূলি !

বজ্রবাণীর চরণে নিবেদি
অত্র-আবীর রাশি,
অঞ্জলি দিই নিখিল কবির
আকুল অশ্রু হাসি ;
আমার অশ্রু আমার পুলক
তারি সাথে যায় মিশে,
খুঁজি না, বাছি না, যুঝি না, কেবল
চেয়ে থাকি অনিমিষে ।

আমার বীণা সে ধনু আজিকে
সকল হুরেতে বেজে,
নাড়া পেয়ে তার সকল তন্ত্রী
নিঃশেষে ওঠে নেচে !
নিখিল কবির নিশ্বাসে হের
ভরিয় উঠেছে বেণু,
ভাব-নগরীর ভাষের ব্যাপারী
বিতরি তীর্থ-রেণু ।



তীর্থরেণু

পহেলি

নবীনে প্রবীণে নারী নরে মহামেলা !
বাঁশী সিতারের মিলিত সুরের খেলা !
ঝঙ্কারে, তানে, শিঞ্জনে কোলাকুলি,
গোল না বাধায় ঠেকার যে বোল্‌গুলি ।
'সোদর দিনেহ' সুসমায় ভরে গেহ,
তুষ্ঠ হৃদয় চির নিরাময় দেহ ;
মিলনের আলো জলিয়াছে মন্দিরে,
শিশু হাসি ঘিরে পুরাতন পৃথিবীরে ।

শি-কিং গ্রন্থ ।

মুকুলের গান

আঁধার নিশি সে কখন আসিবে,
আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে ?
সবুজ ঘোমটা কবে শিথিলিবে ?
অনতিশীতল শিশির ঢেলে !

প্রতি সাঁঝে আসে একটি বালিকা
মোরা তারে ভাল বাসি গো বাসি,
মোদেরি 'পরে সে যতনে বরষে
সেচন ঘটের মুকুতা রাশি !

হৃদে তার আধ মায়ের মমতা
পিপাসার মত 'আকুলি' উঠে,
চেয়ে ফিরে ফিরে বলে ধীরে ধীরে,—
“আজো একটিও ওঠেনি ফুটে !”

কখন আসিবে আঁধার রাত
আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে ?
অবগুণ্ঠন ঘূচাবে কখন ?
নিশীথ-শীতল শিশির ঢেলে !

আল্‌বার্ট গায়্‌গার ।

বিকাশ-ভিখারী

মুকুল যখন ফাটিয়া ফুটিছে ফুলে,—
 ভরিছে ভুবন তপ্ত ভান্নুর করে,—
 বিকাশ-ভিখারী অশরীরী কোন্ শিশু
 যোর হিয়া মাঝে কাঁদে ওগো সকাতরে !

কহে সে “তুমি তো পুলকে ভ্রমিছ একা,
 শস্ত্রের ক্ষেতে, গোলাপের উপবনে,
 মোর যে এখনো হয়নি জগৎ দেখা,
 রেখেছ ক্ষুব্ধিত, সে কথা কি নাই মনে ?

মিনতি রাখ গো, ভিখারীর মুখ চাও,
 কত আর রব বিকাশের পথ চেয়ে ?
 প্রসন্ন হও, প্রকাশিত হতে দাও,
 তুমিও হরষে—দেখিয়ো—উঠিবে গেয়ে ।

নাহুস-নুহুস হাত আমি একখানি,—
 স্বপনের ঘোরে খুসী হও যারে চুমি ;
 পীযুষ-লব্ধ ছুটি কচি ঠোঁট আমি,—
 ভূষিত রয়েছি, তৃপ্ত কর গো তুমি ।

তীর্থরেণু

আমি চাই তোর সঙ্গী দোসর হ'তে,
ছোট হই—বশ ক'রে নিতে জানি মন ;
আমার ভাষাটি শিখাব নানান্ মতে,
অফুরান্ কথা কহিব অনুক্ষণ ।

কি দেখিছ, হায়, বাহিরে ফুলের বনে ?
দেখ, চেয়ে দেখ ভিতরে কি শূন্যতা !
দেখ গো হৃদয় পূরিছে কি ক্রন্দনে !
বিকাশ-ভিখারী কাঁদিছে ! ঘুচাও ব্যথা ।”
অ্যায়েন্স্ মায়্‌গেল্ ।

খোকার আগমনী

রামধনুকের রঙিন্ সাকো দিয়ে
নাম্‌ল কে গো-সটান্ স্বর্গ থেকে !
মুখে মুঠায় সোহাগ-সুধা নিয়ে
উজল চোখে স্নেহের কাজল ঐকে !

এগিয়ে তারে দ্যান্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেখাজোথা !
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত,
বাছনি ! আনন্দ হ্রদাল ! খোকা !

ক্যাপলন্ ।

স্নেহের নিরিখ্

কাঁটায় তুলে তোল্ করে মহাজনের মাল,
নিখ্তি ক'রে সোনার ওজন জানে ;
ব্যাভারে পাপ ঢুকলে পরে, দেখ্ছি চিরকাল,
আইন বহির নিরিখ্ লোকে মানে ।

কিস্ত তোরা জানিস্ কিগো ? বল্তে পারিস্ মোরে ?
পেয়ে কোলে প্রথম ছেলে (ম'রে আবার বেঁচে)
মা-হওয়ায় যে নূতন স্নেহে মায়ের পরাণ ভরে,—
সে ধন ওজন করার নিরিখ্ নিখ্তি কোথায় আছে ?
ক্যাপল্ন্ ।

ঘুমপাড়ানি গান

(কসাক্)

ঘুম যায়রে, ঘুম যায়রে, থোকা ঘুম যায় ;
চাঁদ দেখ্তে চাঁদ উঠেছে নীল আকাশের গায় !
ভয় নেই রে মুদব নাকো আগি আঁখির পাত,
চোঁকি দিয়ে মানং মেনে কাটিয়ে দেব রাত ।
আয় ঘুম আয় !

টেরেক্ নদী টগ্‌বগিয়ে টাট্টু ঘোড়ার মত
গাঙশিলার উপর দিয়ে ছুট্ছে অবিরত ;

তীর্থরেণু

রাখ্ছে ঘাঁটি ক্রুদ্ধ কসাক্, তলোয়ারে তার হাত,
চৌকি দিয়ে মানৎ মেনে কাটাই আমি রাত ।

আয় ঘুম আয় !

খোকা রে তুই বেটাছেলে, বেটাছেলের দল
ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোরে, পড়বে চোখের জল ।
ঘোড়ায় চড়ে কোন্ সুদূরে যাবি তাদের সাথ !
মাথা খুঁড়ে মানৎ মেনে কাটবে আমার রাত ।

আয় ঘুম আয় !

কসাক্ বংশে জন্ম তোমার, কঠিন তোমার প্রাণ,
মনের মধ্যে তবুও আছে মায়ের প্রতি টান ;
লড়াই তবু বাধ্লে, খোকা, ছুটবি অকস্মাৎ,
মাথা খুঁড়ে, মানৎ মেনে, কাটবে আমার রাত ।

আয় ঘুম আয় !

বিদায় বেলায় যখন আমি কর্কর আশীর্বাদ,
উড়িয়ে নিশান চড়্'বি ঘোড়ায় হেলিয়ে ডাহিন হাত ।
খোকা আমার যুদ্ধে যাবে কঠিন কসাক্ জাত,
মাথা খুঁড়ে মানৎ মেনে কাটবে আমার রাত ।

আয় ঘুম আয় !

দলের সঙ্গে থাকবি তবু ঠেকবে ফাঁকা ফাঁকা,-
আমায় বাছা, থাকতে হবে এই ঘরেতেই একা ;

তীর্থরেণু

যেথায় থাকিস্ মনে রাখিস্ মায়ের আশীর্বাদ,
জানিস্ মনে মানৎ মেনে কাটাই আমি রাত।

আয় ঘুম আয় !

প্রসাদী ফুল দেব আমি সঙ্গেতে তোমার,
যুদ্ধে গিয়েও মায়ের কথা ভাবিস্ এক একবার।
যেখানে যাস্, যেথায় থাকিস্, তোর কিছু নেই ভয়,
মানৎ মেনে আপদ বালাই কর্ব্ব আমি ক্ষয়।

আয় ঘুম আয় !

ঘুম-ভাঙা

(তামিল ছড়া)

আহা, আহা 'আ-ঈ' !
আহা মরে যাই,
কচি আঙুল ঘুরুণি,
বাছা, পরাণ জুড়ুনি,
কে বেড়াবে হামা দিয়ে,
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেলবে ধুলো নিয়ে
ছাঁচতলাটির ছাওয়ায় !

আহা আহা 'আ-ঈ'
ঘুম ভেঙেছে, মাগি !

ভীথরেণু

মুক্তো ঘেরা টোপর মাথায়
কে দেয় রে হামা ?
চুমু দিয়ে জাগিয়ে দিলেন
মায়ের ভাই মামা ।

আহা, আহা ‘আ-ঈ’
আহা মরে যাই,
কিছু ভাল লাগছে নাকো
দুধটি এখন চাই ।
রাঙা পলার মালা গলায়,
গায়ে জরির জামা,
হুধ খাওয়াতে জাগিয়ে দিলেন
মায়ের ভাই মামা ।

আহা, আহা ‘আ-ঈ’
একটি চুমু থাই,
খোকায় কোলে ক’রে মোরা
নেচে নেচে যাই ;
দুধটি খেয়ে কল্কলাবি,—
‘বকুম্ বকুম্’ বোল্ ;
বড় আনন্দ হয়রে তোমার
পেলে মামার কোল ।

তেলুগু ছড়া

থোকামণি মায়ের গলার মাছুলি !
 থোকামণির বোট হ'ল কুঁছুলি !
 কুঁছুলিকে থোকা সাহেব কোণে দিলেন ঠেসে,
 কুঁছুলিকে নিয়ে গেল খাঁক্শেয়ালি এসে !

‘অমৃতং বালভাষিতং’

রাজার কথা অটল-স্বগন্তীর,
 শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত উদার ;
 তায়ের কথা নিলয় সে যুক্তির,
 শিশুর কথা ?—পুলক-পারাবার ।

ক্যাপ্লন্ ।

চিঠি

“প্রণাম শত কোটি,
 ঠাকুর ! যে থোকাটি
 পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
 সকলি ভাল তার ;—
 কেবল—কাঁদে, আর,
 দাত তো দাও নাই তাকে !
 পারে না খেতে, তাই,
 আমার ছোট ভাই ;

তীর্থরেণু

পাঠিয়ে দিয়ে দাঁত, বাপু !
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি ।
ইতি । শ্রী বড় থোকা বাবু ।”
রেন্সফোর্ড ।

অঙ্কুর

কহে অঙ্কুর আঁধারে মাটির মাঝে,
“মজবুৎ নই, তবুও লাগিব কাজে !”
এত বলি' ধীরে আলোকে তুলিল মাথা,
মুহূ' বলে খুলি' দিল একখানি পাতা !
পাতা, নিরখিয়া পরখিয়া চারিধার
ডাকিয়া আনিল ডাট ভাইটকে তার ;
তার পিছে পিছে কচি পাতা আরো ছুটি
কোতুকে এল বাহিরিয়া গুটি গুটি !
সুরু করি' কাজ, খাটিয়া সকাল সাঁঝে,—
পরিণত হ'ল অঙ্কুর চারা গাছে ;
রবি দিল আলো, মেঘ তারে দিল জল,
দিনে দিনে বাড়ি' লভিল সে ফুল ফল ।
যারা ছোট আছ, এস মাহুঘের মাঝে,
মজবুৎ নও, তবুও লাগিবে কাজে ;

তীর্থরেণু

আলোকের দিকে ধীরে ধীরে তোল মাথা,
রবি আশিষিবে, মেঘেরা ধরিবে ছাতা ।
কর্মের ক্রেশে ললাটে বরুক জল,
ফুটাও জগতে অক্ষয় ফুল ফল ।

নিগ্রো ডান্‌বার ।

ছোটো খাটো

ছোটো খাটো স্নেহের ছুঁটো কথা,
ছোটো খাটো সহজ উপকার,
পৃথিবীতে স্বর্গ ক'রে তোলে,
ক'রে তোলে পরকে আপনার !

অজ্ঞাত ।

মিশর-মহিমা

মিশরে পুরুষ রণপণ্ডিত, রমণী ধনুর্ধর !
স্তনদ্বয় যে শিশু তারে মাতা ধরান্ ধনুঃশর !
মার কাছে ছেলে সত্য বলিতে সত্য পালিতে শেখে,
সহজ সাহসে দুঃখ সহিতে শেখে শৈশব থেকে ।
ভয়ে সে কাঁপে না, কষ্টে কাঁদেনা, লোহার বাটুল ছেলে,
হুঁদণ্ডে বঁশ করিতে সে পারে ছরন্ত ঝোড়া পেলে ।
পিতা হাতে তার ছান্ হাতিয়ার শেখান্ অস্ত্রখেলা,
বেড়ে ওঠে বুক শড়্‌কী ধনুক লয়ে ফিরে সারা বেলা ।
ভীমরুল পারা দুর্মুদ তারা লড়িতে করে না ভয়,
বিনা ছলে কভু তাদের হঠানো নরের সাধ্য নয় ।

নীতি চতুষ্টয়

সিংহশাবক ক্ষুদ্র হ'লেও মদ-বিমলিন হাতীরে হানে,
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই ; বিক্রম কভু বয়স মানে ?

* * * *

স্বর্গ হইতে শিবের জটায় সেথা হ'তে পর্বতে,
পর্বত ছাড়ি ধরণী-পৃষ্ঠে, সাগরে ধরণী হ'তে ;
এমনি করিয়া গঙ্গা চলেছে অধোগতি অনিবার,
নষ্টমতির নিপাতের লাগি শত দিকে শত দ্বার ।

* * * *

তপ্ত লোহায় সলিল-বিন্দু,—নাম খুঁজে পাওয়া দায় ;
পদ্ম-পাতায় সেই পুন রাজে মুকুতার সুষমায় !
স্বাতী হ'তে পড়ি' শুভ্রিতে হয় মুক্তা সে নিরমল !
মন্দ, মাঝারি, ভালো হওয়া,—সব সংসর্গেরি ফল ।

* * * *

আচারনিষ্ঠে ভণ্ড বলে গো, ধীরজনে ভীকু, সরলে মূঢ় ;
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গণে, বীরে নির্দয়, তেজীরে রুঢ় !
শাস্ত্রস্বভাবে অক্ষম ভাবে, বাগ্মী পুরুষে বাচাল বলে,
হেন কোনো গুণ নাই মানুষের যাহা দুর্জনে দোষেনি ছলে ।

ভর্ৎহরি ।

অনাথ

(মুণ্ডারি)

ও পাড়াটা ঘুরে এলাম কেউ তো নেই,
 এ পাড়াটা মরুভূমির মতন ;
 মাগো আমার নেই গো তুমি নেই গো নেই,
 নেইক বাবা কর্বে কে আর যতন ?
 আজকে যদি বাবা আমার থাকত গো,
 মা যদি মোর আজকে বেঁচে থাকত,
 পথে পথে খুঁজত কত ডাকত গো,
 কোলে পিঠে ক'রে সদাই রাখত ।
 মা হারিয়ে হারিয়েছি হায় সকলকেই,
 কেউ ডাকেনা কেউ করে না খোঁজ ;
 বাপ গেছে যার জগতে তার কেউ তো নেই
 একলা পথে ঘুরে বেড়াই রোজ ।
 মা-হারাণো বড় দুখের তুলনা তার নেইকো
 বাপ হারাণো জগৎ অন্ধকার,
 মা গো আমার, সতি তুমি নেই কি, তুমি নেই গো
 বাবা আমার সতাই নেই আর !
 পরের দ্বারে দাঁড়াই স্নেহ পাইনে,
 চাকরি স্বীকার এই বয়সেই কর্ব ;
 ভয়ে কারো মুখের পানে চাইনে,
 হয় তো মাগো কেঁদে কেঁদেই মরব ।

দুঃখ কামার

এক যে আছে কামার
নামটি তার দুঃখ ।
হাতুড়ি তার টক
চেহারা তার রুক্ষ ;
হাপরটা তার মস্ত
আগুন সদাই জল্ছে,
হাঁপিয়ে প্রতি নিশ্বাসে
জাঁতাও জোরে চল্ছে ।
দুঃখ নামে কামার
হৃদয় পেটাই কর্চে,
তার হাতুড়ির ঘায়ে
পড়্ছে ঝরে মর্চে ;
ঘায়ের উপর ঘা দিয়ে
কর্চে এমন টক,
ফাটবে না কি চটবে না,
পড়বে নাক' অক ।
দুঃখ ভারি শিল্পী
বিশ্বকর্মার অংশ,
কর্চে হৃদয় মজবুৎ
এমনি,—যে নাই ধ্বংস ।

বডমান্ ।

দান-পুণ্য

ক্ষুধার সৃষ্টি করে নি দেবতা নরের নিধন তরে,
খাত্ত পেয়ের শ্রদ্ধা যে করে সেও এক দিন মরে ।
বিহিত বিধানে দান করি' দাতা কখনো হয় না দীন,
রূপণই কেবল পায় না শান্তি চির-আনন্দ-হীন ।

ক্ষুধাতুর যবে অন্নের লাগি অন্নবানের দ্বারে
হয় উপনীত, তখন যদি সে গৃহের কর্তা তারে
ফিরাইয়া ছান্ কঠিন হৃদয়ে, কিবা তার আগে ভাগে
নিজের তুষ্টি করেন সাধন, তাঁরে সন্তাপ লাগে ।

আতুরে অন্ন দান করে যেই তারে পূজা করে সবে,
দান-যজ্ঞের পুণ্য সে পায় অরির (ও) শ্রদ্ধা লভে ;
বন্ধু হয়ে যে বন্ধুজনেরে অন্ন না করে দান,
সে নহে বন্ধু, তার গৃহ নয় মাথা রাখিবার স্থান ।

তাহারে ছাড়িয়া সন্ধান কর উদার জনের ঘর,
আপন জনের চেয়ে সে আপন হ'ক সে হাজার পর ।
অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ কর,
সমুখে সরল পথ নিরমল যে পার সে পথ ধর ।

ধন বৈভব,—হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে,
কখনো তোমার, কখনো আমার ; স্থির নয় কারো ঘরে ।
হীন মন যার,—নহেক উদার অন্ন তাহার কাল,
দেবতা তোষেনা বন্ধু পোষে না ঘরে ভরে জঞ্জাল ;

তীর্থরেণু

একাকী যে জন ভোগ করে ধন একা সে ভুঞ্জে পাপ,
ধরার অন্ন হরণ করিয়া একা বহে সন্তাপ ।

ভিক্ষু কবি ।

নববর্ষে

দ্বারে দেবদারু-শাখা,—
চিহ্ন অচিন্ পথে ;
কারো তরে ফুলে ঢাকা,
কারো—ভিজ়ে অশ্রুতে ।

ইকুজু ।

বৃক্ষ-বাটিকায়

ঘিরেছে গৃহটি মোর পল্লব-সাগরে,—
নহে সে নিজ্জীব কিবা বৈচিত্র্যবিহীন ;
পাণ্ডু শ্রাম তিস্তিলী সে হেথা শোভা করে
ঘন শ্রাম আত্মকুঞ্জে রহিয়া নিলীন ;
ধূসর স্তম্ভের মত মাঝে মাঝে তাল ;
নীরব ঝিলের তীরে বিপুল শিমুল,—
সুপ্ত দেশে তুরী যেন বাজায় করাল
শ্রামবনে লালে লাল ফুটাইয়া ফুল ।
পূর্ব ভাগে বেণু-বন, শোভা তার সাঁঝে,—
ওঠে যবে চারু চাঁদ পত্র-অন্তরালে,

শুভ্র শতদল যবে সরোবর মাঝে
রৌপ্য পাত্রে পরিণত, চারু ইন্দ্রজালে !
মূরছিতে চাহে মন মৌন সুষমায়,
আদিম নন্দন বনে আঁখি ডুবে যায় ।

তরু দন্ত ।

ছপুৱে

ছপুৱে,—সোনার করে
ঝাপসা বাতাস ভরে,
কড়ি-পোকাগুলি তায়
ইতি উতি ফরকায় ;
চির প্রশান্ত গ্রাম,
ঘটনার নাহি নাম ।

তাচিবানে-নো-মাসাতো ।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিষ্ফেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী'পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;
জড়য়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে ।

ধূ ধূ করে সারাদেশ ; প্রান্তরে ছায়ায় নাহি লেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী; বৎস গাভী পানীয় না পায় ;

তীর্থরেণু

হৃদর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি ; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায় ।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সূবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃ ক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযুষের ধারা ।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সস্তাপিত মর্ম্মতল হতে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্ত্রের শীষে শীষে ;
মস্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে ।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কঙ্কলে 'রহি' 'রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন ।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র ছুঁখে কিবা স্নুখে পরিপূর !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তুষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা ছুঁখে স্নুখে সেই হবে চূর ।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিরজ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিশ্বস্তির সাধ,

ভীর্থরেণু

অভিশাপে বরলাভে তুলা জান,—কুমায় শাস্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষম আল্লাদ,—
এস ! হৃদ্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন ;
আপন দুর্জয় তেজে নিঃশেষে তোমাতে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্শ্ব তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্ঝাণ-সাগরে ।

লেক্ট-দে-লি।

শিশিরের গান

কাদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি' প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর !
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হা-হতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে বরি' বরি'
আঁখিজল ।

তীর্থরেণু

সনীর মোরে, হায়,
টানিয়া নিতে চায়
করি' জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো বরা পাতা
তহু মোর !

পল্ ভার্লেন্ ।

শীত-সন্ধ্যা

অঁধার করিয়া হৃদ গৃহ সম ধূসর পাখায়,
রাত্রি আসে, হায় !
দিবসের শবদেহ তাত্ননখে সবলে পাকড়ি'
চলিল সে উড়ি' ;
পশ্চিম গগন জুড়ি' ছড়াইয়া পড়ে রক্তধার,
পশ্চাতে তাহার ।
বিস্ময়ে চাহিয়া আছে সূক্ষ্ম পল্লবের পক্ষ্ম তুলি'
ঝাউ-তরুগুলি !
শত শত কৃষ্ণ ছায়া ছুটিয়াছে দস্যুর পিছনে,
ত্বরিত গমনে ।
আকাশ হইতে বীরে পউষের হিমার্দ্ৰবাতাসে,
চিন্তা নেমে আসে ;
নির্বিশেষে সর্ব জীব নীরব চরণে চলে, হায় !
বিস্মৃতি-গুহায় ।

বায়েরবম্ ।

শিশির বাপন

চোটো না ভাই বরফ আজো নড়ছে নাকো দেখে,
হাত পা ভেঙে গিয়েছে তার প'ড়ে আকাশ থেকে !
সকল বাড়ীর ছয়ারে সে দিয়ে গেছে হানা,
জলে হাওয়ার ছোরাছুরি, বাহির হওয়া মানা !
মস্জিদে লোক যায় না শীতে, ঘিরেছে উনান,
দেখছি এবার অগ্নি পূজা ধরলে মুসলমান !
আয় মেসিহি ! শীতের ক' দিন ঘুমিয়ে কাটাই আয়,
বসন্তে সব ফুলের সনে জাগ'ব পুনরায় ।

বাসন্তী বর্ষা

ক্ষুদে' বাদলের জয় হোক ওগো, প্রয়োজন বুঝে
ছায় সে ছাথা,
শস্ত্র-বীজের তৃষ্ণা ঘুচাতে তপ্ত ঋতুতে
সে আসে একা !
বন্ধু হাওয়ার সঙ্গে নিশীথে নীরব চরণে
বেড়ায় সে যে,
তার সেই পুলকপ্রসূতে ভিজে ধরাতল ওঠে
সবুজে সেজে !
কালি সন্ধ্যায় মেঘের ছায়ায় হয়েছিল পথ
দ্বিগুণ কালো,

তীর্থরেণু

দূরে নৌকায় উষ্কার মত জলেছিল শুধু
মশাল-আলো ;
আজ প্রাতে তাজা রঙের পরশে হ্রষে ফাটিয়া
পড়িছে মাটি,
ফিরে পতঙ্গ মুকুতা-উজল তৃণদলে পরি'
সোনালি শাটী ।

ডু-হু ।

মহানগর

মহানগর—মহাসাগর, তরঙ্গ তায় কত,
লোকের মেলা, লোকের ঠেলা ঢেউয়ের খেলার মত ;
উঠছে ভেসে যাচ্ছে ডুবে, কে কার পানে চায় ?
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায় ।
যাচ্ছে ভেসে চোখের উপর ডুবছে একে একে,
বিস্মরণের ঘূর্ণি জলে সাধ্য কি যে টেকে ?
যে মুখখানি এই দেখিলাম,—আর সে নাহি, হায় !
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায় ।
শ্মশান-মুখো যাচ্ছে কারা ?—কান্না গেল শোনা !
বন্ধ তবু হয় না হেথা লোকের আনাগোনা !
ডুব্‌ছ তুমি, ডুব্‌ছি আমি, কে কার পানে চায় ?
ডুগ্‌ডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায় ।
জিলিয়েক্‌ন্ ।

চড়ুই

ছোটো একটি চড়ুই পাখী,
তার পরণে পোষাক থাকী,
মোর ঘরের বাহিরে থাকি'
ওঠে 'চিপিক্' 'চিপিক্' ডাকি' !
টোকা ছায় সে সাসির কাছে,
যেন আসিতে চায় গো কাছে,
যেন শোনাতে চায় সে মোরে
তার গান দিনমান ধ'রে ;
আমি কাজ করি আনমনে,
কে বল্ চড়ুয়ের গান শোনে ?
পাখী 'চিপিক্' 'পিচিক্' ক'রে
উড়ে চ'লে গেল অনাদরে ।

আশা, সান্ত্বনা, ভালবাসা,
ওগো, স্বর্গে যাদের বাসা,
তারা পাখীর মতন এসে
এই মানুষেরে ভালবেসে
বসি' জীবনের বাতায়নে
গান শোনায় গো জনে জনে ;
মোরা ডুবে থাকি শত কাজে,
তারা ঘেষিতে পায় না কাছে ;

তীর্থরেণু

মোরা ভুলে থাকি হাসি খুসি,
শুধু, ঠেলাঠেলি ঘুমোঘুসি,
তারা অনাদরে যায় ফিরে,
তখন ভাসি নয়নের নীরে ।

নিগ্রো ডান্‌বার ।

বানর

একটা বানর বসেছিল সরল গাছের শাখে,
আমি ব'সে ভাবছিলাম 'সে খায় কি ? কোথায় থাকে ?'
অলসভাবে ভাবতে এবং চাইতে চাইতে ক্রমে,
কখন চক্ষু পড়ল ঢুলে স্বপ্ন এল জমে ।
স্বপ্নে দেখি বসছে বানর "ওহে পোষাকধারী !
দেখছ ? আমার নেইক দর্জি, নেই কোনো দিক্দারী,
মাসে মাসে নেই তাগাদা, পরিনে ছাট্‌কোট,
নেইক নিত্য সান্ধ্য-সভায় নিমন্ত্রণের চোট ।
বেগের ঘরে দিন দুপুরে রসদ কেড়ে খাই,
বেটা তবু বেজায় মোটা, আমি কাহিল, ভাই !
বাইনে কারো গাড়ীর পিছে, ঘরের হোক কি ঠিকে,
দিইনে নজর অথ কোনো মর্কটের স্ত্রীর দিকে ।
থোস্ পোষাকী নইকো মোটেই চাকিনে গা পর্দায়,
বাংলো-বাড়ী নেইকো আমার ঘুমাই স্নেখে ফর্দায় ;
কিনিনে দস্তানা আংটি, চোখ ঠারিনে মনকে,
সুন্দরীদের জন্ত পয়সা দিইনে হ্যামিণ্টনকে ।

দ্বন্দ্ব করি নিজের মধ্যেই, ভার্য্যা এবং ভর্তা,
 বানর-গিন্নি স্পষ্ট জানেন আমিই তাঁহার কর্তা ।
 ম্যালেরিয়ার ভয় করিনে, নেইক দেনার দায়,
 মানুষ জাতটা দেখলে আমার বড় হাসি পায় ।”
 হঠাৎ জেগে দেখি আমার মাখন-মাথা রুটি
 সংগ্রহ-না-ক’রে বানর যাচ্ছে গাছে উঠি !
 মুখখানা তার রক্তবর্ণ গায়েতে লোম কত !
 খেতে খেতে চুলকায় মাথা, ঠিক বানরের মত ।
 শিষ্ট সে নয়, সভ্য সে নয়, নেহাৎ হনুমান,
 (তবু) সাদাসিধে বানর হ’তে চাইলে আমার প্রাণ !
 বল্লম তারে “ভদ্র বানর ! করলেন অন্তর্যামী
 থোস্ মেজাজী বানর তোমায়, আমায় করলেন আমি !
 বিদায় বন্ধো ! শনৈঃ শনৈঃ যাচ্চ আপন ঘরে,
 ভুলনা, হায়, তুমি হতে ইচ্ছা করে নরে ।”
 কিঙ্গিং ।

অম্বনালা

(মাদাগাস্কার)

চারিদিক দেখে যাও এঁকে বেকে
 হে নদ অম্বনালা !
 অকারণে রেগে হুঃসহ বেগে
 যেন ষটায়োনা জ্বালা ।

তীর্থরেণু

শীতে তুমি খাটো শাড়ীর মতন
না চাকে সকল কায় ;
লেপ-চাপা-পড়া শিশু সম হাঁফ্
লাগাও হে বরষায় !
ছুটে ছুটে ছুটে মাথা কুটে কুটে
ধুলায় মলিন বেশ,
থেটে থেটে থেটে জন্ম কেটেছে
কর্মের নাহি শেষ !
দিবস যামিনী চলেছ এমনি
ছাড়িয়া পাহাড়-চূড়া,
পাথর নড়ায়ে চলেছ গড়ায়ে
উড়ায়ে সলিল-গুঁড়া ।

সাগরের প্রাতি

হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার,
মোর তরে মঙ্গভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার ।
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি’
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব ; মাঝে মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি
অতল পাতাল-গুহা প্রায়,
তারি ‘পরে অম্পষ্ট সূদূর তরী চলে স্পন্দিত পাথায় ।
গুনি আমি গর্জন তোমার,—
কহ তুমি, “তীরে বসি’ বিলম্ব করিছ কেন মিছে আর ?
“ফেন-ধৌত আকাশ পরশি’

নাচিছে উত্তাল চেউ যত, ত্রস্ত চোখে তাই দেখ বসি' ?

“ক্ষুদ্র এই তরী স্বল্পপ্রাণ,—

সাহসে পশেছে সেও তরঙ্গ-সজ্জাতে, আছে ভাসমান ।

“বিনাশ যত্বপি ঘটে তার,—

তাহে কিবা ? নাহি কি তাহারি মত আরো হাজার হাজার ?

“দর্পভরে হও আগুয়ান,

সহজ আরামে মাটি থেক না আঁকড়ি' ভীকুর সমান ;

“নেমে এস, যাও জেনে লয়ে

কি বিহ্বল পুলক বিপদে, কি আনন্দ ভাগাবিপর্ধ্যায়ে ।”

বটে গো প্রমত্ত পারাবার,

আমি যে তোমার চেয়ে বলী, মহত্তর উচ্ছ্বাস আমার ।

উঠি তব তরঙ্গ-চূড়াতে,

সে কেবল কৌশল আমার খেলিবারে আকাশের সাথে ;

আবার তলায়ে ডুবে যাই,

কোলাহল-কল্লৌলের তল কোথা আছে জানিবারে তাই ।

নিরাপদে তীরে সারাবেলা

খেলা, সে যে বিধাতার মহা-অভিপ্রায় ব্যর্থ ক'রে ফেলা ;

এ খেলা যে সাজে না আত্মার,

মৃত্যুহীন পরম পুরুষ চিরজনমের লক্ষ্য যার ।

সিন্ধু সম বিঘ্ন ও বিপদে

বিশ্বজনে ঘিরেছেন তাই ভগবান ; তাই পদে পদে

স্বজিয়া বেদনা ব্যর্থতায়

তীর্থরেণু

‘বিষম জটিল ফাঁদ দেছেন জড়ায়ে আমাদের পায় ;
বজ্রে ওতঃপ্রোত করি’ মেঘ,
বিপর্যস্ত করিছেন তাই—পাশমুক্ত করি বঙ্কাবেগ ;—
যাহে নর হয় ছুঃখজয়ী,
পরাজয়ে মাতে জয়োল্লাসে যাতনার নির্যাতন সহি’,
আপনার অজেয় আত্মায়
প্রতিকূল নিয়তির সমকক্ষ করি’ আপ্ত ক্ষমতায় ।
লও মোরে হে সিদ্ধ মহান্,
হও মম আনন্দের হেতু, হও তুমি স্বর্গের সোপান ।
হে সমুদ্র, ছরস্ত কেশরী,
তোমাতে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশর-গুচ্ছ ধরি’ ;
নহে ডুবে যাব একেবারে
লবণার্দ্ৰ গভীর গহবরে অন্ধকার অতল পাথারে ।
সুবিপুল ও বপুৰ ভার
ধরিব নিজের ‘পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেরে আমার ।
হে স্বাধীন, হে মহাসাগর !
অন্বেষ আত্মার বল পরখিতে আজ আমি অগ্রসর ।
ঘোষ ।

মরু-বাত্রী

চলেছে উটের আরোহী চলেছে সীমাহীন প্রান্তরে,
বিল্ল বিপদ পদে পদে তার চিত্ত সজাগ করোঁ ।

তীর্থরেণু

গগনের পারে প্রভাতের তারা করে তারে আহ্বান,
মরুবালুকায় লিখে লিখে যায় ধৈর্যের অবদান !
সে যে পিপাসায় জল নাহি চায় ক্ষুধাকালে খজ্জুর,
উষ্ট্র তাহার বাঁচিয়া থাকুক সুখ-দিন নহে দূর ।
মরুর কষ্টে ক্লেশ গণে না সে,—সে যে কীর্তির পথ,
তপ্ত ধূলার পরপারে আছে গৌরব স্মহৎ !
রাঙা সিরাজীর গুণ গাহে সেই গাহে সিরাজের গান,
দৈব-সুন্দেরায় পরাণ-পাত্র ভরিয়া করে সে পান !
হাফেজের তান ধ্বনিছে আজিকে সঙ্গীত মাঝে তার,
ফৈজী কহিছে,—কবিরে ভ্রান্ত করিতে সাধ্য কার ।
ফৈজী ।

জিন্

নিরঞ্জন
নিদ্রপুর,—
নিকেতন
মৃত্যুর ;
বায়ু, হায়,
মুরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুর ।

তীর্থরেণু

আকাশ জুড়ে
একি আভাষ !
নিশার পড়ে
ঘন নিশাস !
কাহারি ধায়
প্রেতের প্রায়
অনল ভায়
গানি' তরাস ।

ঘোর কলরব !
তন্দ্রা মিলায় ;
হ্রস্ব দানব
অশ্ব চালায় !
পলায় যে রড়ে
তারি 'পরে পড়ে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চড়ে
নৃত্য-লীলায় !

কাছে আসে ছল্লার,
ধ্বনিছে প্রতিধ্বনি ;
পুণ্যের কারাগার
মঠে কি মল্ল্য-ফণী ?

কিবা ঘন-জনতায়
বজ্র ঘোষণা ধায়,
কভু মৃত্যু,—মরি' যায়,
কভু উঠে রণরণি' ।

কি সর্বনাশ ! সুকারিছে জিন্ !
তাই হল্হলা উঠেছে, ওরে !
পালা যদি চাস্ বাঁচিতে ছ'দিন
এই বেলা ওই সোপান ধরে' ।
গেল,—নিবে গেল প্রদীপ আবার,
কালিমায় ঢেকে গেল চারিধার,
গ্রাসি' ঘর দ্বার নিকষ আঁধার
বসিল চড়িয়া হর্ষ্য 'পরে ।

সাজ ক'রে আজ বেরিয়েছে জিন্ যত,
ঘূর্ণিবাতাসে পড়ে গেছে 'হস্' 'হাস্' !
দাব-দহনেতে দীর্ঘ তরুর মত
পর্ণ ঝরায়ে ঝাউ ফেলে নিশ্বাস !
ধায় জিন্ যত শূন্তে পাইয়া ছাড়া,
অদ্ভুত-গতি দ্রুত অতি চলে তারা ;—
সীসার বরণ ভীষণ মেঘের পারা
বজ্র যখন কুক্ষিতে করে বাস ।

তীর্থরেণু

এল কাছে আরো,—এল ঘিরে এল ক্রমে এ যে !
আঙুলি ছুয়ার দাঁড়াও, যুঝিব প্রাণপণে ;
কি গগুগোল বাহিরে আজিকে ওঠে বেজে !
দৈত্য দানার হানা-দেওয়া ঘোর গর্জনে ।
বেঁকে নুয়ে পড়ে বাহাছুরী কড়িকাঠ যত,
জলজ কোমল নমনীয় লতিকার মত !
নাড়া পেয়ে কাঁপে পুরাণো জানালা দ্বার কত
মরিচায় জরা কবচের ক্ষীণ বন্ধনে ।

বিমরি' গুমরি' গরজিছে এ যে নরকের কলরব !
উত্তর-বায়ু চলেছে তাড়ায় পিশাচ প্রেতের পাল !
এবার রক্ষা কর ভগবান ! কালো পন্টন সব
পদ-ভরে ভেঙে ফেলে বুঝি ছাদ ! একি হ'ল জঞ্জাল !
প্রাচীর হেলিছে, ছলিছে, টলিছে, সারা গৃহ যেন কাঁদে ;
হুঁহু বুঝি গো কক্ষ ছাড়িয়া প্রলয়-ঝঙ্কা-ফাঁদে
পড়ে গিয়ে আজ কেবলি গড়ায় শুষ্ক পাতার ছাঁদে ;
ঘুর্ণি হাওয়ায় টেনে নিয়ে যায়, দাঁড়ায় না ক্ষণকাল ।

হজরৎ ! আজ বান্দা ঠেকেছে বড় দায়,
নিশাচর পাপ পিশাচের হাতে কর ত্রাণ ;
মুণ্ডিত শিরে বার বার নমি তব পায়,
ভয়বিহ্বলে নির্ভয় কর, রাখ প্রাণ ।
এই কর প্রভু ! কুহকী প্রেতের যত ছল,
ভকতের দ্বারে এসে হয় যেন হতবল ;

পক্ষ-লগন নখে আঁচড়িয়া সাসিতল,
আক্রোশে তারা ফিরুক শিকার করি' ভ্রাণ ।

গেছে, চলে গেছে !—চলে গেছে জিন্ যত ;
উড়িয়া পড়িয়া ছুটেছে গগন-পারে !
ছাদে থেমে গেছে নৃত্য সে উদ্ধত,
শত করাঘাত আর পড়িছে না দ্বারে ।
শিহরে কানন পলায়ন-বেগ-ভরে,
শিকল বেড়ীর শব্দে আকাশ ভরে,
গ্রামের প্রান্তে সীমাহীন প্রান্তরে
শালতরু যত নুয়ে পড়ে সারে সারে ।

ধীরে, ধীরে, ধীরে, দূরে, দূরে, দূরে,
পাথার আওয়াজ মিলায়ে আসে !
মৃৎ হ'তে ক্রমে মৃৎতর সুরে
কাঁপে সে আসিয়া কানের পাশে !
মনে হয়, শুনি ঝিল্লির ধ্বনি,
স্পন্দিছে সারা নিথর ধরণী,
কিবা শিলাপাতে মৃৎ ঠন্ ঠনি
পুরাণে ছাদের শেহালা-রাশে ।

সেই অপরূপ ধ্বনি !
শোনা যায় ! শোনা যায় !

তীর্থরেণু

শিঙার শব্দ গণি'
বেহুইন্ ফিরে চায় !
তটিনী-তটের তান,
উচ্ছ্বাসে অবসান !
সোনালি স্বপ্ন-থান
শিশুর নয়ন ছায় ।

জিন্ বিভীষণ,—
মৃত্যুর চর,
আঁধারে গোপন
করে কলেবর ;
করে গরজন
গভীর, ভীষণ,
ঢেউয়ের মতন ;
রহি' অগোচর ।

ঘুমায় পড়ে
মৃদুল স্বর,
ঢেউ কি নড়ে
তটের 'পর !
প্রেতের লাগি'
মুক্তি মাগি'
জপে কি যোগী
যুক্তকর !

মনে হয়,
কুস্বপন,
কানে কয়
অনুখন !
কে কোথায় !
মিশে যায় !
মূরছায়
গরজন !

ভিক্তর হুগো।

দুয়ো দুয়ো

দুয়োরানীর ছলল ! ওরে ! খেয়ে মেখে নে,
সদয় বিধি নানান্ নিধি দিয়েছে এনে !

দুয়োরানীর দুখের বাছা ! ধূলকাদাতে
বুকে হেঁটে বেড়াস্ যেন জন্ম-হাভাতে ।

দুয়োরানীর ছলল ! তোমার পূজায় ভারি জাঁক,
জুড়িয়ে গেল হোমের ধূমে নবগ্রহের নাক !

দুয়োরানীর দুখের বাছা ! তোমার দুঃখ ক্লেশ,—
এ জীবনে হ'বে কি হায়,—হ'বে কি তার শেষ ?

তীর্থরেণু

সুয়োরানীর ছলল ! তোমার বংশ বাড়িছে,
তোমার গোধন রাজ্য জুড়ে শৃঙ্গ নাড়িছে ।

সুয়োরানীর বাছারে ! তোর ক্ষুধায়, দুপুরে,
পেটের নাড়ী চিবায় যেন হঠাৎ কুকুরে ।

সুয়োরানীর ছলল ওরে ঘুমাও সুখেতে,
আরাম করে বাপের ঘরে হাসি মুখেতে ।

সুয়োরানীর দুখের বাছা ! দুখের বাছা রে !
বর্ষা শীতে বেড়াও কেঁদে বনের মাঝারে ।

সুয়োরানীর ছলল ! শেষে, ধুলায় পড়িলে !
রক্ত দিয়ে তপ্ত মাটি পুষ্ট করিলে ।

সুয়োরানীর তনয় ! ওগো তোমার মাথার ঘাম
পড়ুক আরো, ব্যস্ত কাজে থাক অবিশ্রাম ।

সুয়োরানীর ছলল ! তোমার দেমাক্ ছুটেছে,
শূয়োর-মারা শঙ্কিতে আজ খড়্গ টুটেছে !

সুয়োরানীর ছলল ! কর স্বর্গ অধিকার,
ফিরাও তুমি গ্রহের গতি বিধান বিধাতার ।

বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মহাশঙ্ক

নিতান্ত হিম, অতি নির্জীব, কপাল-অস্থি ওরে,
মোর হাতে তুমি হ'য়েছ পরিস্কৃত ;
ধৌত ধবল অনল তোমায় ক'রেছি যতন ক'রে
ঠায়ে ঠায়ে নান লিখেছি সঙ্কলিত ।

পাঠের বেলার সঙ্গী আমার ! ওরে বিষয় ! তোরে
কোণে ফেলে আমি রাখিতে কি পারি, বল,
সময় কাটে না, কাছে আয় তুই ভুলায়ে রাখিবি মোরে,
কথা বল ওরে বাড়িছে কৌতুহল ।

বল মোরে আজ বল কতবার এই তোর মুখখানি
চুষন-লোভে সঁপিয়াছে আপনায় ?
বল মোরে বল মিলন-বেলায় সে কোন্ মধুর বাণী
ব্যক্ত ক'রেছে মৃদু কল-বেদনায় ?

নিখর ! পারনা উত্তর দিতে, বাছারে, ক্ষমতা নাই,
জন্মের মত বন্ধ হ'য়েছে মুখ ;
পথে যেতে যেতে মৃত্যু আপন অস্ত্র হেনেছে, তাই
জীবনের সাথী টুটেছে মাধুরীটুকু ।

একি গো দারুণ বারতা জানালে, মোরা যে রেখেছি ভেবে
জীবন টিকিতে পারে অনন্ত দিন ;

তীর্থরেণু

এই স্মৃতি, এই রূপ যৌবন, এও কি ফুরাবে, তবে,
এই ভালবাসা—এও তবে হ'বে ক্ষীণ !

কস্ম-কঠোর দিন শেষে পাঠে ব্যস্ত র'য়েছি যবে,
একেলা নীরবে নিৰ্জ্জন এই ঘরে,
পরান আমার গুরু ভাবনার ভাষাহীন গোরবে
ধীরে ধীরে ধীরে এমনি করিয়া ভরে ।

তোর পানে চেয়ে কেটে যায় বেলা নিয়তির কথা ভেবে,
বাহিরে আঁধার, নয়নে স্বপ্নঘোর ;
সহসা ও তোর ললাটের লেখা দেখে ভয়ে উঠি কঁপে,—
“মর্ত্য মানুষ ! সময় আসিছে তোর !”
লেবিয়ে ।

গ্রন্থা গারে

মৃতের সভায় মোর কাটিছে জীবন
দৃষ্টি মম পড়ে গো যেথাই,
সেথাই জাগিছে কোনো মনস্বীর মন ;
কোনোদিন মৃত্যু যার নাই ।
মৃতের বন্ধুতা কভু হয় নাকো ক্ষীণ,
আলাপ মৃতেরি সাথে করি রাত্রিদিন ।

উৎসবে তাদেরি ল'য়ে করি মহোৎসব,
হৃদ্দিনে সাস্তুনা ভিক্ষা করি,
কি পেয়েছি, কি যে মোরে দেছে তারা সব,
সে কথা যখনি আমি স্মরি,
তখনি এ অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভরে
কপোল বহিয়া মুহু অশ্রুধারা ঝরে ।

অতীতে মৃতের দেশে পড়ে আছে প্রাণ,
আমি বাস করি গো অতীতে,
মৃতের ভাবনা ভাবি, গাহি মৃতগান,
মৃত হুখে হুখ পাই চিতে ;
তাদের চরিত্রে যাহা আছে শিখিবার
সঞ্চিত করিয়া লই অন্তরে আমার ।

তাদের আশায় আশা দিয়েছি মিলায়ে,
পাব ঠাই তাদেরি মাঝারে,
চলিব তাদেরি সাথে নিশান উড়ায়ে
শত শত শতাব্দীর পারে !
নাম রেখে যাব আমি জগতে নিশ্চয়,
যে নাম ধুলিতে কভু হবে নাকো লয় ।

সাঁউনী ।

তীর্থরেণু

উচ্চ শিক্ষা

পুঁথিতে বা' আছে লেখা সে তো শুধু

জ্ঞানের বর্ণমালা,

পুঁথির শিক্ষা শেষ ক'রে ধর

প্রকৃতির কথামালা ;

পুষ্পের ভাষা শিখিয়া লও গো,

গগন-গ্রন্থ পড়,

বিশ্বমৈত্রী কর অনুভব

বাক্য করনা জড় ।

জ্যোতিষ্মিলায় ।

‘যোগ্যং যোগেন’

উজ্জ্বল সোনা, রক্ত প্রবাল,

অমল মুকুতা ফল,—

কাহারো জনম খনির গর্ভে,

কাহারো সিদ্ধুজল ;

তবু একদিন হয় এক ঠাই,

‘মিলি’ জহরির ঘরে

পরস্পরের বিচিত্র শোভা

বাড়ায় পরস্পরে ।

‘যোগ্যের সাথে মিলিবে যোগ্য’

সনাতন এ বিধান,

কুলমর্যাদা কি করিতে পারে ?

কিবা করে ব্যবধান ?

কল্প গনন ।

কর্তব্য ও পুরস্কার-লোভ

পুরস্কার-লোভে হয় কর্তব্য কে করে ?

মানুষ কি দেছে কবে বর্ষা-জলধরে ?

‘কুরাল’-গ্রন্থ ।

বাঁকা

কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা হয় নাকো

বাঁশের চুঙ্গিতে তারে যত ভ’রে রাখ ;

কুটিলের বাঁকা মন তাহারি মতন,

তার সাথে তর্ক করা বিফল যতন ।

বেমন ।

কুতর্কিক ও কাঠঠোকরা

কুতর্কিকের নাহিক প্রভেদ
কাঠঠোকরার সঙ্গে,
ঠুকরিয়া পোকা বাহির করে সে
বনস্পতির অঙ্গে ;
যোজন জুড়িয়া বিতরে যে জন
ফল ছায়া আপনার,—
নীড় বাঁধি' স্নেহে শত শত পাখী
আশ্রয়ে আছে যার,—
অটল যে আছে এতকাল সহি'
কাল-বৈশাখী হাওয়া,—
কাঠঠোকরার মতে সে অসার ;
পোকা যে গিয়েছে পাওয়া !

প্রিকার্ড ডেক্সেল ।

অলঙ্করণ

শুক্র যদি দীপ্ত বেশে সন্ধ্যাকাশে ওঠে,
ধূমকেতুটার ধূল পুচ্ছ পিছনে তার লোটে,
অজ্ঞাচার্য্য চৈঁচিয়ে বলেন “একি ! বিষম দায় !
আম্মারি এই কুটার ‘পরে সবার দৃষ্টি ? হায় !—
না জানি অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে আর ।”

এমন সময় বল্ছে ডেকে প্রতিবেশী তার,
 “গ্রহের ফেরে এবার আমি ডুবেছি নির্ধাত,
 বাপের হাঁপ আর সারবে কিসে মায়ের পায়ের বাত ?
 জরের জালায় ধুঁক্ছে থোকা, শান্তি নাইকো চিতে,
 ভার্য্যা হ’ল বদমেজাজী গ্রহের কুদৃষ্টিতে !
 হুপ্তাখানেক বন্ধ ছিল মোদের দ্বন্দ্বরণ,
 আবার বেধে যায় ;—আকাশে দেখ্ছ অলঙ্কণ ?
 লোকের মুখে, কাণাঘুষায়, বুঝি আমি বেশ,
 উন্টাবে পৃথিবী এবার হবে কলির শেষ ।”
 অজ্ঞাচার্য্য বলেন “বন্ধু ! তোমার কথাই ঠিক,
 গ্রহতারার গতিক দেখে ভুলেছি আত্মিক !
 চল দেখি ভিন্ন গাঁয়ে তল্লী আমার নিয়ে,
 ও গ্রামটাতে গ্রহের দৃষ্টি কেমন ? দেখি গিয়ে ।”
 সেথাও দেখে শুকতারা সে তেমনি চেয়ে আছে,
 তেমনি লুটায় ধূত্র পুচ্ছ ধূমকেতুটার পাছে !
 ফিরে তখন গেল দৌঁছে আপন আপন ঘর,
 ধৈর্য্য-ধনে ধনী তারা হল অতঃপর ।

গেটে ।

নব্য অলঙ্কার

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায় ;
 পয়ার সে বর্জ্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা ;
 নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গ’লে যেন মিলিবে হাওয়ায় ;
 ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা ।

তীর্থরেণু

যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্ভাস্ত না হয় যেন চিত ;
নাই ক্ষতি নিভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায় ;
বাক্ত আর অবাক্তের যুক্তবেণী মদির সঙ্গীত !
তার মত প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায় ।

সে যেন বিমুক্ত আঁখি ওড়নার স্ফল্গ অন্তরালে,
স্পন্দহীন মধ্যাহ্নের সে যেন গো আলোক-স্পন্দন ;
সে যেন সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে
প্রদীপ্ত ও দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মৌন সংক্রমণ !

আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত ‘ছায়া-সুখমা’,
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হ’বে রঙীন তুলি নিয়ে ?
‘ছায়া-সুখমা’ই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়,—
বাঁশী আর শিঙারবে,—স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে ।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার কর ছই প্রাণঘাতী ছুরির মতন ;
রন্ধন-গৃহের যোগা ও যে নীচ রসুনের বাস,
দেবতার (ও) পীড়াকর ; তাঁদেরো কাঁদায় অকারণ ।

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি’ মোচড় লাগায়ো ভাল মতে ;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাষান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভাল ;—কবিতারে মাঠে মারা হ’তে ।

তীর্থরেণু

বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি হৃদশা, বিড়ম্বনা কত !
হীরা, জিরা মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেছে পরারে,
নিজ্জীব, বৈচিত্রাহীন ;—অৰ্দ্ধাটীন অনাথ্যের মত ।

শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্বযুগে তার ;
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্তপাখা পাখীর মতন !
পাওয়া যাবে সমাচার প্রয়াণ-চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ,—ভালবাসা আরেক নূতন !

কবিতা সে হ'বে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন,—
আভাসের ভাষাখানি,—প্রভাতের মজ্জিম বাতাস ;
ছ'পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগগন !
বাকি যাহা,—সে কেবল পশুশ্রম, পাণ্ডিত্য-প্রয়াস ।

পল্ ভার্লেন্ ।

স্বর্ণমৃগ

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে,
পাহাড়ের জঙ্গলে,
হুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে !

তীর্থরেণু

তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত-শুভ্র হাওয়া !

চিরকামনার স্বর্ণ মৃগ সে,
কীর্তি তাহার নাম ;
শিকারী এবং কুকুরদলে
জায় না সে বিশ্রাম ।

গাউণ্ড ।

কবি

চন্দ্র আনার মনের মানুষ !
বন্ধু সে পারাবার !
গগন আমার ভবনের ছাদ !
প্রভাত আমার দ্বার !
সিদ্ধ-শকুনে সঙ্গী করিয়া
চুমি গো গগন-ভালে,
নিজ দেবত্ব লুটতে না পারি
ধরণীর ধূলিজালে ।

চাং চি হো ।

শ্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;
 আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?
 আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দলে,
 শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে !

পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
 প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ;—
 শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
 ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে ।

পাখীর আকুতি আমিও জেনেছি কিছু,
 পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু ;
 কল্প-লোকের তারায় তারায় ফিরিতে তবুও হারি,
 পায়ের ধুলার মত ধরণীতে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি ।

শ্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
 মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি !
 নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধায় মিথ্যা জয়ের আশা,
 তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু শ্রোতে ও বাতাসে ভাসা !

লি-পো ।

ভাবের ব্যাপারী

উৎসব-শেষে অতিথির দল গিয়েছে চ'লে,
পানের পেয়ালা ফেলে গেছে হায় হস্ম্যাতলে ;
আর কেহ নাই জাগায়ে রাখিতে সে কল্লোল,
ওঠ্ জামি ! তবে পাত্রটা তোর ভরিয়া তোল্ !
হোক স্মরশেষ কিবা অমৃতের ফেনা,
জুড়ে দেরে ফের রসের সে লেনাদেনা !

কতই গাহিলি কতই নীরবে কাঁদিলি, হা রে,
মুক্তার মালা গাঁথিলি সোনার বীণার তারে ।
বরষে বরষে কতই নূতন তুলিলি তান,
জীবন কুরায় তবু হায় শেষ হ'ল না গান !
তবে স্মর কর রসের সে লেনাদেনা,
হোক স্মরা কিবা স্মধা-সাগরের ফেনা !

জামি ।

সঙ্গীত-মিস্ত্রির নিবেদন

(মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর)

ইংলণ্ড ! ইংলণ্ড !

সিদ্ধুর প্রহরী !

রাষ্ট্রের স্রষ্টা !

মানুষের ধাত্রী !

সঙ্গীত শুনিবার
 অবসর আছে কি ?—
 সঙ্গীত-মিস্ত্রির
 অপরূপ কীর্তি ?
 গোলমাল দিনরাত,
 কেমনে বা শুনিবে ?
 নানা দলে কলহের
 চীৎকার তুলিছে ;—
 ভিক্ষুক ক্ষুধিত,
 খনিজীবী খুসী নয়,
 ‘শ্রম’ নামে রাক্ষস
 বন্ধনে অস্থির ।
 তবু, কবি-কর্ম-
 কারেদের নেহায়ে
 পড়িতেছে হাতুড়ি,—
 গড়িতেছে ছন্দ ;—
 তন্ময় মুখ সব,—
 উজ্জল, রক্তিম,
 হাপরের তাপে, হায়,
 ঝলসায় চক্ষু !
 সত্য কি ?—শুনিছ ?
 তুমি সব দেখিছ ?

তীর্থরেণু

তবে বুঝি নয় ইহা
পণ্ড ও নিষ্ফল ।
ওগো এই সঙ্গীত-
অনুরাগ, মানবের
স্বভাবেতে, শাস্ত
রহিয়াছে লগ্ন,—
জীবনের খাণ্ডে
প্রণয়ের পানীয়ে
পুষ্ট সে, হৃষ্ট সে
মৃত্যুর অতীত ।
বিশ্বের স্রুগভীর
মর্শ্মেতে ভিত্তি,
যমজ সে নিখিলের
সকলের সঙ্গে ;
শুধু তাই ? কিবা এই
প্রকৃতির তত্ত্ব ?
ছন্দে সে প্রকাশের
নিরবধি চেষ্টা !
তরুলতা—পুষ্পে,
তারা—উদয়াস্তে,
নদী—ভাঁটা জোয়ারে
সঙ্গীতে বেপমান !

রাজরাজ ব্রহ্মণ
কবিদের জ্যেষ্ঠ,
তাঁরি মহাছন্দে

চরাচর চলিছে ।

তাই কহি, বিদ্রূপ
কবিতারে ক'রো না,
মা আমার ! মা আমার !

মানবের ধাত্রী !

ধনজন, বৈভব,
সবই ক্ষণভঙ্গুর,
ছেড়ে যায় লক্ষ্মী,

ধ্রুব শুধু বাণী গো !

গান ঘিরে রাখে সব,
গান কভু মরে না,
মানুষ রচিবে গান

শুনিবে তা' মানুষে ।

সৃষ্টির একতান

সঙ্গীত যতদিন

ঝরি' ঝরি' অবিরাম

নাহি হয় নিঃশেষ,

ততদিন আমরাও

তারি সাথে গাহিব;

তীর্থরেণু

যে গানের ছন্দে
নর্তিত বিশ্ব !

তবে, কবি-কন্ম-
কার দিক্ কবিতায়
উপহার তোরে গো !
মানবের ধাত্রী !

বয়সের চিহ্ন
মুখে তোর পড়িছে,
স্বপ্নের মত ছায়
সময়ের ছায়া গো ।

গান সেই ঔষধ—
যাহে ফিরে যৌবন,
উৎস সে নবতার,
প্রভাতের নিব্বার ।

তঁাতশালে জগতের
ভাগ্য তো বুনিছ ;—
শ্রম লঘু হয় কিসে
গান নাহি গাহিলে ?

ভেবেছ কি ছনিয়ায়
সার শুধু খাটুনি ?
পূজিবার,—বুঝিবার
আছে শোভা, হর্ষ ;

কবি নহে তুচ্ছ,
হীন নহে কবিতা,
মা আমার ! মা আমার !
মানবের ধাত্রী !

ওয়াটসন্ ।

মেলার যাত্রা

(দাদি স্থান)

চটপট ওঠ ওঠ গো মানুষ !
ছিরি ছাঁদ আছে মোদেরো মানুষ !
স্ব্যির মত কপাল মানুষ !
বিক্মিক চোখ উজল মানুষ !
দাঁত আমাদের মুক্তো মানুষ !
হুটি ঠোট উদযুক্ত মানুষ !
চুল চুলবুল হাওয়াতে মানুষ ।
বসে কি ভাবিস্ দাওয়াতে মানুষ !
পশ্মী পোষাক পরে নে মানুষ !
গাঁয়ে আমাদের মেলা যে মানুষ !
পাগড়ী মাথায় বেঁধে নে মানুষ !
চাদর থানাও কাঁধে নে মানুষ !
তাজা ফুলগুলো হাতে নে মানুষ !
ধোঁ-ধোঁ-দ্রিম্-দ্রিম্ !
দ্রিম্-দ্রিম্-ম্-ম্ !

তীর্থরেণু

শিকারীর গান

মহয়া গাছের তলে হরিণ চরে,
আরে, ঘাসের 'পরে ;
গুড়িগুড়ি বাঁকা পথে শিকারী চলে ;
আহা, কতই ছলে !
মহয়ায় হরিণের মন হরিল,
সারা বন ভরিল ;
তীর বেগে হয়ে খাড়া ধনুকধারী
তীর হানে শিকারী !
মহয়া গাছের ছায়ে হরিণ পড়ে ;
লোহ লাগে শিকড়ে ;
আহ্লাদে ফুকরিয়া চলে শিকারী,
আজি, আহোদ ভারি !
আরে ! ধনুকধারী !

নৃত্য-গীতিকা

(মেক্সিকো)

গোটা গোটা উঠল ফুটে জাল-তু-মোতির ফুল,
পাপড়ি সে পূরন্ত হ'ল বাতাসে ছলছল ;

পাহাড় কোলে কুজাটিকা ঘুমিয়ে প'ল আজ,
শীঘ্র দিয়ে ঐ নীল পাখীট ডুবলো পাতার মাঝ !

কঠিন ঠোঁটে গাছের বাকল কোন্ পাখী কাটে,
কাঠবিড়ালীর 'চিড়িক্' 'চিড়িক্' শব্দে কান ফাটে ;

কালো বাহুড় মাকুর মতন সাঁঝের জাল বোনে,
ফলন্ত গাছ হয়ে কথা কয় মাটির সনে !

হাওয়ার কোলে মিলিয়ে গেল একলা চীলের ডাক,
বৃষ্টি এসে পড়'ল ব'লে,—আয় গো নাচা যাক্ ।

বসন্তের প্রত্যাবর্তন

কিরণে ঝলমল অগাধ নীলজল,
নীল কমল তায় ফুটেছে ;
বনের পথ ধরি' চলেছে স্নানরী,
নীল কমল হেরি' ছুটেছে ।

ঝাপসা ঝোপে ঝাপে ব্যথিত বায়ু কাঁপে,
পিচের শাখে শাখে পাতার হুচী ;
ঝাউয়ের মূছ ছায়া রচিছে কিষে মায়া
ছড়ায়ে বন পথে সোনার কুচি !

নীল কমল লখি' চলে কমল-সখী,
বন বিজন, ভিজা ভেষজ ভ্রাণ ;

তীর্থরেণু

আবেশে একাকার চলিতে পিছে তার
 শুনি গো বারবার পুরাণো তান ;—
 “নিখিলে আছে মিশে কাহিনী অনাদি সে,—
 যা’ ছিল পুরাতন হ’ল সে নব ;
 কালের বিধে অরা তরুণ হ’ল ধরা
 পুরাণো প্রাণে নব প্রেমোৎসব !”

মুকুন্দ ।

প্রেমিক ও প্রেমহীন

ভাল যারা বাসে শুধু তারা ভাল থাকে ;
 প্রেমহীন সারা হয় বহি' আপনাকে ।
 'কুরান'-গ্রন্থ ।

ভালবাসার সামগ্রী

ভালবাসি হাসিভরা বসন্ত মধুর,
আর ভালবাসি নব বরষ প্রবেশ ;
রসের পূরিয়া ভালবাসি গো আঙুর
ভালবাসি সুখালস প্রেমের আবেশ !
ধরে রাখ, দেখ দেখ, সুখ না পালায়,
পালালে সে এ জীবনে ফিরিবে না হয় ।
সুত্রটি বাবর ।

নারী

নারী নিরমলা, নারী সুন্দরী,
নারী মনোরমা স্বর্গের পরী,
নারী সে ভেষজ ব্যথিত মনের,
নারী সে ভূষণ বীৰ্য্যবানের,
নারী সম্পদ, নারী সম্ভ্রম,
নারী-প্রেমলাভ ভাগ্য পরম ।

অল্‌রিচি ।

মন যারে চায়

(মুণ্ডারি)

কাকের ও কোলাহল চাইনে,
মুখর ঘটক দল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই ;
ডগমগ চৌদোল চাইনে,
জগবম্পের রোল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই ।
দুয়ারে আমার শাখা চাইনে,
কপালে সিঁদূর আঁকা চাইনে,
ভালবাসা যায় যারে তারে শুধু চাই ।

“বৌ-দিদি”

বৌ-দিদি চাস্ ? বোনটি আমার,

বৌ-দিদি তোর চাই ?

তারার হাতে খুঁজব এবার

দেখব যদি পাই !

তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—

ঠাকুর ঘরের দীপ ;

তোর মতোটিই আনতে হ’বে

পুণ্য হোমের টিপ্ ।

স্বপ্ন-দেবীর পাখা ছ’খান্

ধার ক’রে-না-নিয়ে,

ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব

কারেও না জানিয়ে ;

ধরব গিয়ে ঝড়ের বেগে

রামধনুকের ডোর,

রামধনুকের একটি রেখা

বৌ-দি’ হ’বে তোর !

ডুবব সোজা সাগর জলে

স্বর্গ্যালোকের মত,

প্রবাল-গুহায় অপরীরা

নাইতে যেথায় রত,

পরীরাণীর মুকুটখানি

আনব সাথে মোর ;

সেই মুকুটের মধ্য-মণি

বৌদি' হবে তোর !

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ

মুখে লাগাম দিয়ে,

যাহু-জানা পাগল-পানা

কল্লনাকে নিয়ে,

সটান্ গিয়ে কল্ল-লোকের

আনব সে মন্দার,

বৌদি' তোমার সেই তো হ'বে ;

বোনটি গো আমার ।

ডিরোজিয়ে ।

অতুলন

(একটি মালাই পাস্তমের হুগো কৃত ফরাসী অনুবাদ হইতে)

প্রজাপতিগুলি খেলিয়া ফিরিছে পাখার ভরে,

শৈল-মেখলা সিদ্ধুর কূলে গেল গো তারা !

পঙ্করতলে মন কাঁদে মোর কাহার তরে,

জন্ম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা ।

তীর্থরেণু

শৈল-মেখলা সিন্ধুর কূলে গেল গো তারা !
গৃধ্র উড়িল—চলিল সে বাস্তানের পানে ;
জনম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা,
কিশোর মুরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে ।

গৃধ্র উড়িয়া চলে ওই বাস্তানের পানে,
পতনপুরে পৌঁছি' গুটার পক্ষ দুটি ;
কিশোর মুরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে,
তবু ভাল যারে বাসি তার মত নাইক দুটি ।

পতনপুরে গৃধ্র গুটার পক্ষ দু'টি,
যুগল কপোত চলেছে উড়িয়া দেখ গো চাহি ;
ভাল যারে বাসি তার মত আর নাইক দু'টি,
মরম-দ্রয়ার খুঁজে নিতে তার তুল্য নাই ।

সন্ধ্যার স্মরণ

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহতাশ,
সান্নিধ্য ফেনিল মূৰ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

তীর্থরেণু

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে স্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;
সান্দ্র-ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী স্মহান্ সীমাহীন নীলাকাশ ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আধার নির্ঝাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী স্মহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হ'য়েছে অদর্শন !

অগাধ আধার নির্ঝাণ মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল স্বাস ।
বদলেয়ার !

নীরব প্রেম

পাপিয়ার তান না ফুরাতে, রবি, সহসা যেমন ক'রে
নিশ্চিন্ত করি' ছায় রশ্মিতে মস্তুর শশধরে,
তেমনি করিয়া, সূর্য্যের মত উজ্জ্বল তব রূপ,
কণ্ঠ আমার করেছে হরণ ; গান একেবারে চূপ !

তীর্থরেণু

উতলা বাতাস সহসা যেমন দ্রুত পাখাভরে আসি'
জোর ফুঁয়ে ভেঙে ফেলে গো কীচক,—তার সবে-ধন বাঁশী ;
তেমনি করিয়া আবেগের ঝড় আমারে করে গো ক্ষীণ,
ভালবাসা মোর অমিত বলিয়া ভালবাসা ভাষাহীন ।

নয়ন আমার সে কথা তোমারে জানায়েছে নিশ্চয় ;—
কেন যে বাঁশরী নীরব আমার বীণা সে মৌন রয় ;
সে কথাটি যদি না পার বৃষ্টিতে বিদায়, বিদায় সাকী,
না-পাওয়া চুম্বার, না-গাওয়া গানের স্মৃতি লয়ে আমি থাকি ।
ওয়াইল্ড্ ।

প্রথম সন্তাষণ

কতবার ভেবেছি গো, ভগবান নিজ করুণায়,
নিভতে সৌন্দর্য্য তব দেখাইয়া দিবেন আমার ;
আজিকে আপনা হ'তে তুমি মোরে দিলে দরশন !
অনেক দিনের সাধ—হৃদয়ের—করিলে পূরণ ।

চক্ষু দেখিতেছি তোমা, কণ্ঠস্বর শুনিতেছি কানে,
হে স্নন্দরী ! কহ কথা, আরবার চাহ মোর পানে ;
মুগ্ধ এ শ্রবণে তুমি বল যাহা বলিবার আছে,
অন্তরের অভিলাষ অসঙ্কোচে কহ মোর কাছে—
ফর্দ সী ।

মুক্ত

নীল আকাশের বিমল বিভাতে
 তোমারেই শুধু দেখি, কিশোরী !
 গিরি নিঝরের রূপালি তুফানে
 তুমি দেখা দাও মুরতি ধরি' !
 স্পন্দনহীন প্রথর রৌদ্রে
 রয়েছে দাঁড়িয়ে হে অপ্সরী !
 চঞ্চল শিখা তারায় তারায়
 হাসিছ আকুল জোছনা ভরি' !

যে দিকে চাই
 দেখি তোমায় !
 আঁখি ফিরাই,—
 রয়েছে ! হায় !

কভু পিছে কভু হাসিছ সমুখে,
 হায় নির্ভুরা ! একি চাতুরী !

কিস্ফালুডি ।

প্রেম-পত্রিকা

প্রকৃতি-মধুরা, মুখে হাসি ভরা, ভিতরে বাহিরে মধু !
 রূপ-দেবতার প্রতিমা তুমি গো, গঠিত অমৃতে শুধু !
 স্নল্‌তানা ! আমি গোলাম তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
 রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হ'লে ।

তীর্থরেণু

ওই অধরের সুখা পান করি' আয়ু হ'ল অক্ষয়,
অমৃত-কূপের সন্ধান জেনে মরণে কি আর ভয় ?
স্বাদু ও সরস নাহি চাহি যশ, তুমি রাখ হাতে হাত,
রাজা বিনা কার এমনটা ঘটে ? আর কেবা হয় মাতৃ ?

কপোতের মত শুভ্র আমার ক্ষুদ্র এ চিঠি থানি,
পাখী না মুড়িয়া চলিল উঠিয়া তোমারি সমীপে, রাণী !
এমন একটা কিছু করা চাই শীঘ্র না ভোলে লোকে,
সাবাস নেজাতি, তোম—তানা—নানা, হাসি যে উছলে চোখে !
নেজাতি ।

ব্রাহ্মী গান

মেঘুর নয়ন মেঘের মতন,
দারুচিনি জিনি দাঁত,
চোখের চাহনি, চাহনি সে নয়,—
লাথ ঢাকা হাতে হাত !
বোটাতে তোমার জল যদি থাকে
দাও গো না করি' ছল,
আমার পক্ষে হ'বে ঔষধ
তোমার হাতের জল !

ওগো সুন্দরী ক্লান্ত মনের
 পক্ষেতে তুমি তাঁবু,
 শকর-খাদী বাদশাজাদী সে
 ও রূপের কাছে কাবু!
 তুমি যেন কোনো ফুলের গন্ধ,—
 কেবল গন্ধটুকু!
 গোলাম আমারে ক'রেছে তোমার
 মশালা-গন্ধি মুখ!

সাধ

(মিশর)

তোমার দ্বারে দ্বারী হ'তে পেলে আমি তো ভাই,
 কিছু না চাই,
 বাঁচিয়া যাই!
 ভংসনা-বাণী কল্পিত মনে শুনি গো কত,
 শিশুর মত,
 নয়ন নত।
 আমি যদি হায় হ'তাম তোমার হাব্‌সী দাসী,
 রূপের রাশি,
 নিকটে আসি'

তীর্থরেণু

অবাধে ছুঁচোখ ভরি' দেখিতাম ; সরম ভরে
যেতে না স'রে,
ঘোমটা প'রে !
হ'তাম যদি ও করে অঙ্গুরী, কণ্ঠে মালা,—
হৃদয় আলা !
রূপসী বালা !
মালারি মতন ছলিতাম তবে হৃদয় তলে,
নানান্ ছলে,
বেড়িয়া গলে ;
এক হ'য়ে যেত অঙ্গুলি আর অঙ্গুরীতে,—
অতি নিভূতে,—
ছইটি চিতে ।

সঙ্কোচ

ভালবাসি তারে প্রাণপণ ভালবাসা,
তাহারি বিরহে মরিয়া যেতেছি ছুখে ;
সে নাম শুনিতে কেহ যদি কর আশা,
বলিব না, হায়, আনিতে নারিব মুখে !
মিলন জনমে যদি নাই ঘটে, হায়,—
আশা যদি শুধু উঠিয়া মিলায় বৃকে,—

অশরণ হিয়া ফাটিয়া টুটিয়া যায়,—
তবুও সে নাম বলিতে নারিব মুখে !

গোপন সে নাম বাহির করিতে কেহ
ছুরি ল'য়ে যদি আসে মোর সম্মুখে,—
চিরে চিরে করে চিরুণীর মত দেহ,—
তবু বলিব না,—আনিব না তাহা মুখে !
যার কেশজালে হৃদয় পড়েছে ধরা,—
যেখানে সেখানে যখন তখন

সে নাম কি যায় করা !

জাকর ।

সঙ্কত গীতিকা ✓

ভোর হ'য়ে গেছে, এখনো ছায়ার বন্ধ তোর !
সুন্দরী ! তুমি কত ঘুম যাও ? স্বজনী !
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?
টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী ।
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহে কে ! আর
কাঁদে কেবল !

তীর্থরেণু

নিখিল ভুবন করে করাঘাত ছুয়ারে তোর,
পাখী ডেকে বলে ‘আমি সঙ্গীত-সুখমা’ ;
উষা বলে ‘আমি দিনের আলোক, কনক-ডোর,’
হিয়া মোর বলে ‘আমি প্রেম, অগ্নি সুরমা !’
প্রিয়া ! কোথায় ?
শোনো, চপল !
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল ।

ভালবাসি নারী ! পূজা করি, দেবী ! মুরতি তোর,
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক’রেছে আমারে ;
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে !
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল !

ভিক্তর হুগো †

কৃপা-কার্পণ্য

অবগুণ্ঠন কর গো মোচন, নিশার আঁধার
 গিয়েছে ক্ষ'য়ে,
 বাহির হও গো, তোমাতে দেখিতে সূর্য্য এসেছে
 বাহির হ'য়ে !
 মোর মরমের যতেক তন্তু যত খুসী তুমি
 জটিল কর,
 কুসুম-গন্ধি কুস্তল শুধু কুটিল কোরো না,
 মিনতি ধর ।
 যেখানে সেখানে অমন করিয়া চাহনি তোমার
 যেয়ো না হানি',
 সারা ধরণীতে হাহাকার ধ্বনি তুলো না, তুলো না,
 তুলো না রাণী !
 আকাশের তারা গণিয়া গণিয়া আমি যে বামিনী
 কাটাই নিতি,
 জাগো জাগো মোর প্রভাতের আলো ! মৌন ধরার
 ফাগুনী গীতি !
 ফজুলীর দিন কাতরে কাটিছে ;—কারণ তাহার
 সুধালে কেহ,—
 সরমের কথা কি বলিবে ? হায়, একটুও তারে
 দাওনি স্নেহ !

কজুলী ।

চাঁদের লোভ

অবগুণ্ঠন ঘুচাও, রূপের

আলোকে ভুবন ভরিয়া দাও,

পুরাতন এই ধুলির ধরণী

নিমেষে স্বর্গ করিয়া দাও !

স্বর্গ-নদীর মৃদু-হিল্লোল

হাসিতে তোমার দোলায়ে দাও,

অগুরু-গন্ধে ছেয়ে ফেল দেশ,—

কুক্ষিত কেশ এলায়ে দাও !

তব কপোলের সুকোমল লোম

ফাসী' আখরে হুকুম লিখে,

বাতাসের হাতে দিয়ে, বলে দেছে,—

“জয় ক’রে এস দিখিদিকে !”

অমৃত কূপের সন্ধান, যদি

বিধাতা না দেন, পায় না কেহ,

হাজার বরষ ঘুরে মর কিবা

মাটি হ’য়ে যাক সোনার দেহ !

জয়নাব ! তুমি অ-বলার রীতি

এবারের মত ছাড়িয়া দাও,

নিষ্ঠায় মন দৃঢ় কর, সখী,

আকাশের চাঁদ পাড়িয়া নাও—

জয়নাব !

উপদেশ

কথা শোন, বুলবুলি !
দিন কিনে নে রে বহু !
অরুণ এ দিনগুলি
ভালবাসিবারি জন্ত ।

বিজেরা অকারণে
নিন্দে প্রণয়টকে,
প্রেমিক জেনেছে মনে
বিজ্ঞ আমোদ ফিঁকে ।

স্বপ্ন যদি এ প্রণয়
নিজা বাড়ানো থাক্ ;
জাগার বয়েস এ নয়,
সে ভাবনা আজ থাক্ ।

যদি দেখি সুখ-স্বপন
স্বপনেরি সাথে চুঁয়ায়,
শেষ করা যাবে জীবন
ভুলচুকে ধরা ধুয়ায় ।

দে জুড়ি ।

তবু

তবু মোরে হ'ল না প্রত্যয় !
হাজারের মাঝে, ওরে ! বেছে যে নিয়েছে তোরে
আমার এ অবোধ হৃদয় ।

ছিছু একা, ছিলাম স্বাধীন ;
তোমারি লাগিয়া হায়, শিকল প'রেছি পায়,
রহিব তোমারি চিরদিন ।
ফর্দ সুদী ।

নিষ্ফলারম্ভ

(মিশর)

মৃণালের লাগি কাঁদিছে মরাল
কাতরে বিদায় কালে,
তুমি তো দিলে না ভালবাসা, শুধু
আমি জড়াইছু জালে ;
হৃদি-তন্ততে পড়েছে গ্রস্থি
কেমনে ছিঁ ড়িব, হায়,
কেমন করিয়া এড়াব না জানি,
ছাড়াতে জড়ায় পায় !

নিত্য যে আমি সন্ধ্যাবেলায়
 নিয়ে যাই পাখী ধরে,
 পরিজনে যদি সুধায় আজিকে,
 কি কহিব উত্তরে ?
 তোমার প্রেমের বন্দী করিতে
 আজি পেতেছি জ্ঞান,
 নিষ্ফলে বেলা ফুরাল আমার
 বৃথা কেটে গেল কাল ।

দুঃসহ দুঃখ

চাঁদের নৌকা ভাসিয়া চলেছে শৈল-শিখর 'পরে
 প্রদীপের আলো মরে ;
 অতীত অযুত বসন্ত আজি বুকে মোর হাহা করে,
 আর, আঁখি জলে ভরে !
 মরমের ব্যথা বুঝিলে না, বঁধু ! এ দুখ রাখিতে ঠাই
 নাই গো কোথাও নাই ।

ওয়াং সেন্-জু ।

কৌশলী

(প্রাচীন মিশর)

শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিব পড়িয়া ঘরে,
 পীড়িত জানিয়া পড়শী আসিবে দেখিতে মোরে ;

তীর্থরেণু

আমি জানি মনে তাহাদেরি সনে আসিবে প্রিয়া,—
আমারে নীরোগ করিয়া, বৈতে লজ্জা দিয়া !

গুপ্তপ্রেম

হিয়ার মাঝারে প্রাণ কাঁদে মোর

খেদে হ'নয়ন বুঝে ;

বঁধুতে আমাতে হ'ল না মিলন,

চিরদিন দূরে দূরে ।

মন্দ লোকের সন্দেহে ধিক্,

বিধাতা জানেন মন,

চক্ষের দেখা দেখিতে পাবনা

তাই ভাবি অমুখন ।

কুয়েন্বার্গ ।

পতঙ্গ ও প্রদীপ

(হিন্দি)

পতঙ্গ কহিছে 'দীপ ! তুমি দেখ রঙ্গ,

তোমার লাগিয়া জ'লে মরিছে পতঙ্গ ।'

দীপ কহে, 'হায়, বন্ধু, অভিমান মিছে,

আগে হ'তে আমি জলি, তুমি জল পিছে ।'

অভ্যর্থনা

পদ্মে রচিয়া বন্দন-মালা ছায় না তোরণে দোলায়ে,
 সম্বল তার আঁখি-পদ্মের দৃষ্টি ;
 সুরভি অধরে মুহু হাসি লয়ে বাতায়নে থাকে দাঁড়ায়ে,
 পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি !
 মঙ্গল ঘট বুকে ক'রে থাকে, শ্রম জলে অভিষিক্ত,
 মাটিতে নামায়ে রাখিতে দেখিনি কভু সে,
 তরুণীর পতি অভ্যর্থনা বাহির হইতে রিক্ত,
 অন্তরে মিঠা অমৃত ছিটায় তবু সে !

রাজা অমর ।

সন্ধ্যার পূর্বে

ওগো !	দিনের নাবাল ভূঁয়ে,
আর	রজনীর এই পারে,
কিছু	ধরিয়া পাইনে ছুঁয়ে
আঁখি	ডুবে যায় একেবারে ;
ছায়া	মোলায়েম, আলো মুহু,
পড়ে	পথে ঘাটে হুয়ে হুয়ে ;—
রবি	ছড়িয়ে গেছে যে সীধু,
বাদল	যে ফুল গিয়েছে ধুয়ে ।

তীর্থরেণু

এই
সে কি
মরণ
শেষে
তবে
এই
ওগো
আজ

নিভৃত নিমেষ গুলি
বুথাই বহিয়া যাবে ?
আছে যে নয়ন তুলি,—
প্রেমের অযশ গা'বে ?
ফুলেরা দেখুক, অয়ি !
ভরা প্রেম নিমেষের,
ভালবাসা হ'ক জয়ী
মরণের 'পরে ফের ।

হুইন্‌বার্গ ।

গান

নয়নে নয়ন রাখ গো
হাতখানি রাখ হাতে,
অধরে অধর ঢাক গো
ঘন চুষন পাতে !
চুষন সে যে মধুর মদিরা
প্রেমিকে করে সে পান,
পিয়াও, পিয়াও, কাফ্রি-কুমারী !
চুষন কর দান ।

কমল—কমলে নেহারি'
ফোটে গো যেমন প্রাতে,

প্রণয় তেমনি দৌহারি
বিকশিছে এক সাথে !
শ্রামল তমাল, শ্রামা নতিকায়
কোরো না গো ঠাই ঠাই,
কাক্রির কালো কাক্রিগি ভাল,
তুলনা তাহার নাই ।

নিগ্রো ডানবার ।

খেয়ালির প্রেম

ওগো রাণী ! দাস পড়িয়াছে বাঁধা তোমার চুলের
শিকল-জালে,
সকল দাসের আগে চলা তাই দৈবে ঘটেছে
মোর কপালে !
প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে ;
গোলাম তোমার আমীর হ'য়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে !
আমার মনের গহন গুহায় পশেছে তোমার
দম্মা আঁখি ;—
হৃদয় পরাণ আতিপাতি করি' ধরিতে তোমারে
পারিব নাকি ?

তীর্থরেণু

রাঙা অধরের চুখন লোভে রাঙা মদিরার
পাত্র চুমি,
সুরার পাত্র দেখিবা মাত্র মনে হয়, বুঝি,
নিকটে তুমি।
বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন থেয়ালে
রয়েছে স্নেহে,
বাদশার চেয়ে বড় হ'য়ে গেছে তোমার মুরতি
ধরি' এ বুকে।

মেসিহি।

স্বপ্নতানের প্রেম

ছিন্ন কলিজা পলিতা হ'য়েছে,
হাসির আগুন লাগায় দাও,
বিধাতার বরে আলো হ'বে ঘর
মোর দীপখানি জাগায় দাও !
আখি জলে মোর হয়েছে সাগর,
এ তো হৃ'দিনের বস্তা নহে,
কত ঝ'রে গেছে কতই ঝরিছে
কেবা নির্গম করিয়া কহে ?
ম্লান সন্ধ্যার অরুণ শিঙার,—
সে আমারি রাঙা চোখের ছায়া,

আঁধার গগনে তাই তো লেগেছে
 পদ্মরাগের রঙীন-মায়া ।
 তুমি সুষমার কাব্য মহান,—
 গোলাপ তো তার একটি পাতা ;
 তব কপোলের মৃদু-লোম-লেখা
 ফাশী আথরে লিখেছে গাথা !
 আমি বলেছিলাম “জুম্ হুলতান্
 তোমার চুমার একটি মাগে”
 মনে পড়ে ? তুমি হেসে বলেছিলে,—
 “দাবী আছে বটে বিধির আগে ।”
 জুম্ হুলতান্ ।

প্রেমের অভ্যুত্তি

(একটি স্পেন্ দেশীয় কবিতার অনুসরণে)

হাজারটা মন থাকত যদি সব কটা মন দিয়ে,
 ভাল তোমায় বাস্তাম্ আমি, প্রিয়ে !
 কুবেরের ধন পাই গো যদি পায়ো তা’ অর্পিয়ে
 ভাব্‌ব,—কিছুই হয়নি দেওয়া, প্রিয়ে ।
 লক্ষ-লোচন ইন্দ্র হয়ে, তোমায় পানে থাক্‌ব চেয়ে,
 হাজার বাহু দিয়ে তোমায় ধরঁ আলিঙ্গিয়ে,—
 কার্তবীৰ্য্য রাজার মত, প্রিয়ে !

তীর্থরেণু

কাহ্নর মত শিখ্বে বেণু বৃন্দাবনে গিয়ে,
তোমায় শুধু ক'র্তে খুসী, প্রিয়ে !
ফাগুন হ'য়ে দিব তোমায় লাভণ্যে ছাপিয়ে,
প্রণয় হ'য়ে সোহাগ দিব, প্রিয়ে !
কবি হ'ব মন গলাতে, রাজা হব সাধ মিটাতে,
নিত্যকালে পেতে তোমায় স্বর্গ হ'ব প্রিয়ে ।
সকল সাধন,—সকল পুণ্য দিয়ে ।

মনের মানুষ

(সুইডেন্)

সিন্ধু-শকুন শুভ্র পাখা হেলিয়ে চ'লে যায়
মত্ত তুফান ধ'র্তে আসে,—ভয় করে না তায় !
যে দিকে যাক্ ফিরবে কপোত নীড়েই পুনরায়,
পরাণ আমার অহর্নিশি তোমার পানে ধায় ;—

ওগো, মনের মানুষ !

জোয়ারের জল হ'ক সে প্রবল, প্রেমের কাছে নয়,
পণ্যবহা নদীর মত অগাধ সে প্রণয় ।

ঝরগা জলের মতন বিমল অগ্নি নিরাময় ;
প্রেমের চোখে তজ্জা নাহি সদাই জেগে রয় ;—

ওগো, মনের মানুষ !

অতল-তলে নামতে পারি আনতে মুকুতায়,—
যেখানে চেউ গুমরে কাঁদে মৌন বেদনায় ।

বরফ হুঁড়ে যে ফুল ফোটে পর্বতের চূড়ায়,
 প্রেমের লাগি আনতে পারি—আনতে পারি তার ;—
 ওগো, মনের মাহুষ !

বন-গীতি

তেতে যখন উঠছে কোঠা, যায় না ঘরে টেকা,
 তখন উচিত বেরিয়ে পড়া ‘ছুই-প্রাণীতে-একা’ !
 চোরাই সোহাগ বেঁটে নেওয়া নয়কো নেহাৎ মন্দ,
 বনের ভিতর ঘনায় যখন অল-বোখারার গন্ধ ।

হুয়া মামার পাইক গুলো বাইরে বিষম খুঁজচে,
 পালিয়ে-ফেরা ফেরার ছটোর ছুটু মিটা বুঝচে !
 ঝোপের থোপে কুল্ফি হাওয়া দিচ্ছে হেথা জুড়িয়ে,
 ছুটু ছটো পাড়ছে গাছের নিচে তলার কুড়িয়ে ।

দিনটা যখন বাচে ভাল যায় সে ঘোড়া ছুটিয়ে,
 দীর্ঘ ঘন ঘাসের রাশে পড়ল কে ওই লুটিয়ে ?
 নুইয়ে-পড়া তৃণ আবার দাঁড়ায় ঘন সার দিয়ে,
 কিছু দেখা যায় না গো আর আঁধার বনের ধার দিয়ে ।

আলবার্ট গায়্‌গার ।

লুকা

আহা রাই আমাদের শল্ল মেয়ে,
 ও সে ছাড়েনা দাঁও হাতে পেলে ;
 রাই দশটা টাকা আদায় ক'রে
 মোটে একটি চুমা শ্রামকে দিলে !
 তার পরদিনেই এক নূতন কাণ্ড,
 হঠাৎ শ্রামের বরাত গেল থলে ;
 রাই দশটা চুমা দিলে সেদিন
 মোটে একটি কদম্বের বদলে !
 ওগো তার পরের দিন রাই আমাদের
 যেন চাইতে কিছু গেল ভুলে ;
 আহা শ্রামকে শুধু রাখতে খুসী
 আপন অধরখানি ধরলে তুলে !
 হায়, তার পরের দিন মূর্থ মেয়ে
 নিজের সবই শ্রামের পায়ে থলে ;
 কারণ, সন্দেহ তার চক্ষাকে শ্রাম
 চুমা দিয়েছে গো বিনিমূলে ।

দ্য-ক্রেপি ।

মিলনানন্দ

(নিশর)

যখনি তাহারে আসিতে দেখিতে পাই,
হৃৎ-পিণ্ডটা দ্রুত তালে উঠে ছলে ;
ছ'বাহ বাড়ায়ে বাহুতে বাঁধিতে চাই,
অসীম পুলক উথলে হৃদয়-কূলে !

ভ্রজ-বন্ধনে বন্দী যদি সে করে,
তনু আরবের আতরে তিতিয়া উঠে ;
চুমে যদি হাসি-বিকচ-বিষাধরে,
বিনা মদিরায় সংজ্ঞা আমার টুটে !

মনোজ্ঞা

(নিশর)

তোমার মনের মতন হইতে কি যে ছিল প্রয়োজন,
সে কথা আমারে দিয়েছিল ব'লে গোপনে আমারি মন !
তুমি যাহা চাও, চাহিবার আগে, আমি তা' করিয়া রাখি,
যেখানে যখন খুঁজিবে বন্ধু সেখানে তখন থাকি ।
পাখী মারিবার তীরধনু লই পাখী ধরিবার জাল,
মৃগয়ার মাঠে ছুটে সারা হই, রোদে হয় মুখ লাল ;

তীর্থরেণু

আরবের পাখী মিশরে আসে গো আঁতর মাখিয়া পাথে,
টোপের উপর ঠোঁকর মারিয়া শূন্তে ঘুরিতে থাকে !
গায়ে আরবের ফুলের গন্ধ, পায়ে তার ঝস্‌ঝস্‌,
তোমারে বন্ধু মনে পড়ে গেল, আঁখি হ'ল সুখালস ;
শুধু কাছাকাছি পেলো তোমা' বাঁচি অধিক কামনা নাই,
তীব্র মধুর নূতন এ সুর বারেক শুনাতে চাই ।

প্রেম-তত্ত্ব

এই ভালবাসা, এই সেই প্রেম, স্বর্গের সুখ
মর্ত্তে পাওয়া,
ঘোমটা ঘুচানো পলকে পলকে, আলোকে পূলকে
উধাও ধাওয়া !
প্রেমের পহেলা সংসার ভোলা, প্রেমের চরম
পক্ষ মেলা,
আঁখির আড়ালে ফেলিয়া জগৎ, আকাশে বাতাসে
মত্ত খেলা !
প্রেমিকের দলে চুকেছ যখন, দৃষ্টি বাহিরে
দেখিতে হবে,
হৃদয়-পুরীর অলিগলি যত একে একে সব
চিনিয়া ল'বে ।

নিশ্বাস নিতে কোথায় শিথিলি, ওরে মন, তুই
নিম্ তা' জেনে ;
কেন যে হৃদয় স্পন্দিত হয়—তার সমাচার
কে ছায় এনে !

কমি ।

‘প্রেম’

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন গুনি নাই জীবনে,
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,
‘রূপসী’ বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়,
যদি না জানো মনে “জীবনে মরণেও”
ব’ল’ না ‘প্রেম’ তবে কভু তায় ।

বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,— তবুও মনো প্রাণ
না সঁপি’ যদি বুক না ফাটে,

তীর্থরেণু

তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপন ভরে দিন নাহি যায়, —
ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
ব'ল' না 'প্রেম' তবে কভু তায়।
এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং।

বিদায় ক্ষণে

উটের সহিস সাড়া দিয়ে গেল
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি,
এমন সময়ে দেখিলু অদূরে
দাঁড়ায়ে আমার সাকী !
মন লোকের নিন্দার ভয়ে
একটি কথা না বলি'
নিমেষের তরে এসে চলে গেল
আঁখি এল ছলছলি'।
গোপন কথার শ্রোতা বহু জুটে,
খুঁজিতে হয় না লেশ,
এবারের মত বিদায় বারতা
চোখে চোখে হ'ল শেষ।
বেহায়েদ্দিন জোহির।

স্বপ্নাতীত

ভুলেছিল অচিন্ পাখী এই ডালের এই ফেঁকড়িতে,
পরশে ফুল ধরিয়েছিল তায় গো !
তখনো তার হয়নি বাসা আগড়ালের ঐ বাঁকটিতে
একেবারে নীল আকাশের গায় গো !
ফেঁকড়ি কাঙাল,---স্বপ্নাতীত, হায় গো,
তারেই কিনা গান শোনানো ! বেছে নেওয়া তায় গো !

থুয়েছিল রাজার মেয়ে মাথাটি তার এই বৃকে,
শুভক্ষণে ক্ষণিক প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
তখনো সে তাহার যোগ্য উচ্চ প্রেমের রাজসুখে
পায়নিক, হায়, যায়নি মেতে উচ্চাশে !
কাঙাল হৃদয়—হর্ষে বুঝি টুটবে সে,
তারেও কিনা প্রেম দেওয়া গো জমিয়ে রেখে উদ্দেশে !

রবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুর ।

বাসন্তী স্বপ্ন

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে !
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে “ওরে !
উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—
সাথে নিয়ে যাব তোরে ।”

সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা ।
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল !
এমু কি তোমারি দেশে ?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাল্গুনী হাওয়ায় ভেসে ?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—
হ’য়ে গেল নিঃশেষ !
ব্যথিত নয়ন লুকান্ন যেমন
বিতথ শয্যা-মাঝে,

পরাণ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে !

কোথায় চম্পাপুর !
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর !
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
স্বপ্ন মু'খানি ছুঁয়ে এল তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত !

৭সেন-৭সান্ ।

বর্ষার কবিতা

কেমন হ'য়েছে মন,—মনে নাহি স্থখ,
হারায় শীতের বাস শীতে কাঁপে বুক ;
কি হ'ল আমার ওগো সদা ভাবি তাই,
চন্দনের খাটে শুয়ে চোখে ঘুম নাই ।
বড়ই ছুখিনী আমি বড় অভাগিনী,
বিদেশে রয়েছে বঁধু আমি একাকিনী ;
দিন যায় যাতনায় হায় হায় করি,
রেশমী বালিশে শুয়ে আমি কেঁদে মরি ।
তোমাতে জানাই বঁধু তোমাতে জানাই,
এ দশায় এ দেশে থাকিতে সাধ নাই ;

তীর্থরেণু

এস একবার এস সাধি পায়ে ধরি'
ফুল শেষে শুয়ে বঁধু মরি যে 'শুমরি' ।
ঝরণা ঝরার মত আঁখিজল ঝরে,
কেঁদে নদী বরে বায় বঁধুয়ার তরে ;
কি হ'বে ফুণের শেষে, চন্দনের খাটে,
বঁধু বিনা হাহাকারে সদা বুক ফাটে !
ফিরে এস, ফিরে এস, এস বঁধু মোর,
তুমি এলে শুকাইতে পারে আঁখি-লোর ।

পথিক-বধু

(মিশর)

দুয়ারের পানে সতত চাহিয়া থাকি,
বঁধু যে আমার আসিবে দুয়ার দিয়া,
পথে পাহারায় রেখেছি দুইটি আঁখি,
কর্ণ সজাগ স্তব্ধ ক'রেছি হিয়া !

স্তব্ধ হৃদয় অসাড় হইয়া আসে,
বন্ধু তোমার সাড়া যে পাইনে তবু ;
তব ভালবাসা নিধি সে আমার পাশে,
তা' বিনা পরাণ তৃপ্ত হ'বেনা কভু !

প্রবাসে বসিয়া পাঠায়েছ সমাচার,
'বিলম্ব হবে'—জানায়েছ লিপিমুখে,

কেন লিখিলে না 'ভালবাসি নাকো আর,
মনমত ধন নিলেছে,—রয়েছি স্থখে।'

চঞ্চল ! তুমি কেন এত নির্দয় ?
এমনি ক'রে কি বেদনা সঁপিতে হয় !

ভাবান্তর

ভাল রীতি তব ওহে ভালবাসা !

রয়েছ আমারে ভুলে !

তোমার লাগিয়া আমি পথ চাই,

তুমি তো এস না মূলে !

আপন ভাবিয়া নিকটে গেলাম

চ'লে গেলে পায় পায়,

কনল ভাবিয়া ধরিতে ধাইনু,

কাঁটায় বিধিলে হায় !

সাথী সমঝিয়া মুখ চাহিলাম

বিরক্ত হ'লে, বঁধু,

বেজার হইলে, বৃকে চাপাইলে

পাষণের ভার শুধু !

আশা পথ চেয়ে তবুও রহিনু,

রহিনু জন্ম ধ'রে,

তীর্থরেণু

ছলনা যে হায় ব্যবসায় তব
বুঝিলু তা' ভাল ক'রে !
শতবার তুমি ক'রেছ ছলনা,--
করেছ শতেক ভাবে,
দুঃখ কেবল এ ব্যাভার তব,--
স্মরণে রহিয়া যাবে ।
সুখের লাগিয়া পাহাড়-আড়ালে
লইলাম আশ্রয়,
সুখ দূরে থাক, সিংহ আসিয়া
হিয়া উপাড়িয়া লয় !
তাড়াতাড়ি ক'রে হ'লনা শিঙার
ফেলে এল ফুল-ডালা,
তাই কি আমায় পরাইলে সখা
বিষম জ্বালার মালা ?
শিকারের মত ক্ষত বিক্ষত
করিলে আমারে বাজ !
জোর জবরিতে পরাণে মারিলে,
এই কি উচিত কাজ ?
নিম্ণুন্ করি' কাটারি রুখিলে
পূরে কি মনস্কাম ?
ক্রকুটি করিয়া যে ছুরি হানিলে
তাহাতেই মরিলাম ।

ওগো মনোচোর ! মনের মাছুষ !

কেন তুমি চঞ্চল ?

চিরদিন কি হে নিরাশ করিবে

চিরদিন নিষ্ফল ?

স্তম্ভিত হই, নিশ্বাস ফেলি

পূর্বের কথা স্মরি,

কহে কিল্‌ন্, তবু দেখা নাই,

বিরলে বুরিয়া মরি ।

কিল্‌ন্ ।

‘তাজা-বে-তাজা’

গাও, কবি ! গাও, কর বিরচন

তাজা তাজা গান, কবিতা নূতন ;

আঙুরের রসে ভিজি যাক্‌ মন,—

তাজা ! তাজা ! তাজা ! নূতন ! নূতন !

পুতলীর মত রূপসীর সাথে,

হাসিমুখে এসে বস গো ছায়াতে ;

আদায় করিয়া লহ চুশন,

তাজা ! তাজা ! তাজা ! নূতন ! নূতন !

তীর্থরেণু

‘নমুয়া তমুয়া’ সাকী একেবারে
দাঁড়ারেছে আসি’ আমারি দুয়ারে,
সে শুধু করিবে সুধা-বিতরণ
তাজা হ’তে তাজা ! নূতন ! নূতন !

পেয়ালা হেলায় ঠেলিয়া রাখিলে
জীবনে কি কভু আনন্দ মিলে ?
পিয়ে দেখ হিয়া মাঝে প্রিয় ধন,
চিরদিন তাজা ! নিত্য-নূতন !

মন-কাড়া দেখে বন্ধু কেড়েছি,
তারে ছাড়া আর সকলি ছেড়েছি,
মোরে তুষিবারে করে সে বতন,
ধরে নব রূপ, নিত্য নূতন !

ওগো সমীরণ ! তুমি কামচারী,
যাও তুমি সখা মন্দিরে তারি,
চির অমুরাগী, ব’ল’ গো, এজন,
তাজা এ হৃদয় ! এ প্রেম নূতন !

অসাধ্য-সাধন

দেহ-বিমুক্ত আত্মা দেখিবে ?—

এস তবে ত্বরা করি’,

মৌন পূজায়,—স্থলিত-বসনা

দেখ ঐ সুন্দরী ।

নৈলি ।

অদৃষ্ট ও প্রেম

অদৃষ্ট শাসন করে নিখিল ভুবনে,

শাসনে সে রাখে নৃপগণে ;

নারীর হৃদয়, প্রাণ, প্রেম চিরদিন

হ’য়ে আছে তাহারি অধীন !

রক্ত হ’তে পারে ক্ষয়, কি ফল তাহায় ?

অদৃষ্ট প্রেমের গতি, কে রুখিবে, হায় !

ফর্দ সী ।

বিদেশী

স্বপনের শেষে আঁখি কচালিয়া কি দেখিছু আহা মরি !

‘চন্দ্রলোকের কাস্তি যেন গো এসেছে মূরতি ধরি’ !

ভাগ্য আমার ফলিল কি আজ ? লভিছু দৈব বল ?

বৃহস্পতি কি এল একাদশে ? সখী তোরা মোরে বল্ ।

তীর্থরেণু

পরিধানে তার বিদেশীর বেশ, পরিচিত তার মুখ,
প্রেমের রূপের পূর্ণ স্মৃশা মন করে উৎসুক !
অনিমেঘ চোখে পলক পড়িতে অমনি নিরুদ্দেশ !
দেবতার দূত ছলিয়া গেল রে মনে বুঝিলাম বেশ ।

মিহির আর মরণ হ'ল না ; নিশার তিমির চিরে
সিকন্দরের মত সে গিয়েছে অমৃত-কূপের তীরে ।

মিহি ।

উড়ো পাখী

আপন ছুখে আপনি আছি মরম ব্যথায় মর্মে মরি'
কোন দেশের এক উড়োপাখী মনটি নিয়ে গেছে সরি' !

মধুর, মধুর তার মাধুরি !

নিজের লোহে লাল হ'য়েছি নিজের সাথে যুদ্ধ করি',
জীবন—সে হ'য়েছে ব্যাধি, চিকিৎসা কর স্নন্দরী !

চতুর ! কেন আর চাতুরী ?

নাস্পাতি ঢেকেছ বৃকে, রেখেছ মুখ মিঠায় ভরি',
বাথা দিয়ে চলে গেছ ওই খেদে, হায়, কেঁদে মরি ;

নিষ্ঠুর ! দেখা দাও গো ফিরি' !

ওগো আমার সাধের স্বপন ! চিরদিনের যাহুকরী !
ভিত্তারী জ্বারে তোমার আছি দিবা বিভাবরী,

হাজির আছি শুনতে হুকুম,—

মধুর ! মধুর যার মাধুরী !

ডুম মীরণ ।

একা

গোলাপ এখনো রাঙা আগুনের মত !
নৈশ বায়ে বনবীথী ছলিছে মত্তরে ;
তৃণশযাতলে, হায়, ছিন্ন নিদ্রাগত,
সহসা উঠেছি জেগে পল্লব-মর্মরে ।

ওগো এস ! এস একবার !
গভীর এ নিশীথের শোনো হাহাকার !

চাঁদ লুকায়েছে লতা-কুঞ্জের আড়ালে,
জোছনার কুচিগুলি পড়ে হেথাহোথা ;
বজ্রুল-চুষিত কালো লহরের তালে,
জেগে ওঠে কবেকার—কোথাকার কথা !

আর্দ্র তৃণে নয়ন লুকাই, ৫
তোমারে এমন চাওয়া কভু চাহি নাই ।

আজিকার মত ভাল বাসিনি গো কভু,
খুঁজিনি কখনো বুঝি আজিকার মত !
আঁখি-অধরের খেলা খেলেছি তো তবু,
হাসিমুখে আদর তো করিয়াছি কত ।

স্নগোপন স্মৃতির আভাস,—
তারো মাঝে, মনে হয়, পড়েছে নিশ্বাস ।

তীর্থরেণু

তুমি যদি দেখিতে,—ও জোনাকী ছুঁটিরে,—
ছুটি প্রাণী রাত্রি মাঝে একটি আলোক ;
চারিদিকে বনচ্ছায়া ; নিশীথ তিমিরে
সাঁতারিছে তৃপ্তহৃদে তৃপ্তহীন চোখ !

এস ! একা রহিব গো কত ;
গোলাপ এখনো রাঙা আগুনের মত !

রিকার্ড ডেক্সল ।

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হ'য়ে উঠিস্নে তুই, ওরে,
কেন সঙ্কোচ ? কবি আমি একজন ;
স্বর্ঘ্য যদি না বর্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জন ।

নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্ম্মরিয়া,—
ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিয়া ।

দেখা হ'বে ফের, কথা দিয়ে গেছ নারী,
যতন করিস্ যোগ্য আনার হ'তে,
ধৈর্য্য ধরিস্,—শব্দ সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে ।

তীর্থরেণু

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার ;
ভাল হ'য়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী !
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার !

হইটম্যান্।

সাকীর প্রতি

বিষন্ন হ'য়োনা সাকী হ'য়োনা মলিন,
এ দিন যে আনন্দের দিন ;
যুদ্ধদিনে প্রাণপণে ক'রেছি লড়াই,
এস, আজ জীবন জুড়াই ।
আনন্দের পাত্র তুলে লও হাসিমুখে,
কাঁপে চুনি আঁখির সমুখে !
ভাবনার বিষে মন ডুবায়োনা, হায়,
ধৌত তারে কর মদিরায় ।

কর্দ সী ।

আপান-গীতি

(ফরাসী)

রাঙিয়ে স্বচ্ছ কাচের গেলাস !
আয় রে আমার তরল বিলাস !
অপদরীদের অধর সূখা ! বক্ষ-লোহের দোসর তুমি !
এস মদির-নেত্রা সাকী !
এস, তোমায় সাম্নে রাখি,
গুণ্ডল্-গুণ্ডল্-গুণ্ডল্, ঢুক্-ঢুক্-ঢুক্, জমিয়ে রাখ আসর তুমি ।
নাই জগতে এমনটি সূখ,—
গু-গুণ্ডল্-গুণ্ডল্-গুণ্ডল্ ! ঢুক্-ঢুক্-ঢুক্ !
পয়সা তিনে স্বর্গ কিনে স্বপ্ন-পরীর অধর চুমি ।

বৎসরান্তে

সেও তো এমনি এক বিহ্বল শ্রাবণে
নব অনুরাগে ভরি' উঠেছিল হিয়া !
তব অলকের গন্ধ সন্ধ্যা-সমীরণে
পান আমি ক'রেছিলাম, প্রিয়া !
আজিকে মাথার কেশে রচিলে আসন,
দাঁড়ায়ে দেখিব শুধু, গলিবে না মন ।

সেও তো এমনি এক শ্রাবণ-দিবসে
মূর্ত্তিমতী দেবী বলি' পূজেছিছ তোর,
তুমি বা পবিত্র করি' দিতে গো পরশে
বুকে তুলে নিছি তা' আদরে ।

আজিকে টুটেছে প্রেম, মন উদাসীন,
যতনে নাহিক ফল, সে যে প্রাণহীন ।

লরেন্স্ হোপ্ ।

আত্মঘাতিনী

আরেক দুর্ভাগিনী
গেছে সংসার থেকে,
জীবন বাতনা মানি'
মৃত্যু নিয়েছে ডেকে ।
ধৰ্ গো আস্তে ধৰ্
সাবধানে তোন্, বাছা ;
মুখখানি সুন্দর,
বয়েস নেহাৎ কাঁচা ।

তবু সে পরেছে আজ
নহাযাত্রার সাজ ;
আর্দ্র-বসনে, চুলে

তীর্থরেণু

অবিরত জল ঝরে ;
ঝটিতি নে গো নে তুলে,
ঘুণা ভুলে, মেহভরে ।

তুলিস্নে হেলা ক'রে,
ব্যথার ব্যথী হ', ওরে !
দাও নয়নের বারি ;
মানি তার ঘুচিয়াছে,
এখন যেটুকু আছে—
সে যে পবিত্র—নারী ।

তার সে মতিভ্রমে
ভাবিস্নে আজ ভ্রমে,—
আর সে অত্যাচারে ;
সব কলঙ্ক শেষ,
গুণ-সুন্দর বেশ
মৃত্যু দিয়েছে তারে ।

থাক তার শত ক্রটি
তবু সে মানুষ, ওরে,
লালাস্রাবী ঠোঁট দুটি
মুছে দে যতন ক'রে ।

কবরী পড়েছে খসি'
জড়ায়ে দে চুল মাথায়,
কি নিবিড় কেশরাশি !
বিস্ময়-নীরে ভাসি'—
ঘর ছিল তার কোথায় ?

বাপ, মা,—কেহ কি নাই ?
নাই কি আপন বোন ?
নাই সহোদর ভাই ?
আর কোনো প্রিয় জন ?—
প্রিয় যে সবার চেয়ে ?
হায়, অভাগিনী মেয়ে !

পর-দুখ-অমুভব
হায় সে কি দুর্লভ !
সংসার সূকঠিন !
থাম-দেওয়া মোটা মোটা
এত বাড়ী, এত কোঠা,—
তবুও সে গৃহহীন !

বাপ, মা, ভায়ের স্নেহ
দিতে পারিলেনা কেহ ?
কি বিষম ! কি ভীষণ !
প্রেম—গৌরব-হারা,

তীর্থরেণু

(প্রমাণ খুঁজিছে কারা ?)

দেবতার কৃপাধার।

তাও যে অদর্শন ।

কত গৃহে আলো জলে’—

ঝলকে নদীর জলে,

কত উৎসব হয়,

অভাগী আঁধারে থেকে

অবাক নয়নে দেখে,

নিশীথে নিরাশ্রয় !

কনকনে হিম হাওয়ায়

কাঁপিয়ে দেছিল তারে,—

কাঁপাতে পারেনি যাহায়

শ্রোতে কি অন্ধকারে ;

লাজ অপমান স্মরি’

মরণ নিল সে নরি’,—

পরাণ ছুটিতে চায় রে !

যেথা হোক ! যেথা হোক !

এ—জগতের বাইরে !

নদীর খরস্রোতে

গেল সে শীতল হ’তে,—

ঝাঁপ দিল বিহ্বলে ;

নুরু পুরুষ ! কই ?
এসে দেখে যাও, ওই
কর্ষের ফল ফলে !—
পার যদি স্নান কোরো,—
পান কোরো ওই জলে ।

ধর গো আস্তে ধর,
সাবধানে তোল, বাছা ;
মুখখানি স্নন্দর !
বয়েস নেহাৎ কাঁচা ।

তলুখানি নমনীয়
থাকিতে থাকিতে, ওরে
যতনে শোয়ায়ে দিয়ো
শেষ শয্যার 'পরে ;
চকিত চোখের পাতা
খোলা যেন থাকে না তা',—
দিয়ো সে বন্ধ ক'রে ।

ভীষণ চাহিয়া আছে
মৃত্যু-হতাশ অঁাধি,
ভবিষ্যতের পানে
যেন সে দৃষ্টি হানে
পানির মাঝারে থাকি' ।

তীর্থরেণু

অমাহুষ মাহুষের
গভীর অবজ্ঞায়
এ দশা আজিকে এর,
তাই পাগলের প্রায়
থুঁজেছে সে বিশ্রাম ;
শোচনীয় পরিণাম ।

ছ'টি হাত বীরে বীরে
রাখ গো বুকের 'পরে,
মরণ-নদীর তীরে
যেন ঈশ্বরে স্মরে ।

দোষ তার মেনে নিয়ে,
ত্রুটি--সে স্বীকার ক'রে,
সঁপে তারে যাও দিয়ে
বিভুর চরণ 'পরে ।

হুড ।

বন্ধন-দুঃখ

পিঞ্জর গড়ি' গোলাপের শাখা দিয়ে
বুল্‌বুলে আনি' যতনে রাখিলু তায়,
তবু কোন্‌ দুখে মরে গেল সে কাঁদিয়ে ?
কাননের পাখী বাঁধন সহ্যে না, হায় ।

নৈলি ।

জ্ঞান পাণী

হৃদয় সে হ'ল দর্পণ আপনার,
অতল-গভীর, তরল-পরিষ্কার !
জ্ঞান-বাণী-জলে সন্ধ্যা নামিল, হায়,
একটি তারার দীপ্তি ছলিছে তায় ।

অকারণে আলো করিয়া প্রেতস্থান
মশাল জালিয়া হাসিতেছে শয়তান ।
এ এক গর্ভ ! তৃপ্তি এ অপরূপ !
জেনে শুনে ঘোলা ক'রে তোলা জ্ঞান-কূপ !

বদলেয়ার ।

মনিহারী

রক্ত আলো মিলিয়ে গেল ইতস্ততঃ ক'রে,
মৌন চাঁদের সুষমাতে রাত্রি ওঠে ভ'রে !
জান্‌লা খুলে বাদলা হাওয়া নিই গো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে জ্যোৎস্না-তরঙ্গিতে !
নিশার বায়ু নীল পদ্মের গোপন কথা বলে,
টুপ্ টুপিয়ে শিশির পড়ে স্তব্ধ ঝাউয়ের তলে ।

তীর্থরেণু

ইচ্ছা করে—বাজাই বীণা ;—শুনবে কে তা' আর ?
মৃতের জগৎ জাগায় এমন শক্তি আছে কার ?
এমনি ক'রে স্বপ্ন মিলায় উড়ে পাখীর সাথে !
মনের মাঝে হারামণি পাই গো গভীর রাতে !

মেং-হৌ-জান্।

বাল-বিধবা

আমার স্বপন, স্নুথের স্বপন,
নিমেষে ফুরাল,—এই সে ক্লেশ !
ইন্দ্র ধনুর ভঙ্গুর তনু
অস্ত রবির কিরণে শেষ ।
রিক্ত শাখার রক্তিম পাতা,
বাতাসে ছতাশে কাঁপিয়া মরি,
নিচুর জগতে আছি কোনো মতে,
জানিনা কখন পড়িব ঝরি' !
গঙ্গায় ধারা যতদূর যায়
ওগো দয়াময় ! তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই স্নুথ-বঞ্চিত
চির-লাঞ্ছিত ভস্ম ভারে ।

ডিরোজিয়ো ।

লয়লার প্রতি

তুমি যেথা নাই সে দেশে কেমনে থাকি ?
 স্বপনে যে আজো তোমারি মুরতি আঁকি ।
 নিরখি' স্বপনে আঁখি ভ'রে আসে জলে,
 জেগে দেখি আছি একাকী এ শিলাতলে !
 মরুর মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া,
 ধরিবারে ধাই,—সুদূরে মিলায় ছায়া !
 ভাবনার জ্বালা জ্বলিছে অগ্নিক্ষণ,
 মরণ-সাগরে ডুবিলে জুড়ায় মন ।
 আকাশের পাখী ধরিতে করিছু সাধ,
 ধরিছু যখন নিয়তি সাধিল বাদ ;
 চোখের উপরে কেড়ে নিয়ে গেল তারে,
 বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—নিরাশারে ।
 মায়াবীর রাজা খিজিরে করিছু সাথী,
 অমৃতের কূপে পৌঁছিছু রাতারাতি ;
 তীরে গিয়ে দেখি শুকায় গিয়েছে জল,
 সকল যতন হ'য়ে গেল নিষ্ফল !
 লয়লা আমার কর তুমি হাহাকার,
 নিষ্ঠুর নিয়তি, নিস্তার নাহি আর ।
 মজ্জু ! 'গুমরি' 'গুমরি' কাঁদরে তুই,
 তোর অশ্রুতে ফুটিবে মরুতে শুভ্র স্মরতি জুঁই ।

হাতিফি ।

অনুতাপ

আমি তারে ভাল বাসি নাই, তবু,
চলে সে গিয়েছে ব'লে
ফাঁকা ফাঁকা যেন ঠেকিছে জীবন,
নয়ন ভরিছে জলে !
কত কথা সে যে আসিত বলিতে
শুনি নি তাহার আধা,
আজ কথা যদি কহে সে আবার
আর দিব না গো বাধা ।
ক্ৰটি খুঁজিবারে ব্যস্ত ছিলাম
ভাল বাসিব না ব'লে,
জ্বালাতন তারে করেছি কেবল
মরেছি আপনি জ্বলে ।
প্রণয়ে নিরাশ হইয়া বেজন
মরণ নিয়েছে ডেকে,
তারি তরে মালা রচিব এখন
জীবন-যামিনী জেগে ।

ল্যাণ্ডর ।

নয়ন জলের জাজিম

হাজারটা হাত আড়ষ্ট হিম
কাজের বিষম গুঁতাতে,
জগৎ-জোড়া বুনছে জাজিম
নয়ন-জলের সূতাতে !

টানার 'পরে পড়েন পড়ে,
কাজটা ভারি খাপী গো ;
নিত্য নিশায় জাজিম বিছায়
অশ্রু জগৎ-ব্যাপী গো !

পল্ ওয়াটিমার ।

তান্কা

['তান্কা' জাপানী সনেট । ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ । ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে । তান্কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয় ।]

(১)

ফাগুন এ ঠিক,
গগনে আলো না ধরে ;
প্রসন্ন দিক্,
তবু কেন ফুল ঝরে ?
ভাবি আর আঁখি ভরে ।
কিনো ।

(২)

ঝাঁঝি ডাকা শীত !
একা জাগি বিছানায় ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায় ।
গোকুল ।

(৩)

দুঃখে কাঁদিলে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি' ?
শ্রীমতী উকল্ ।

(৪)

মুগ্ধ প্রভাত,
শিশির বলকে ঘাসে ;
শরতের বাত
উদ্দাম ওই আসে,
সোনার স্বপন নাশে ।
আসায়াম্ ।

(৫)

চপল সে ঠিক
দম্কা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভাল হ'ত ;—
ব্যর্থ যতন যত ।

ঐশ্বরী দৈনী-নৌ-সান্নি

(৬)

কুসুমের শোভা
টুটে সে বৃষ্টিজলে,
রূপ মনোলোভা
তাওতো যেতেছে চলে ;
আসা-যাওয়া নিঃফলে ।

ঐশ্বরী কোমাটী ।

(৭)

প্রবল হাওয়ায়
মেঘ ভেঙে চুরে যায় ;
জ্যোৎস্না চুঁয়ায়,
চাঁদ ফিরে হেসে চায়,
আঁধার লুকায় কায় ।

শাক্যো-নো-ভায়ু-আকিস্মকে ।

(৮)

বাগিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমাতে বক্ষে টানি ।
মিচি-নোবু কুজিবারা ।

(৯)

জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এগনি কুয়াসা ;—
দৃষ্টি নাহিক চলে,
'বেলা হ'ল' তবু বলে !
সাদাযোরি ।

(১০)

রাগ কোরো না গো
জল দেখি নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর,
সুনার বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্ মতে !
শ্রীমতী সাগামি ।

(১১)

তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে,—আর চিন্তায় ।
শ্রীমতী হোরিকারা ।

সুপ্রভাত

স্বজনী ! আমার কাননের ফুল !
তেম্‌নিট তুমি আছ কি আজো ?
ধূলা পায়ের তোর দেখিতে এসেছি,
এস বাহিরিয়া যেমন আছো ।
ভুবন ভ্রমিয়া আজিকে এসেছি,
শোলোক রচেসি, ভালও বেসেসি ;—
তবে, সে কাহিনী তোর কাছে কিছু নয় !
(তবু) ছয়ারে যখন এসেছি হঠাৎ,—
ছয়ার খুলিতে হয় ;
স্বজনী ! সুপ্রভাত !

পদ্মের দিনে দেখেছিলাম তোর,—
হৃদয়-পদ্ম খুলেছি সব,—

তীর্থরেণু

তুমি বলেছিলে “আর কারো প্রেম

চাহিনা, চাহিনা, চাহিনা ভবে !”

স্মৃতিতে গিয়ে যে এল দেবী ক’রে,—

আঁখি আড়ে তার কি করিনি ? ওরে !

সে কথায়, হায়, কাজ কি আমার আর ?

(তবু) এই পথে আজ এসেছি,—হঠাৎ,

খোলো জাল জালানার !

স্বজনী ! স্মৃতিভাত !

দে মাসে।

বিবাহ-মঙ্গল

(পার্শ্বাঙ্গাতি)

‘আজ আমাদের বিয়ে বাড়ী !’—কেমন ক’রে জান্‌লি ভাই ?

‘গয়লা আসে, নয়রা আসে, স্ত্রাকরা হাসে, জান্‌ছি তাই !’

‘আজ আমাদের বিয়ে বাড়ী !’—কেমন ক’রে জান্‌লি ভাই ?

ঘরে দ্বারে উঠান্ ‘পরে লোক ধরে না,—জান্‌ছি তাই !’

‘আজ আমাদের আমোদের দিন !’—কেমন ক’রে জান্‌লি ভাই ?

‘বাজ্ছে বাঁশী, বাজ্ছে ন’বৎ, শুন্‌ছি কানে, জান্‌ছি তাই !’

‘মোদের বাড়ী বরের বাড়ী !’—কেমন ক’রে জান্‌লি ভাই ?

‘ঘোড়ার সারি দাঁড়িয়ে দ্বারে দেখ্‌ছি চোখে জান্‌ছি তাই !’

‘বরের বাড়ী আমোদ ভারী !’—কেমন ক’রে জান্‌লি ভাই ?

‘বন্ধু কুটুম ! তাক্ হুমাহুন্ ! আঙিনায় আর নাইক’ঠাই !—

জান্‌ছি তাই !’

সাওতালি গান

সোনার সাজনি দিছি কিনিয়ে,
রূপার সাজনি দিছি তায় ;
'আসিব' বলিয়ে গেছে চলিয়ে,
তবে সে এলনা কেন, হায় !

বিবাহান্তে বিদায়

(মুণ্ডারি)

ভাই বোনেতে ছিলাম রে এক গায়ের জঠরে,
গায়ের যা' ছুধ সব খেয়েছি আমরা ভাগ ক'রে ;
তোমার ভাগ্যে ভাইরে তুমি পেলো বাপের ঘর,
আমার ভাগ্যে ভাই রে আমি হ'লাম দেশান্তর ।

মাসেক ছ'মাস কাঁদবে বাপে, সারাজীবন মায়,
দিনেক ছ'দিন হয় তো রে ভাই কাঁদবে তুমি, হায় ;
ভায়ের বধু কাঁদবে শুধু বিদায়ের কালে,
পোষা পাখী মুছবে আঁধি আঁধির আড়ালে ।

নৃত্য-নিগল্লেখ

(যুগারি)

আয় গো ক'নে সবাই মোরা নাচতে যাই,
পাথর তো নই থাকব পড়ে একটি ঠাই !
আয় গো ক'নে নিমন্ত্রণে যাই সবাই,
গাছের মত শিকড় গেড়ে থাকতে নাই ;
জীবন গেলে ক'র্ষে দেহ পুড়িয়ে ছাই,
বাঁচার মত বাঁচতে চাই,—নাচতে যাই ।

স্ত্রী ও পুরুষ

(মাদাগাস্কার)

স্ত্রী । নিতাই তুমি বল, 'ভালবাসি'
 আজিকে সুধাই তাই,—
 কিসের মতন ভালবাস মোরে ?—
 আমি তা' শুনিতে চাই ।
পুরুষ । অন্নের মত ভালবাসি তোমা',—
 অন্নগত এ প্রাণ,—
 যা' নহিলে চোখ দেখিতে না পায়,
 শুনিতে না পায় কান ।

- স্ত্রী । কুধার তাড়না না থাকে যখন
অন্ন তখন কিবা ?
এই ভালবাসা ? ইহারি গর্ব
কর তুমি নিশি দিবা !
- পুরুষ । স্নিগ্ধ বিমল নির্ঝর জল
সম তোমা' ভালবাসি,
কর্মক্লান্ত, সমুদ্রান্ত,—
তাই কাছে ছুটে আসি ।
- স্ত্রী । গুম্ফে ও চুলে ধূলা যবে ঝুলে
লোকে হেসে বলে 'চাষা'
তখনি কেবল প্রয়োজন জল :
এই তব ভালবাসা ?
- পুরুষ । শীতে সম্বল "লম্ব"র মত
তুমি গো আমার পক্ষে,
তাই সাথে নিয়ে ফিরি চিরকাল,
বাধিবারে চাই বক্ষে ।
- স্ত্রী । হ'লে পুরাতন ফুরায় যতন
দূরে পড়ে থাকে "লম্ব",
এই পুরুষের ভালবাসা বুঝি ?
এই নিয়ে এত দম্ভ !
- পুরুষ । মধু চক্রের মতন তোমায়
ভালবাসি প্রাণ ভ'রে,—

তীর্থরেণু

হরষে যে ধন লুটিয়া এনেছি

যতনে রেখেছি ঘরে !

স্ত্রী । মধুচক্রের সব নহে মধু, .

সব(ই) নহে পরিপাটি ;

অনেক তাহাতে আছে জঞ্জাল,

ঢের আছে মলামাটি ।

পুরুষ । রাজার মতন ভালবাসি তোরে,—

ভালবাসি গরিমায়,—

যাহার আদেশে ওঠে বসে লোক,—

যার গুণ সবে গায় ।

স্ত্রী । রাজার সঙ্গে প্রেমের তুলনা

কোরো তুমি চিরদিন,

যার কটাক্ষে নত হ'য়ে আসে

নয়ন লজ্জাহীন ;—

পুরুষ । যার কটাক্ষে কলঙ্কী হিয়া

সরমে মরিয়া যায়,

যার ইঙ্গিতে সব সঙ্কোচ

নিঃশেষে লয় পায় ।

দুঃখ ও সুখ

হৃদয়ের মাঝে পাশাপাশি আছে
 গুপ্ত দু'খানি ঘর,
 দুঃখ ও সুখ বাস করে তাহে,—
 যমজ দু' সহোদর ।
 সুখ জেগে উঠে আপনার মনে
 খেলে গো আপন ঘরে,
 হরস্ত ছেলে দুঃখ এখনো
 ঘুমাইছে অকাতরে ।
 ওরে সুখ ! তুই চুপি চুপি খেল,
 করিস্নে কলরব ;
 এখনি দুঃখ উঠিবে জাগিয়া
 করিবে উপদ্রব ।

অন্ত্যাত ।

রগচণ্ডীর গান

(আইস্লামাও)

পড়্‌ল টানা যমের তাঁতে
পড়্‌বে কেরে পড়্‌বে কে !
রক্তে রাঙা শক্ত মাকু
মরবে কে আজ মরবে রে !
ঘন বুনন্‌ চন্‌ছে বেড়ে
নাইক ছাড়ান্‌-ছিড়েন্‌ যে,
নাড়ীর মত নীল টানা, আর
রক্ত-রাঙা 'পড়েন্‌' সে !

সকল টানার মাথায় মাথায়
চাপিয়ে নরমুণ্ড ভার,
ঠেল্‌ছি মাকু রক্তমাথা
কাটার, টাঙি, খজা আর !
শড়্‌কি গুলো চর্কি আমার
কামাই নেই একদণ্ড তার,
আগাগোড়ান্‌ লোহায় গড়া
তঁাতথানা খুব চমৎকার !

ভদ্রা নেছে গুটিয়ে লাটাই,
রিক্তা নলী এলায় রে !
বর্ষ চিবায়, চর্ম চিবায়,
জীবন নিবায় হেলায় সে !

, 7

মরণ ঝড়ের মধ্যখানে

বাঁচবে কে আর বাঁচবে কে ?

প্রাণের আশা নেই কাহাযো,

রিত্তা এখন নাচবে যে !

নন্দা, জয়া, দ্বিধিজয়ীর

কর্ণে জপে জয়ের গান ;

রিত্তা এসে কঠোর হেসে

হরণ করে বীরের প্রাণ !

নগ্ন ভীষণ খড়্গ হাতে

যোড়ায় তবু চড়বি কে ?

অগম দেশে চল্‌বি ধৈয়ে

ফিরবি নে আর মরবি রে !

• বসন্তে অশ্রু

নব বসন্ত ডাক দিয়ে গেছে

দুয়ারে দুয়ারে, হায়,

নব বধূ তাই এসে দাঁড়ায়েছে

আব খোলা জানালায় ।

জরিতে জড়িত নীল রেশমের

বসনে ঢেকেছে কাঁয়া,

ললাটে এখনো চিহ্ন পড়েনি

নয়নে পড়েনি ছায়া ;

তীর্থরেণু

সহসা বাতাস বয়ে নিয়ে এল
উতলা ফুলের বাস,
সহসা তাহার মন উথলিয়া
পড়িল গো নিশ্বাস !
রণচণ্ডীরে যে ধন সঁপেছে,—
যা' দিয়েছে কীর্ত্তিরে,—
তাহারি লাগিয়া বিহ্বল হিয়া,—
নয়ন ভরিছে নীরে ।

ওয়াং-চাং-লিং ।

সৈনিকের গান

(গ্রীষ্ম)

শড়্কির মুখে কর্ষণ করি
আমরা এমন চাষা !
কাতার নাহিক, কর্ত্তন করি
থড়গ ফসল খাসা !
নিরস্ত্র করি শত্রু সকলে
নিরস্ত্র হই তবে,
পদতলে পড়ি 'হজুর' 'জনাব'
বলি' তারা কাঁদে সবে ।

আপনার 'পরে আপনি কর্ত্তা
কর্ত্তা আপন ঘরে,
সাধ্য কি কেউ আমাদের আগে
সমরে অস্ত্র ধরে ।

বীরের ধন্য

বীরের ধর্ম্মে যা' বলে করিয়ো,—যে কথা যে কাজ
পুরুষে সাজে ;
প্রশংসা যদি হয় প্রয়োজন খুঁজিয়ো আপন
মনের মাঝে ।
ধন্য জীবন তাহারি,—যে জন নিজে বিচারিয়া
নিজের তরে
নীতি ও নিয়ম করি' প্রণয়ন, আমরণ তাহা
পালন করে ;
নহিলে কেবল বেঁচে মরে থাকা,—পুতুলের মত
আসা ও যাওয়া,—
একখানি ছায়া,—এক জোড়া চোখ,—একটা শব্দ,—
একটু হাওয়া !

কাটমল্ল ।

যোদ্ধা জননী

এস বাছা, এস বাপা ! দুলাল রে আমার
বিদায় দিয়ে তোরে,
ভাবছি এখন শূন্য ঘরে শূন্য হৃদয় নিয়ে
থাকব কেমন ক'রে ।
ডাক এল আর চ'লে গেলি ছরস্তু যুদ্ধেতে,
বাপের মৃত্যু ভুলে,
অভাগী এই বিধবাকেই আবার দিতে হ'ল
বৃকের পাঁজর খুলে,—
দিতে হ'ল প্রাণের চেয়ে যে জিনিষটি প্রিয়,—
পরের হাতে তুলে ।

বাছা আমার ভাবে কেবল গৌরবেরই কথা,
জয়ের স্বপন দেখে ;
আমার হিয়া অঙ্গুলের মিথ্যা ভয়ে কেঁপে
উঠছে থেকে থেকে ।
হয়তো বাছা হ'বি জয়ী, জয়ের মালা সবাই
দেবে তোমার গলে,
আমি সে আর দেখবনাকো, দুঃখে ও আহ্লাদে
ভেসে নয়ন জলে ;
আমি তাহার আগেই যাব,—আগেই মিশে যাব
বসুমাতার কোলে ।

অল্প দিনেই যায় রে ভুলে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা
 অল্পবয়সীরা,
 বড় হাড়ে দুর্ভাবনা ঘুণের মত ধরে,
 কেবলি ছায় পীড়া !
 আর যারা তোর পথ চাহে আজ, বয়স তাদের কম,
 হয় তো, তারা তোরে
 দেখতে পাবে, খুসী হ'বে ; ভালয় ভালয় যদি
 ফিরে আসিস্, ওরে !
 দেখতে শুধু পাবেনাকো দুঃখিনী তোর মা,
 সে অভাগী আগেই যাবে মরে ।
 বেইলি ।

দুর্গম-চারী

ফিরে যাও, বল গিয়ে নাবিকের দলে
 যে রাজ্যে করেছি পদার্পণ, সে আমার
 হ'বে পদানত । যদি কভু দেখা হয়,
 আমারে দেখিবে রাজবেশে, নহে দেখা
 হ'বেনা জননে । এখনো বিলম্ব কেন ?
 ইচ্ছা নাই যেতে ? যাও,—যাও, কথা শোনো ;
 অত্যাধি বন্ধু ষোড়া, ভৃত্য তলোয়ার !

তীর্থরেণু

বিদেশী দাসের দলে সেনা করি ল'ব,
আমার আদেশ তারা পালিবে যতনে,—
বর্ষের দল। চঞ্চল সমুদ্র সাথে
সম্পর্ক করিয়া দিহু শেষ। ফিরে যাও।

নয়ন! এখন হ'তে কর অন্বেষণ
কোথা আছে কাপুরুষ, দুর্গ বিরচিয়া!

* * *

ঘোড়ার চারিটা ক্ষুর বাজিছে আজিকে
মানবের কঙ্কালে কপালে,—পদে, পদে!
অদৃষ্ট কি বিভীষিকা দেখায় আমারে?—
আমারি পরীক্ষা হেতু?—রাজ্যের তোরণে?
দর্পে চল কাল ঘোড়া বর্ষরে দলিয়া,
আমি যা' ওরা তা' নয়,—তাই ভুলুপ্তিত।

হাট লেবেন্।

বন্দী

বিকল ভাবে বিরস ভাবে
 সারাদিনমান
 কারা-গৃহের প্রাচীর 'পরে
 উড়িছে নিশান ;
 বাতাসে তার শব্দ উঠে
 বিচিত্র সুরে,
 ক্লান্ত হিয়া আমারে, হায়,
 অতিষ্ঠ করে !
 ছাদের কোলে তীর আলো
 গবাক্ষে জাগে,
 চেয়ে চেয়ে শূন্য নয়ন
 নির্ঝঞ্জে মাগে ;
 হাতে শিকল, পায়ে বেড়ি,
 পরাণ সে অধীর,
 কারাবাসীর দুঃখে কালো
 পাষণের প্রাচীর ।
 পাষণ প্রাচীর আত্মনাদের
 আখরে চোচির,
 নির্যাতনের নিশান ওড়ে
 নির্দোষী বন্দীর ।

উইলিয়ম মরিস্ ।

বন্দী সারস

বন্দী সারস দাঁড়ায়ে আছে,
পিঞ্জরতলে আঙিনা মাঝে,
উড়ে যেতে তার মন চায় ;
সাগর পার যাবে আবার,—
সে আশা এখন মিছে হয় ।

এক পায়ে ভর করিয়া রহে,
বোজা চোখ দিয়ে সলিল বহে,
আর পায়ে ফিরে করে ভর ;
বদল করে, ভাবিয়া মরে,
হায় অসহ্য অবসর !

কভু মাথা গোঁজে পাখার নীচে,
স্বদূরের পানে তাকায়,—মিছে,—
প্রাচীরে ঘিরেছে চারিদিক ;
নাহিক ফাঁক, শিলার থাক,
মিছে চেয়ে থাকা অনিমিত্ত ।

আকাশের পানে আঁখি ফিরায়ে,
দেখে চেয়ে চেয়ে,—উড়িয়া যায়
স্বাধীন সারস দলে দল
দেখিতে দেশ ; সে শুধু ক্লেশ
সহিছে, দহিছে অবিরল !

আজো ভুলে আছে মিছে আশায়,
 ভাবে,—ফিরে পাখা গজাবে, হায়,
 উড়িতে আবার হ'বে বল ;
 বন অগাধ ভ্রমিতে সাধ,
 মন হয়ে উঠে চঞ্চল ।

গ্রাম লাভণ্যে শরৎ হাসে,
 সারসের দল আর না আসে,
 পিঞ্জরে একা আছে সেই ;
 বন্দী পাখী অন্ধ অঁাখি,
 রক্ত নেই একেবারেই ।

আকাশের পথে কারা ও যায় !
 পাখার শব্দ ধ্বনিছে, হায়,
 কে যায় পাখায় করি' ভর !
 পাতিয়া কান শোনে সে তান
 উড়ে চলে কোন্ নভচর ।

মনের আবেগে উড়িতে চায়,
 অক্ষম পাখা,—পড়িয়া যায়,
 উঠিতে শক্তি নাহি তার,
 পাখায় আর সহে না ভার,
 বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার ।

তীর্থরেণু

হায় পাখী ! মিছে ভরসা রাখা,
আর কি তোমার হ'বে গো পাখা ?
হ'লেও সে,—লাভ নাহি তায় ;
যতই হোক,—নিষ্ঠুর লোক—
বারে বারে কেটে দিবে, হায় ।

আরাণী ।

রণমৃত্যু

বীরের মত ম'র্ত্তে পেল চাইনে কিছু আর,
সব কলঙ্ক ফেল্বে ধুয়ে বুকের রক্তধার !
তপ্ত গোলা—বক্ষ 'পরে ধ্বংস লুফে তায়,
মুক্ত মাঠে খোলা হাওয়ায় জীবন যেন যায় ।
শত্রু যদি হয় সাহসী—হয় সে বীর্যবান—
বীরের মৃত্যু আমায় তবে ছায় সে যেন দান ।
স্বদেশ কিবা বিদেশ 'পরে ম'র্ত্তে ক্ষতি নাই,
চাইনে নাম ; বীরের মত ম'র্ত্তে যদি পাই ।
মৃত্যুতে মোর যে বংশটির দীপ হ'বে নির্ঝাঁপ,
মৃত্যু স্বীকার,—মর্যাদা তার কর্কশানক ম্লান ।
মৃত্যুতে মোর জয়ের ধ্বজা নাই তুলিল শির,
শত্রু মিত্র বলবে তবু 'পতন হ'ল বীর' ।

কিজ্বল ।

নিশানের মর্যাদা

(নান্সান্ বুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত)

প্রভু ! নিশি অবশানে শিশিরের সনে
 হয়ত জীবন ফুরাবে প্রাতে,
 তবু নিশানের মান রক্ষা করিব,—
 দিব না সে ধন শত্রু হাতে ;
 কভু ছাড়িব না তাহা ; অস্তিমে তারে
 পাগড়ী করিয়া বাধিব মাথে ।

ক্লান্ত সিপাহী

চির সহিষ্ণু সাহসী সিপাহী
 ক্লান্ত চরণ আজ,
 বিশ্রাম তরে আশ্রয় নেছে
 নিভৃত সমাধি-মাঝ ।
 মিথ্যা আজিকে তুর্গ্য-নিলাদ,
 আর সে দিবে না কান ;
 ছাউনি ফেলেছে মরণের ছায়ে,
 যাত্রার অবসান !

তীর্থরেণু

বাংলক বয়সে ছেড়ে এসেছিল
গরীব বাপের ঘর,
ভাগ্য ফিরাতে সৈনিক হ'য়ে
যুঝেছে নিরন্তর ;
দুর্গম দেশে সে দুঃসাহসী
ফিরেছে সর্বদাই,
সম্পদ কিবা না ছিল সহায়
না ছিল বন্ধু ভাই ।
দুঃখ বিপদ গ্রাহ করে নি
চ'লেছে গাহিয়া গান,
আজি বিশ্রাম পেয়েছে আরাম
ঘূর্ণার অবসান ।

ফাস্তুনী মিঠা পুষ্প ছিটায়
আবরিয়া শবাবার,
দুঃখ স্নেহের দোসরেরা তার
মুছে আঁখি শতবার ;
কাঁদিয়া বেচারী সিপাহীর নারী
চলিয়াছে ত্রিম্মান,
তার সিপাহীর হ'য়ে গেছে রণ
যাত্রার অবসান !

অজাত ।

ক্ষুদ্রগাথা

“ও রাজপুত্র ! ও বন্ধু ! দেখ চেয়ে !”
“ডাকিছ কি সখা শরের আঘাত পেয়ে ?”
“দেখি, দেখি,—বুকে কিসের ও রাঙা দাগ ?”
“ওকি দেখিতেছ ? ছড় গেছে বুঝি ? যাক্ ।”
“ও রাজপুত্র ! ফের, ফের এই বেলা,
খাড়া এ পাহাড়, উপরে শত্রু মেলা !”
“পাথরেতে ঠেকে উছট লেগেছে বুঝি ;
ও সিপাহী লোক ! বন্দুক ধর ! যুঝি !”
হুণ সৈন্তেরা চ’লেছে দর্পভরে ;
রাজার পুত্র,—সহসা আহত শরে,—
কহিল ফুকারি’ “হোঠোনা সিপাহী লোক !”
আর কথা নাই,—নিবেছে জীবনালোক ।

জিউলে ।

মল্লদেব

(একটি ফরাসী গাথার অনুসরণে)

যুদ্ধে গেছেন মল্লদেব !
ঝনন্-ঝন্ ! ঝনন্-ঝন্ ! ঝন্-ঝনন্ !
কবে ফিরিবেন জানি নে গো,
কবে হ’বে তাঁর শুভাগমন !

তীর্থরেণু

ফিরে আসিবেন ফাস্তনে,
রগন্-রন্ ! রগন্-রন্ ! রন্-রগন্ !
সাধের ফাণ্ডা-উৎসবে,—
যবে আনন্দে দেশ মগন ।

ফাস্তন এল, ফুরাল গো,
রগ্-রগন্ ! রগ্-রগন্ ! রগ্-রগন্ !
ফিরে না এলেন মল্লদেব,
না জানি কোথায় হায় সেজন !

রাণী উঠিলেন ছুর্গেতে ;
রগ্-রগন্ ! রগ্-রগন্ ! রগ্-রগন্ !
ছুর্গম সেই ছুর্গ-চূড়া,—
পুষ্প-পেলব তাঁর চরণ ।

দূরে দেখিলেন সৈনিকে !
ঝন্-রগন্ ! ঝন্-রগন্ ! ঝন্-রগন্ !
মলিন তাহার মূর্তি গো !
অশ্ব তাহার ধীর গমন !

‘ওরে বাছা ! ওরে ছোড়-সওয়ার !
ঝন্-রগন্ ! ঝন্-রগন্ ! ঝন্-রগন্ !
কোন্ সমাচার আন্লি তুই ?
বল্ আমায়,—বল্ এখন ।’

‘এমনি খবর আমার গো,—

ঝন্-ঝন্ ! ঝন্-ঝন্ ! ঝন্-ঝন্ !

ভরবে জলে ভাসবে গো

প্রকুল ওই ছই নয়ন ।

‘রঙীন বসন ছাড়বে গো !

ঝন্-রণন্ ! ঝন্-রণন্ ! ঝন্-রণন্ !

হাতের কাঁকণ কাড়বে গো !

ছাড়বে গো সব ভূষণ ।

‘স্বর্গে গেছেন মল্লদেব ;

ঝন্-রন্ ! ঝন্-রন্ ! ঝন্-রণন্

ক’রে এলাম ভ্রমশেষ,

চিহ্নমাত্র নাই এখন !—নাই এখন !’

নবাব ও গোয়ালিনী

(গুজরাট গাথা)

সহর ছেড়ে সেপাই নিয়ে গুজরাটের এক গাঁয়,

ছাউনি ফেলে, নবাব সাহেব বেরুলেন সন্ধ্যায় ;

অলিগলির ভিতর দিয়ে চলতে অকস্মাৎ

দেখতে পেয়ে গোপের মেয়ে ধর্ত্তে গেলেন হাত !

হাত ছিনিয়ে গোপের মেয়ে কটমটিয়ে চায়,—

ঈষৎ হেসে নবাব সাহেব ডেকে বলেন তায়,—

তীর্থরেণু

“নবাব আমি, আমার সাথে নগরে তুই চল,
চাষার হাটে রূপের রাশি করিস্ নে নিশ্ফল।”
“চাষার গ্রামই ভাল আমার, নগরে দিই থাক্ !”
“নবাবকে তুই জবাব করিস্ ! বড্ ড়ে দেমাক !”
নবাব বলে “হিঁ ছর মেয়ে, শোনুৱে আমার বোল্ ,
সোনায়ে দেব অঙ্গ মুড়ে ধুক্ ড়ি কাঁথা খোল্ ।”
“লজ্জা ঢেকে ধর্ম্ম রেখে সোনায়ে মাৱি লাথি !”
“নবাবকে তুই জবাব করিস্ ! আঃরে হারামজাদি !”
“একলা পেয়ে মন্দ বল, স্পর্ধ্কা তোমাৱ বড়,
ন’ লাথ আমাৱ গুজরাটি ভাই কৰ্ক ডেকে জড় ;
মাৱি চাপড়,—পাগ্ ড়ি উড়াই,—লাল ক’রে দিই মুখ ;
নাৱীৱ সাথে রঙ্গ কৱাৱ দেখ্বে কেমন স্নুথ ?
হাঁক দিলে মোৱ ন’ লাথ ভায়ে ভাঙ্বে তোমাৱ জাঁক,
লাঠিৱ গুঁতোয় পথের পাঁকে গুঁজতে হবে নাক ;
নিলাম ক’রে বেচিয়ে দেব নবাবী তাঞ্জাম,
সাস্ত্রী সেপাই, ঢাল তলোয়াৱ, সকল সরঞ্জাম !
টাকা টাকা বেচব্ টাটু,—দাম্ ড়িতে দশ উট”—
গতিক দেখে ঘোড়ায় উঠে নবাব দিলেন ছুট !

ফৌজদার

বিরক্ত বিরক্ত ফৌজদার

আরামের আরাধনা করে,
দুঃস্বপ্ন গরম হবে, আর,
কাছারিতে লোক নাহি ধরে ;
শুনিতে শুনিতে মোকদ্দমা
পদে পদে সন্দেহ কেবলি,
রাশি রাশি মিথ্যা হ'য়ে জমা
আসানীরে ফেলে শেষে দলি !
আরামের লাগি ফেলে স্বাস,
'আলো দাও' বলি' চাঁদে ডাকে,—
'ডাকাতে না শাস্তি করে নাশ,
চোর যেন কানাচে না থাকে ।'
এত খাটে, এত ভেবে মরে,
তবু তার না পূরে আশয়,
চোরেরা তবুও চুরি করে,
নালিশের শেষ নাহি হয় !
কত মতলব হয় মাটি
কত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
'দেশের হিতের তরে খাটি'
এই ভেবে সব স'য়ে যায় ।

ভীর্থরেণু

বিরক্ত বিব্রত কেন তবে ?

অক্ষত শান্তির কেন আশা ?

শান্তি লাগি যুদ্ধ হেথা হবে,

পৃথিবী যে মানুষের বাসা !

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ।

তৈমুর-স্মরণ

(তাতার ও তিব্বত-বাসী মোগলদিগের মধ্যে প্রচলিত)

শিবিরে মোদের দৈব পুরুষ

তৈমুর ছিল যবে,

মোগল জাতির বীৰ্য্য তখন

বিখ্যাত ছিল ভবে ;

ধরণী সে হ'ত নিজে অবনত

মোগলের পদভরে,

শুধু কটাক্ষে লক্ষটা জাতি

কাঁপিয়া মরিত ডরে !

তৈমুর ! অবিলম্বে তুমি কি

ল'বে না নূতন কায় ?

এস, ফিরে এস দৈব পুরুষ

র'য়েছি প্রতীক্ষায় ।

মোগল আজিকে শাস্ত হ'য়েছে,—

নিরীহ গড্‌ডলিকা,

নিরালায় মাঠ আলায় যাদের

হৃদয়ে বহ্নিশিখা !

কই গো তেমন শিরদার কই ?

কোথা সেই সর্দার ?

মোগলে যেজন রণপণ্ডিত

করিবে পুনর্কার !

তৈমুর ! অবিলম্বে তুমি কি

ল'বে না নূতন কায় ?

এস, ফিরে এস দৈব-পুরুষ

র'য়েছি প্রতীক্ষায় ।

মোগলের ছেলে বহু ঘোড়ায়

বাহুবলে বশে আনে,

দৃষ্টি তাহার মরু-বালুকার

লিখন পড়িতে জানে !

তবু সে দৃষ্টি ব্যর্থ এখন

মিছা কাজে আছে ভুলি' ;

বৃথা বাহুবল,—বাঁকাতে পারে না

পৈতৃক ধনুগুলি ।

তীর্থরেণু

তৈমূর অবিলম্বে তুমি কি
ল'বে না নূতন কায় ?
এস, ফিরে এস দৈব পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায় ।

দৈব-পুরুষ তৈমূর পদে
আমরা নোয়াই শির ;
সবুজ চায়ের পাতা দিই তাঁরে
পালিত মেঘের ক্ষীর ।
হৃদয়ে মোদের তৈমূর-কথা
যুগে যুগে জাগরুক,
উৎসাহ ভরে উত্তত বাহ
মোগল সমুৎসুক ।
লামা আশাদের মস্ত্র পড় নু,
করুন আশীর্বাদ,
শঙ্কী ও শর হবে খরতর,
পূর্ণ হইবে সাধ ।
তৈমূর অবিলম্বে তুমি কি
ল'বে না নূতন কায় ?
এস ফিরে এস দৈব-পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায়

জাতীয় সঙ্গীত

(জাপান)

অমৃত যুগ ধরি' বিরাজো মহারাজ !

রাজ্য হ'ক তব অক্ষয় ;

উপল যতদিন না হয় মহীধর ;—

প্রভূত শৈবালে শোভায় ।

জন্মভূমি

শ্রদ্ধা রাখিয়ো সারাটি জীবন স্বদেশের গৌরবে,
হেথা যে তোমার হিন্দোলা ছিল, হেথাই সমাধি হ'বে ;
আকাশের তলে তোরে কোল দিতে আছে আর কোন্ দেশ ?
হুঃখ কি স্মৃতি যা' ঘটুক তোর হেথা আদি হেথা শেষ ।

তোদের পূর্ব পুরুষের স্মৃতি লেখা আছে এরি বৃকে,
কত বরণ্য এদেশে ধন্য করিয়াছে যুগে যুগে ;
'অর্পাদ-বীর অর্পণ তোরে ক'রে গেছে এই ভিটা,
'হুনিয়া' ইহার নামটি ক'রেছে হুনিয়ার মাঝে মিঠা ।

ম্যাগিয়ায় ! নিজ জন্মভূমিতে ভক্তি রাখিয়ো তবে,
আজন্ম সে যে ক'রেছে লালন অন্তে সে কোলে লবে ;
বিপুল জগতে তোরে কোল দিতে আর কোনো দেশ নাই,
মরণ বাঁচন এইখানে তোর হুখ স্মৃতি এই ঠাঁই ।

ভারোজ মাটি ।

স্বদেশ

সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ কোথা ? কোথায়া গো তার দেশ ?
 যেখানে তার জন্ম ঘটে ?—সীমার মাঝে শেষ ?
 চিহ্ন-করা গণ্ডী-ঘেরা ক্ষুদ্র সীমার মাঝে
 মন কখনো বসতে পারে ?—পরাণ কভু বাঁচে ?
 তাই তো ! তবে ?...সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হ'বে ঠিক
 নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দিক !

যে দেশেতে অব্যাহত স্বাধীনতার তান ?
 মানুষ যেথায় মানুষ এবং মাগ্ন ভগবান ?
 সাঁচ্চা লোকের সেই কি স্বদেশ ? প্রবাসী আত্মার
 আরো বিশাল ক্ষেত্র কি গো হয় নাকো দরকার ?
 তাই তো ! তবে ?...সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হ'বে ঠিক
 নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দিক !

যেথায় যেথায় পরছে ওগো মানুষ বারম্বার,
 হুংখ শোকের শিকল বেড়ী, সুখের পুষ্পহার ;—
 আত্মা যেথায় তপস্চরণ ক'রে নিরন্তর
 সত্য ও স্নহের দিকে হচ্ছে অগ্রসর,—
 সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেই খানেতেই, ঠিক
 জগৎ-জোড়া স্বদেশ তাহার মুক্ত চতুর্দিক ।

একটিও, হায়, মানুষ যেথায় কাঁদছে সকাতরে,
মোদের স্বদেশ সেই যেন হয় ভগবানের বরে ;
যেখানটিতে একখানি হাত মুছায় দুটি চোখ
জগৎ মাঝে সেইটুকু ঠাই তোমার আমার হোক ;
সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেখানটিতেই ঠিক,
বিশ্বজোড়া বিশাল স্বদেশ মুক্ত চতুর্দিক ।

লাগয়েল !

পিতৃপীঠ

ওগো কোথা সেই দেশ, কেমন সে দেশ
 কে মোরে বলিবে তাহা ?
মোর পরাণের চেয়ে প্রিয় সে, তবুও
 চক্ষে দেখিনি, আহা !
তবু সে আমার দেশ, আমারি স্বদেশ,
 না জানি দেখিব কবে !
কবে মন্দার-হরিচন্দন-বীথি
 নয়নে উদয় হ'বে !
হেথা যত অনশন-ক্লিষ্ট বামন
 মিলিয়াছে একঠাই,
হায় ক্ষুদ্রতা আর ক্ষুধা ভৃষ্ণার
 অবসান হেথা নাই !

তীর্থরেণু

হেথা মৃত্যু ফিরিছে ছয়াৰে ছয়াৰে,—
 রাজা প্রজা কাঁপে ত্রাসে ;
ওগো নৃত্য-শালায় নুপুরের ধ্বনি
 বারে বারে থেমে আসে !
হেথা রাণী কেবা ? হায় ! দাসী কে হেথায় ?
 মরণ-অধীন সব !
হায় ধূলি শয্যায় এক হ'য়ে যায়
 হাসি-রোদনের রব !
হায় অতুলন রূপ হয় অগোচর,
 কুরুপের (ও) মুখ ঢাকে,
ওগো জলের লেখার মতন লুকায়
 চিহ্ন কিছু না থাকে !

যায় আলোক হইতে পুলক হইতে
 মলিন ধূলির তলে,
এই উষ্ণ শোণিত হিম হ'য়ে যায়
 ধমনীতে নাহি চলে !
হায় এমনি করিয়া লুকায় যেন সে
 ছিল না মর্ত্য-লোকে ;
ওগো সবারি দৃষ্টি এড়ায় মানুষ,—
 ভগবান ব্যতিরেকে ।

সেই শ্রীপদে যে চির-জীবন-নিব্বার,
 এতো শুধু ফুৎকার,—
 শুধু ক্ষণিকের মায়া,—মরণের ছায়া,—
 স্বপনের সঞ্চার ।
 ওগো, নিখিল শরণ, শঙ্কা হরণ
 সেই শ্রীচরণ চুমি’
 আছে ছায়ার মায়ায় মরণের পারে
 আমার জন্মভূমি ।

ক্রিষ্টনা রসেট ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

ভবিষ্যতের তিমির-গর্ভে দেখিলাম ডুব দিয়ে
 চন্দ্র চোখেতে বিশ্ব লোকের স্বপ্ন দেখিছু কি এ !
 দেখিছু আকাশ ভরিয়া উঠিল বণিকের ব্যোমযানে,
 রাঙা গোখুলির নাবিকেরা মণি বোঝাই করিয়া আনে ।
 ঘোর হৃদয় শুনিছু গগনে, বীভৎস হিম পড়ে,
 ব্যোম-পথে ব্যোম-বাহিনী লইয়া লক্ষ জাতিতে লড়ে ।

সহসা বহিল দখিনা বাতাস ঝঞ্ঝার মাঝখানে,
 ‘সাধারণী ধ্বজা তুলিয়াছে শির’ কহিল কে কানে কানে !

তীর্থরেণু

‘স্পন্দরহিত রণচন্দ্রভি হ’বে ওগো এইবারে,
বিশ্বমানব মিলিবে আসিয়া জগৎ-সস্তাগারে ;
দেশের সহজ বুদ্ধি গিলিয়া শাসিবে পালিবে ধরা,
সার্বজনীন বিধানে ধরণী প্রশান্ত হ’বে ত্বরা ।’

টেনিসন্ ।

শুরু নিশীথে

শুরু যামিনী প্রসন্ন হ’ল
লভিয়া তোমার জ্যোতি,
দেহ-নিরুদ্ধ আত্মারে তাই
দিল সে অব্যাহতি ;
ছিঁড়িল শিকল হ’ল সে উজল
ফটিক মালার মত !
প্রভু ভূত্যের ভেদ ঘুচে গেল,
ভুবন স্বপ্নহত !
বন্দী ভুলিল বন্ধন, রাজা
রাজ্য ভুলিল ঘুমে
পুণ্য যামিনী সাম্য আনিল
বিষম মর্ত্য ভূমে !

কসি ।

অভেদ

আমরা সবাই ভাই,
 ধরণীর কোলে জন্ম নিয়েছি স্তম্ভ তাহারি খাই,
 কিবা সে শূদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ,
 সবাবি সমান জন্ম মরণ,
 এক মনোপ্রাণ, এক ভগবান, কোনোখানে ভেদ নাই।
 কর্মের ফলে কেউ বা ভিখারী,
 কেউ ধনবান, কেউ বা মাঝারি ;
 বড় যারে দেখে সে শুধু মঞ্চে দাঁড়ায়েছে উঠে তাই।
 বৃষ্টি বাতাস—নিতি এই ছয়ে
 ব্রাহ্মণে ছোঁয় চণ্ডালে ছুঁয়ে !
 সকলেরি সাথে কোলাকুলি করে জোছনা সর্বদাই।

আমরা সবাই ভাই !
 কেউ কালো, কেউ গোউর বরণ,
 লম্বা ও খাটো—সব খাঁটি মন,
 দুধ সেই শাদা—কালো হোক চাই ধলোই হউক গাই ;
 আমরা সবাই ভাই !

কপিলর ।

স্মৃতি

যৌবন আমি ভালবাসিতাম
সুখাবেশে স্তমধুর,
হউক ক্ষুদ্র তবু সে পাত্র
প্রেমে শুধু পরিপূর !
হ'লাম সেয়ানা হ'ল বিবেচনা,
গেল নাবালক নাম,
আমার বুদ্ধি কহিল আমারে,—
“ভালবেসো অবিরাম ।”
তার পর চলি' গেল যৌবন,
উড়িয়া পলাল সুখ ;
তবু ভাল আজো আছে যে জাগিয়া
মনে আনন্দটুক ;
সে শুধু এখনো ভালবাসি ব'লে,—
খুসী আছি ভালবেসে ;
প্রেমের অভাব প্রাইতে কিছু
নাই নান্নবের দেশে ।
শাদাম দুদেতোৎ ।

দুর্কোষ

এখনো দুর্কোষ !

জীবন কেটেছে এক সাথে,
 দুঃখে সুখে, বসন্তে বর্ষাতে,
 একই ঘরে গেছে দিন রাত,
 বিবাহে মিলেছে হাতে হাত,
 কত লীলা, কত খেলা, কত সে প্রমোদ ;
 তবু হয়, তবুও দুর্কোষ !

এখনো দুর্কোষ !

শৈশবের স্মৃতি মমতার,
 প্রশংসা, সম্মেল তিরস্কার,
 ভুল করা, উপদেশ পাওয়া,
 দেশে দেশে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ;
 বিমুখ, বিরূপ শেষে—হয় তো বিরোধ
 পরস্পর, এমনি দুর্কোষ !

তবুও দুর্কোষ !

একই কাজে এক যোগে থেকে,
 পরস্পরে 'মিতা' বলে ডেকে,
 দ্বন্দ্ব ক'রে, বুকে টেনে নিয়ে,
 অকুণ্ঠিত প্রাণ খুলে দিয়ে,

তীর্থরেণু

আঁখি আড়ে ছাড়াছাড়ি শেষে জন্মশোধ ;
দেখা হ'লে তখন হৃক্কোধ !

তবুও হয়না পরিচয় !
মানুষ কি একান্ত একাকী,—
ভাবি আর স্তব্ধ হয়ে থাকি !
জনে জনে গণ্ডী দিয়ে দিয়ে,
প্রকৃতি গো রেখেছ বিরিয়ে ;
গণ্ডী শুধু গণ্ডী ছোঁয়, মিলন না হয় ;
হয়না যথার্থ পরিচয় ।

হাউটন্ ।

নশ্ত্র

আমার ডিবায়ে নশ্ত্র আছে ভারি চমৎকার !
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।
যা' আছে তা' আমার আছে দিচ্ছি নে তা' অস্ত্রে,
এমন নশ্ত্র হয় নি তোদের বোঁচা নাকের জন্ত্রে ।
নশ্ত্রদানে নশ্ত্র আছে কিন্তু সে আমার ;
তুমি বাপু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।

মুরব্বিদের মুখে শোনা অনেক দিনের গান,
আধখানা তার শুনেছিলাম, শিখেওছি আধখান ;

তীর্থরেণু

সে যা' হোক, ঐ গানটা শুনে হ'ল কেমন জেদ,
নশ্ত আমার নিতেই হ'বে, রাখ'ব নাকো খেদ ।
নশ্তদানে নশ্ত আছে ভারি চমৎকার,
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।

এক যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র—অনেক টাকার মালিক,
বাড়ীর দ্বারে সিংহ তাঁহার গাড়ীর দ্বারে শালিক !
তিনি আপন কনিষ্ঠকে বল্লেন ডেকে “ভায়া !
কমওলু নাওগে, দেখ সংসার শুধুই মায়া ;
নশ্তদানে নশ্ত আছে কিন্তু সে আমার,
তুমি ভায়া পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।”

এক মহাজন,—লোকটি পাকা, অর্থাৎ বুনো বেজায়,
ঋণ দিলেন এক দায়গ্রস্তে অহৈতুকী রূপায় !
সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি,
ঋণী জনকে শুনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাঁটি,—
“ডিবার মধ্যে নশ্ত আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি বাপু পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার ।”

আছেন কত গৃধ্র উকীল, শকুন ব্যারিষ্টার,
বুদ্ধি যোগান্ নির্যোধেদের দয়ার অবতার ;—
ফন্দী ক'রে খসিয়ে টাকা শূন্য ক'রে থলি
মক্কেল বিদায় করেন তাঁরা এই কথাটি বলি,

তীর্থরেণু

“ডিবার মধ্যে নশ্র আছে ভারি চমৎকার,
তুমি এখন পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।”
হীরার কণ্ঠী গলায় দিয়ে নাচঘরে যান ক্ষেত্রী,
কণ্ঠীতে তাঁর নেত্র দিলেন একটি অভিনেত্রী ;
ক্ষেত্রী কৃপণ মুখ বাঁকিয়ে বল্লে “সোহাগ থাক,
না হয় তোমার পদ্মচক্ষু, বাঁশীর মতন নাক,
দেখ্ছ, ডিবায় নশ্র আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি ডিয়ার ! পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার।”
লাতাকী।

‘কা বার্তা’

জগৎ ঘুরিয়া দেখিলু সকল ঠাঁই,
বিস্বাদ হ’য়ে গিয়েছে বিশ্ব, পাপের অন্ত নাই !
অতি নির্বোধ, অতি গর্বিত নারী সে গর্ভদাসী,
ভালবেসে তার শ্রাস্তি না হয় পূজিতে না আসে হাসি !
লালসা-লোলুপ পুরুষ পেটুক, কঠোর, স্বার্থপর,
বাঁদীর বান্দা, নরকের ধারা, পক্ষে তাহার ঘর।
উচ্ছৃঙ্খলি কাঁদে বলি পশুগুলা, কসায়ের বাড়ে খেলা,
শোণিত-গন্ধি হয় উৎসব যত পড়ে আসে বেলা।
নিষ্ঠা আচারে পাগলামি-পূজা করিছে কতই ভেড়া,-
ছুটিতে গেলেই নিয়তি নীরবে উঁচু ক’রে ছান্ বেড়া ;

তীর্থরেণু

শেষে ঢেকে ছান অগাধ আফিমে, সংজ্ঞা থাকে না আর,
এই তো মোদের সারাজগতের সনাতন সমাচার !

হে প্রিয় মরণ ! প্রাচীন নাবিক ! নৌকা আনছে তীরে ;

হৃর্বহ মোর হ'য়েছে জীবন, লও তুলে লও ধীরে ।

অজানা অতলে ঝাঁপ দিব আমি, প্রাণ যে নূতন চায়,

স্বর্গ সে হোক অথবা নরক, তাহে কিবা আসে যায় ?

বদলেছার ।

প্রহরায়

প্রহরায় দৌঁছে জেগে বসে আছি,—

আমি আর সংশয়,

ঝড়ের রাতে হ'য়ে কাছাকাছি—

আমি আর সংশয় ।

মগ্ন গিরির শঙ্কা করিয়া

তাকাই অন্ধকারে,

চেউ চলে যায় তরী লজিয়া

ভরে বুক হাহাকারে ।

নৌকায় দৌঁছে পায়চারি করি

আমি আর প্রত্যয়,

ঘন ঘটামাঝে মোরা দৌঁছে হেরি

অকূলে অরুণোদয় !

ভীর্থরেণু

পূবের বরোখা খুলি' যেথা উষা
উঁকি ছায় শেষ রাতে,—
সংশয় আর প্রত্যয় যেথা
অভেদ আমার সাথে !

হাইন্ ।

জীবন ✓

থাবার জন্তে একমুঠো ভাত, শোবার জন্তে একটি কোণ,
কাঁদতে পূরো একটা বেলা, হাসতে মোটে একটু ক্ষণ ;
আনন্দ সে ছ'এক পোয়া, দুঃখ কষ্ট ছ'এক মণ,
ফুর্তি যত দ্বিগুণ তাহার মৌন বিষাদ-বিলপন ;
এই জীবন !

একটি কোণ আর একমুঠো ভাত—প্রেম থাকেত রাজ্যধন,
কান্না তখন স্বস্তি আনে, একটু হাসিই জুড়ায় মন ;
ফুর্তি তখন দ্বিগুণ মিঠে ; দুর্ভাবনা কতক্ষণ ?
হাসির কাছে আশী রচে পারার মতন উদ্বেজন ;
এই জীবন ।

নিগ্রো ডানবার ।

তিনটি কথা

মানুষের মনে আমি সবতনে
 লিখে যাব তিন বাণী,
 অগ্নি আখরে পরাণের 'পরে
 অমর এ লিপিতানি ;—
 আশা রেখো মনে, হৃদ্বিনে কভু
 নিরাশ হয়োনা, ভাই,
 কোনোদিন যাহা পোহাবে না, হায়,
 তেমন রাত্রি নাই ।
 রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে,
 হ'য়ো না গো দিশাহারা,
 মানুষের যিনি চালক, তিনিই
 চালান চক্রে তার ।
 রেখো ভালবাসা সবারি লাগিয়া,
 ভাই জেনো মানবেরে,
 প্রভাতের মত প্রভা দান করো
 জনে, জনে, ঘরে, ঘরে ।
 মনে রেখ এই ছোট ক'টি কথা,—
 'আশা,' 'প্রেম,' 'বিশ্বাস,'
 আধারে জ্যোতির দরশন পাবে,
 পাবে বল, যাবে ভ্রাস ।

শিলায় ।

বিপদের দিনে

বিপদের দিনে হ'স্ নে রে মন হ'স্ নেকো স্মিয়মাণ,
হাসিমুখে থাক্ তোর সে ভাবনা ভাবিছেন ভগবান ;
গোলাপে ছিঁড়িয়া কেহ কি পেরেছে হাসি তার কেড়ে নিতে ?
ধূলায় প'ড়েও হাসি ফোটে তার পাপড়িতে পাপড়িতে !
রুমি ।

বিচিত্রকৰ্ম্মা

কাঁটা গুল্মে যে গুলাব ফুটাতে পারে,
শীতের বাতাসে ছুটায় যে দক্ষিণে,
তার অসাধ্য কিছু নাই সংসারে,
হরষের হাসি ফুটাবে সে ছদ্দিনে ।
রুমি ।

পল্লব

“বৌটার বাঁধন টুটে
কোথা চলেছিচ্ছু ছুটে ?
ওরে ও শুক পাতা ?”
হায় আমি জানি না তা' !
ছিহু যে বটের শাখে
ঝড় লেগেছিল তাকে,

তীর্থরেণু

সে অবধি মোরে, হায়,
বাতাস ফিরায় পায় ;—
দখিনে ও উত্তরে,
বনে ও বনাস্তরে;
মাঠে, পাহাড়ের কোলে,—
অস্থির ক'রে তোলে !
আমি চলি সেইখানে
বাতাস যে দিকে টানে ;
শঙ্কায় নাহি মরি,
অনুযোগ নাহি করি ।
আমি চলি সেই দেশে,
যেখানে সকলি মেশে,—
রাঙা গোলাপের দল,—
'লরেন্' স্মৃতিমল !

আৰ্ণ৭।

অলক্ষ্য

অলক্ষ্য অচেনা লোক আসে প্রতি ঘরে,
অচেনার মাঝখানে কত খেলা করে !
অলক্ষ্য চলিয়া যায় শেষে একদিন,
শূন্য নীড় পড়ে থাকে দেহ প্রাণহীন ।

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ ।

খোয়ানো ও খোঁজা

আপন নায়ের খোঁজে গেছে মা আমার,
তার আগে তার মার (ও) অমনি ব্যাপার !
জগৎ সমান ভাবে চলিয়াছে সোজা,
চলেছে সমান ভাবে খোয়ানো ও খোঁজা !

‘নাল-আদিয়ার’-গ্রন্থ ।

বিদায়

বিদায় ! যে দেশে গেলে ফেরে নাকো আর
এবার আমারে যেতে হ’বে সেই দেশে ;
বিদায় জন্মের মত বন্ধুরা আমার,—
যদিও তাহাতে কারো যাবে নাকো এসে ।

তোমরা হাসিবে বটে শত্রুরা আমার,
এ চির প্রয়াণ-বার্তা,—অতি সাধারণ ;
সবারে জানিতে তবু হ’বে এর স্বাদ
একদিন ; ওগো মিত্র ওগো শত্রুগণ !

একদিন অঙ্ক-করা অঙ্ককার তীরে
দাঁড়ায়ে আপন কৰ্ম্ম স্মরিবে যখন,
কখনো দহিবে কোন্‌ভে, কভু অসন্তোষে,
পরম কোতুকে হেসে উঠিবে কখন ।

সংসারের রঙ্গগৃহে যখনি যোজন
অভিনয় সাজ করি' চ'লে যেতে চায়,—
উল্লাস-অবজ্ঞা-ভরা বিপুল গর্জ্জন
একবার ফিরাইয়া আনিবেই তায় ।

মানুষ দেখেছি ঢের এ দীর্ঘ জীবনে,
দেখেছি অনেকে আমি অন্তিম শয্যায় ;—
বৃদ্ধ বিপ্র, বৃদ্ধ বেণ্ডা, বৃদ্ধ বিচারক,—
সবারি সমান দশা মৃত্যু যাতনায় ।

মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত আর মিথ্যা চান্দ্রায়ণ,
মিথ্যা গঙ্গাযাত্রা, মিছে মৃদঙ্গের রোল,
সফরে চলেছে ওই আত্মারাম বুড়া,—
তার লাগি মিছে অশ্রু, মিছে 'হরিবোল' ।

হাসে শয়তানী হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভুল ধরি' পরিহাস করে ;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন,—
তাও লোকে ভুলে যায় দিন দুই পরে !

হায় ! ক্ষুদ্র পতঙ্গিকা ! ঋণিকের জীব !
অদৃশ্য স্ত্রীতায় বাঁধা রঙীন পুতুল !
নির্ব্বাণের করতলে ঘাড়-নাড়া বুড়া !
কি তোরা ? কোথায় যাস?—চেয়ে জুল্জুল !

তীর্থরেণু

আজ আমি দাঁড়াইয়া যেই সন্ধিস্থলে,
কে পারে দাঁড়াতে হেথা অব্যাকুল মনে ?
যে জানে ভয়ের কিছু নাহি পৃথীতলে,
জীবনে যে খ্যাতিহীন, অজ্ঞাত মরণে ।

ভল্টেয়ার ।

করুণার দান

বড় ভাল বেসেছিহু, ওরে !
বেসেছিহু দীর্ঘ দিন ধ'রে,—
করুণায় তাই ভগবান
কণ্ঠে মোর দিয়েছেন গান ।

বিফলে বেসেছি ভাল ব'লে—
কণ্ঠে সুর টুটে পলে পলে,—
করুণায় তাই ভগবান
মৃত্যু মোরে করিছেন দান ।

নিগ্রো ডান্‌বার।

বেদনার আশ্বাস

বেদনার মাঝে আছে ওগো আছে

সীমাহীন আশ্বাস,

কঠিন তালের আঁঠিতে লুকানো

রয়েছে কোমল শাঁস !

কমি ।

মরণ

(নিশর)

মরণ,—জ্বরের দাহ অবসানে

মুক্ত বাতাসে যাওয়া ;

নিখিল ব্যাধির ঔষধ সে যে

দৈবে শিয়রে পাওয়া !

মরণ,—স্মরতি পূজা ভবনের

ধূপের অঙ্ককার,

বাত্যা-তাড়িত তরীতে নিদ্রা,—

লেশ নাই সংজ্ঞার ।

সে যে কমলের গুঁড় পরিমল,—

সীমার প্রাপ্তি ভূমা !

মহা নিব্বরের বস্তু মরণ,—

অনাদি কালের চুমা !

তীর্থরেণু

যুদ্ধের শেষে নৌ-সেনানীর
ফিরে যাওয়া নিজ দেশে,
আকাশ নীলের বিমল বিকাশ
ঘোর বঙ্কর শেষে ;
বন্দী জনের কামনার নিধি
মরণেরে মনে হয়,
বহুবরষের কারা-ক্লেশে যার
জীবন দুঃখময় ।
সেই তো দেবতা দেহ-অবসানে
যে গেছে মৃত্যু-লোকে,
মোচন করিয়া দূরে ফেলে দেছে
শোচনার নিম্নোকে ;
সূর্য্যের কাছে স্নেহে বসে আছে
সূর্য্যেরি নোকায়,
তর্পণ কালে দেবতার সাথে
বলি-উপহার পায় ;
মৃত্যুরে পেয়ে পায় গো না চেয়ে
জ্ঞানীর অধিক জ্ঞান,
জীবিতে যা' রবি না ছান্ কখনো
মৃতজনে তাহা ছান্ ।

মায়া

প্রেমিক মরেছে, মরে গেছে প্রিয়া তার
তাদের প্রেমের চিহ্নটি নাই আর !
ওগো ভগবান ! একি অপরূপ মেলা !
ছায়ায় ছায়ায় ভালবাসাবাসি খেলা !
মন যাহা নহে তাই হ'ল উন্মনা,
এ লীলা বুঝিবে বুঝাইবে কোন্ জনা !

কমি ।

নশ্বর

(প্রাচীন মিশর)

আপনি আপন সমাধি-ভবন নিরমিল যারা
রাখিতে দেহ,
আজি তাহাদের সে দেহ কোথায় ? চিরু খুঁজিয়া
পায় না কেহ !
কোথা তাহাদের কীর্তি-কাহিনী ? আজি কোন্ জন
জানে বা তাহা ?
কত শ্লোক আজ মুখে মুখে ফিরে, কার সে রচনা
জানি নে, আহা !
ভেঙেছে প্রাচীর রাজ-সমাধির, হায় এশ্বক !
হায় গো প্রভু !
ভিত্তি তাহার খুঁজে পাওয়া ভার, যেন সে ছিল না,—
হয় নি কভু ।

ত্রিলোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে ?
 সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে ?
 কোন কথা চাঁদ বলে চুপে রাত্রিরে ?
 কোন্ জন তাহা জানে ?

ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে ?
 কি ভাবে গো পাখী নিরখি’ নীড়ের পানে ?
 রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি’ রে—
 কোন জন তাহা জানে ?

গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
 কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
 অতল কি গান শোনায় হিমাদ্রিরে ?
 কে জানে এ তিন গানে ?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রে,রে,
 বৈশাখ যাহা পড়ে গো আশ্বর চিনে,
 জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, শেষে,
 তাহার জন্মদিনে ;

উষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
 দিনের পুলক বিকশি’ মধ্যদিনে,
 গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিশ্বাসে
 বেস্বর করিয়া বীণে ;—

কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যের ?
 কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, ঋণে ?
 মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
 মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
 কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে !
 আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,—
 জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ !
 ধ্রুবতারার করি' মরণের ছ' আঁখিকে
 যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
 চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্তা সমাধান
 যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
 উষার মতন হাসিতে ফুটায় আশা
 অথবা দ্বিগুণ স্নান করি' গোধূলিকে ।
 মইনবার্গ,।

অভিমান

ভাল হ'ত যদি প্রভু কিঙ্কর কিছু না হ'তাম আমি,
 ভাল হ'ত যদি জগতের মাঝে জন্ম না হ'ত, স্বামী !
 ধূলিই যখন হ'লাম হে প্রভু ! না হ'য়ে রূপা কি সোনা,—
 ভাল হ'ত হ'লে মরুর বালুকা যেথা নাই আনাগোনা ।
 ফুটে উঠিলাম তবু ও যখন না হ'লাম শতদল,—
 ভাল হ'ত হ'লে গিরি-শৈবাল অখ্যাত নিষ্ফল ।
 জীবের মধ্যে গণ্য হ'লাম,—না হ'লাম বুলবুল !
 ভাল হ'ত যদি জন্ম নিতাম যে দেশে ফোটেনা ফুল ।
 মানুষ হইয়া হ'ল না যখন মানুষের মত মন,
 ভাল হ'ত যদি হ'য়ে জড়মতি রহিতাম আমরণ ।
 তা' হ'লে যাতনা সহিতে হ'ত না কামনা দিত না ফাঁসী,
 বড় ভাল হ'ত অজানা রহিত এই ভালবাসাবাসি ।
 মরণ এখন শরণ আমার, জীবনের পথে কাঁটা,
 জাফর কহিছে, বড় ভাল হয়—হ'য়ে গেলে নাম-কাটা ।

জাফরঃ।

চির বিচিত্র

জগতের এই নহবৎ-ঘরে বাগ্‌করের দলে,
 জনম-নাকাড়া বাজাতে বারেক একে একে সবে চলে !-
 নিত্য প্রভাতে নূতন সত্য জেগে ওঠে অভিরাম, -
 গৌরব-ঘটা ঘিরি' লয়ে চলে নূতন নূতন নাম !

সংসার যদি সমানে চলিত একটানা এক ঘেয়ে,
কত না তত্ত্ব গুমরি' মরিত প্রকাশের পথ চেয়ে ;
তপনের ছটা যদি না ফুরাত ফুরালে দিনের নাট,
তা' হ'লে কি কভু ফুটিত প্রদোষে ফুল্ল তারার হাট ?
শিশিরের যদি অন্ত না হ'ত, তবে বনে উপবনে
গোলাপের কলি আঁথি কি মেলিত ফাগুনের চুষনে !
জামি।

বিগ্রহ

নিশীথে আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
ধাতুময় সপ্ত ধেনু জাগে,
বিচিত্র পাষণ দীপ জলে সারারাত
মিট্ মিট্ মিট্ লাখে লাখে !

আমি লীলাভরে,
গভীর মন্দির গর্ভে বসি গুপ্ত ঘরে,
রত্ন-বেদী 'পরে !

চন্দনের কড়িকাঠ সারি, সারি, সারি,
সারারাত চেয়ে চেয়ে দেখি ;
বসে থাকে তারাগুলি ঘুলঘুলি জুড়ে,
মিট্ মিট্ মিট্ করে আঁথি।

তীর্থরেণু

আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠি একবার !—

গুঁড়া হ'য়ে পড়ে যাবে ছাদ ;

ডিম্বাকার হীরকের তৃতীয় নয়ন

ঠেকে ভেঙে ফেটে যাবে চাঁদ ।

উঠিবনা,—থাক !

স্বলোদর পূজারীরা ডাকাইয়া নাক

নিশ্চিন্তে ঘুমাক !

যোগাসনে, তার চেয়ে বসে এক মনে

নিজের নাভিটি ধ্যান করি ;

পদ্মরাগ-বিমণ্ডিত নাভিপদ্ম, আহা !

কিবা শোভা ! কিবা কারিগরি !

আর্গো হোল্‌জ ।

মহাদেব

আমি জলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই

অগ্নিরূপে,

পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোন্ পরাই

আমিই চুপে !

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার

বহ্নিজালা,

সৃষ্টি লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-

তারার মালা ।

আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অস্থিলাতা,
বাহির দেউলে কামের মেথলা ভিতরে শাস্ত
আমি দেবতা !
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিষ্ণু,
আমিই শিব,
হুংপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব ।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে বরি' !
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মুরতি আমি প্রবৃতি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে ।

আল্‌ফ্রেড্‌ লায়াল্‌ ।

জিজ্ঞাসা

(বাহুটোলাও,)

কে ছুঁয়েছে ত'টি হাতে আকাশের তারা ?

শুভে চাঁদ কে রেখেছে ধ'রে ?

কেন ছুটে নদী নদ অবিরল ধারা ?—

শ্রান্ত হ'লে জুড়াইতে যায় কার ঘরে ?

ভেসে ভেসে আসে মেঘ, ভেসে চলে যায়,

তার দেশ কোথায় ? কে জানে !

কে বরিষে বৃষ্টি ধারা ? সে কি ওঝা ? হায়,

তারে কভু দেখিনি তো উঠিতে বিমানে !

ধর্ম্ম

শাস্ত্রের প্রদীপ নহি, নহি আমি ধর্ম্মের নিশান,

সিদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধির অপূর্ণ অবদান

তুচ্ছ মানি,—সাধারণ হৃৎখ কাহিনীর তুলনায় ;

মানুষের অশ্রুজলে, মানুষের মৌন শোচনায়

আমারে আকুল করে,—মানুষের প্রার্থনায় চেয়ে ।

পুণ্যাত্মা ! নালিশ রাখ, নীলাকাশ ফেলিয়ো না ছেয়ে

নাকী স্মরে । এই কিহে ভক্ত তুমি ? ঈশ্বর নির্ভর—

এরি নাম ? এরি অহঙ্কার কর ধার্ম্মিক প্রবর ?

মন্দির-কন্দর ছাড়ি' এস বন্ধু ! এস বাহিরিয়া,
 স্বর্গের কামনা ভোলো ! প্রবাথিত মানবের হিয়া
 তোমারে খুঁজিছে, ওগো ! এস, এস মাছুষের মাঝে,
 নরলোকে আছে কাজ ; স্বর্গে তুমি লাগিবে কি কাজে ?
 মমতার চক্ষে চাও, দুর্ব্বলে তোলো হাত ধ'রে,
 স্বর্গ পাবে মর্ত্যে বসি',—পুণ্যফলে, দেবতার বরে ।
 ডানবার ।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত

মিঞা আবু বিন্ আদম্,—(তাঁহার বংশ বিশাল হোক,)
 নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন ঘরে উছলে চন্দ্রালোক !
 রূপে উদ্ভাসি' জোছনার রাশি পদ্মফুলের মত,—
 দেবদূত এক,—সোনালি পুঁথিতে লিখিতে আছেন রত ;
 চিন্তে মিঞার ছিল না বিকার, তাই সাহসের ভরে
 স্রধালেন তিনি “কি লিখ আপনি পুঁথির পাতার ‘পরে ?”
 আঁখি তুলি' ধীরে স্বপন-মুরতি কানে কহিলেন তার,
 “বিশ্বরাজারে যারা ভালবাসে নাম লিখি তা' সবার !”
 “আমার নাম কি লিখেছেন ?” আবু স্রধালেন মৃদুভাবে,
 “লিখি নাই” শুধু কহি সংক্ষেপে দেবতার দূত হাসে !
 বিনয় বচনে কহিলেন আবু “লিখে তবে অন্তত ;—
 আবু ভালবাসে সর্ব্বভূতেরে ঠিক আপনারি মত ।”

তীর্থরেণু

কি লিখি' পুঁথিতে অলখিতে হায় দেবতা গেলেন চলি',
পরদিন রাতে এলেন বিভাতে ভুবন সমুজ্জলি',
সোনালি পুঁথিটি খুলি' ধরিলেন আবুর আঁখির আগে,
নিখিল ভকত জনের শীর্ষে আবুর নামটি জাগে ।

লী হাট ।

আদর্শ যাত্রী

বিশ্বাস তোমার দণ্ড হে যাত্রী নির্ভীক !
নির্দ্বন্দ্ব সে কমণ্ডলু ! চলিয়াছ ঠিক
বীরের মতন ! ক্রকুটির নাহি ভয় ;
অবজ্ঞা বিদ্রূপ কিছু গ্রাহ্য নাহি হয় !
আত্মার অপূর্ব জ্যোতি অমল উজ্জল
স্মিতহাস্তে উদ্ভাসিছে ও নেত্র যুগল !
তোমার নাহিক কাজ মোহান্তের বেশে,
তোমাতে যে প্রেমচ্ছদ দিয়েছেন হেসে
সর্বসাক্ষী ; জগতের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ;
জয় ! জয় ! তুমি পেলো পরম সম্পদ !
যাও হে, বিলাও নাম মাহুঘের হাটে,
নামের মশাল জালি',—অন্ধকার কাটে
যাহে সব ; খ্যাতি তুমি কর না তো আশ,
নক্ষত্র না চাহে দীপ,—সে যে স্বপ্রকাশ ।

সেন ।

সাধু

অস্তুর নিরমল, বচন রসাল,
 থাক আর নাই থাক তুলসীর মাল ;
 সংযম-নিয়মিত বিমল চরিত চিত,
 থাক আর নাই থাক শিরে জটাজাল ;
 কামনা কামের ফাঁস যে জন ক'রেছে নাশ,
 ছাই মাখা হ'ক কিবা না হ'ক কপাল ;
 অন্ধ যে পরধনে, বধির যে কুবচনে,
 তুকা জানে সেই সাধু বাকী জঞ্জাল ।

তুকারাম ।

আনন্দ-বাণী

হৃদয়ের সরোবরে নীরবে নিয়ত ভরে
 তব প্রেম, হে প্রেম নিলয় !
 অমৃতের উৎস তুমি আর্জ কর মরুভূমি,
 স্বরূপ দেখাও কৃপাময় !
 তোমার প্রেমের স্রোত করিয়াছে ওতঃপ্রোত
 প্রিয় তব ভক্তের প্রাণ,
 ছিন্ন আমি অকিঞ্চন তুমি দেহ সর্বধন,
 আমি কিবা দিব প্রতিদান ।

তীর্থরেণু

সকল ভক্তের পিছে আছি আমি সব নীচে
হে দেবতা ! সত্য সনাতন !
পরম পরশ দিয়া তনু মন গলাইয়া
মানি তাপ কর বিমোচন ।
চিন্তার অতীত যাহা চিন্তা কর তুমি তাহা
চিন্তামণি ! অমিয়-সাগর !
সর্বকালে-স্বপ্রকাশ ! মিনতি করিছে দাস
যোগ্য স্তুতি শিখাও শঙ্কর !
অনন্ত আনন্দ-সুধা ! নাহি ক্ষোভ নাহি ক্রুধা
নাহি ক্ষয়, নাহি নাহি ক্ষতি,
প্রলয় অনল মাঝে মহিমায় স্থানু রাজে,
শৃগুমারো পূর্ণ পরিণতি ।
বান্ধু যত অবহেলে ভেঙে ফেলে তুমি এলে
হিয়াতলে বহু মতন,
আমাতে করিলে বাস ! এর বেশী কোন্ আশ
করিব তোমাতে নিবেদন ?
ক্ষিতি-জল-অগ্নি-বায়- ব্যোমে বিস্তারিয়া কায়
ভূতের অতীত ভূতনাথ !
তোমাতে দেখেছি আজ আমি সর্ব-ভূত-মাক
সুপ্রভাত ! আজি সুপ্রভাত !
তুমি ধারা চেতনার জীবনের পারাবাত্র,
কে জানে হে তব বিবরণ !

আমার তিমির নাশ করিলে হে স্বপ্রকাশ !
 সূর্য্য সম বিতরি' কিরণ ।
 রশ্মিময়, পিঙ্গ জট, তুমি হে অনাদি বট,
 সূর্য্য, তারা, পৃথ্বী তব ফল ;
 বারিগর্ভ হতাশন ! কেবা পর ? কে আগন ?
 বল মোরে, নিখিল-সম্বল !
 আমারে গ্রহণ করি' নিজেরে সঁপিলে, মরি;
 কে জিতিল ? তোমারে স্খাই,
 আমারি অন্তরে ঘর বাঁধিলে, হে মহেশ্বর ;
 কুলাল না ত্রিভুবনে ঠাই !
 মাণিকবাচকর ।

ঈশ্বরী ঠাকুর

নারায়ণ দেউলিয়া এইবার !
লক্ষ লোকের কাছে ঋণী প্রভুটি আমার !
প্রভাত হ'লে দেউল ঘিরে জগৎ ফুকারে,—
'আমার নিধি দাও হে ঠাকুর ফিরিয়ে আমারে' ;
তখন মায়ায় হন্থ অমনি পাষণ অবতার ।
মরমপাতে খত লিখেছ,—আছে নাম সহি,
চরণ বাঁধা রেখে গেছ,—মাথায় তাই বহি ;
এখন ফাঁকি দিবে কি তাই কও না কথা আর ?
তুকা বেনে মহাজন আজ ঠাকুর দেনাদার ।

প্রার্থনা

(মেক্সিকো)

মনসা কাঁটার শুভ স্মনস্ !
আমারে কর গো বুড়া,
কুহকের জাল ছিন্ন কর গো
মায়াবীর মায়া গুঁড়া ;
তেমন বয়স পাই যেন, যাহে
লাঠি হয় সম্বল,
আমার আরতি গ্রহণ কর গো
নিশীথের শতদল !

প্রার্থনা

(সিউস্ জাতি)

হে দেবী পৃথিবী, ওগো পিতামহী
দেহ আয়ু, দেহ বল ;
বুনো ঘোড়া যেন ধরিতে পারি গো
মারিতে শত্রুদল ।
শান্তির দিনে অন্তরে যেন
কখনো না পশে রোষ,
নিজ গোত্রের 'পরে যেন কভু
হয় নাকো আক্রোশ ।

প্রার্থনা

(নাতাহো)

অনন্ত-যৌবন, প্রভু, আকাশের রাজা !
পূজা লও, রাখ মোর দেহ মন তাজা ;
চিরদিন রেখ' মোরে সবল সুন্দর,
সৌন্দর্য্যে পূর্ণতা যেন পায় চরাচর ।

প্রার্থনা

(মেক্সিকোর আন্তক জাতি)

তুমি মাঝে মাঝে দণ্ড যা' দাও
দয়াময় প্রভু মোর,
তাহে নিঃশেষে হয় যেন নাশ
মম ভ্রান্তির ঘোর ।

প্রার্থনা

(জাবিড়)

কিসে শুভ কিসে অশুভ আমার কিছুই বুঝিনে প্রভু !
প্রার্থনা করি তবু !
তুমি সব জানো, এইটুকু জেনে আছি আমি আশা ধরি,
তাই প্রার্থনা করি ;

তীর্থরেণু

যাহা দিতে চাও তাই শুধু দাও,—তাতেই আমার শুভ,
এ কথা জেনেছি ঈব,
তোমার অর্থে সার্থক কর মোর প্রার্থনাচয়,
প্রভু ! মঙ্গলময় !

প্রার্থনা

হে প্রভু ! আমার চরণ ক্লান্ত
এই পথখানি এসে ;
ব্যথিত পাস্ব করহে শান্ত,
পরান জুড়াও হেসে ।

কম্পিত পদে ফিরেছি যে পথে
সেথাই কাঁটার বন ;
তীর্থ সূদূর যাত্রী বিধুর,
ব্যবধান ত্রিভুবন ।

সস্তাপহর ! তোমার অজর
প্রেমের নিবর পানে
নিষে যাও প্রভু ! বড় ব্যথা বুকে,
পরশ বুলাও প্রাণে ।

নিগ্রো ডানবার ।

রহস্যময়

তোমার আলোকে সৃষ্টি দেখেছি,
 তোমারেই শুধু দেখিনি কভু,
 অন্তরবাসী গোপনে কোণায়
 লুকায়ে রয়েছ, হে মোর প্রভু !
 ছালোক ছলিছে আলোকে তোমার,
 ছলিছে ছলিছে তপনশশী,
 রসের ফোয়ারা হ'য়ে মাতোয়ারা
 নিখর ধারা পড়িছে খসি' !
 পবনের মত তুমি ভগবন্ !
 আমরা পবন-ধূনিত ধূলি,
 পবনেরে কেহ চক্ষে দেখে না,
 দেখে চঞ্চল কণিকাগুলি ।
 তুমি ঋতুরাজ বিরাজিছ তাই
 আমরা এসেছি পুষ্পপাতা,
 ঋতুরাজে কেহ চক্ষে দেখে না,
 দান দেখে লোক, দেখে না দাতা !
 নিগূঢ় গোপন আত্মা তুমি হে,
 হস্ত চরণ আমরা সবে,
 তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা
 তুমি বলাইলে বলি সে তবে !

তীর্থরেণু

আমরা রসনা, পশ্চাতে তার
তুমি সে প্রজ্ঞা ঋতন্তরা,
তোমারি বিভায় আকাশ আকুল
তোমারি প্রভায় ভুবন ভরা ।
তুমি সমুদ্র আমরা তুফান,
তুমি আনন্দ আমরা হাসি ;
স্বরূপ গোপন ক'রেছ, হে প্রভু !
লুকাতে পার নি করুণাশি ।
সৃষ্টির কাজে দেখিয়া ফেলেছি,
করুণার মাঝে পেয়েছি দেখা,
কর্ম্মে বচনে অনন্তদেব !
নিশিদিন তুমি জাগিছ একা ।
রামি ।

পূজার পুষ্প

হাত দিয়া তুলিব না, পরশে দূষিত হ'বে ফুল,
থাক তারা আলো করি' তৃণ লতা বনতরুকুল ;
সহজ শুচিতা সহ আমি দিখু সর্ব্ব পুষ্পদলে,
অতীত ও অনাগত বুদ্ধদের চরণকমলে ।
রাণী কোমিষু ।

সায়ুজ্য-সাধনা

মনোমন্দির প্রাণেশের লাগি’
 কর সম্বার্জ্জন,
 তাঁহার বাসের যোগ্য করিতে
 কর ওগো প্রাণপণ ;
 আপনার কাছে বিদায় লও গো
 দেরি করিয়ো না আর,
 তুমি-হীন ওই তোমারি ভিতরে
 ফুটিবে মহিমা তাঁর ।
 মামুদ শবিস্তারী ।

কামনা

কাছে কাছে সদা রহিব তোমার এই শুধু মোর সাথ,
 তোমার নিকটে বসিতে পাইব,—এই মহা আহ্লাদ !
 সারাদিনমান নয়ন ভরিয়া রহিবে মূরতি তব,
 নিশার আধারে চরণ ছ’খানি মাথায় তুলিয়া ল’ব ।
 গহন ছায়ায় শয়ন বিছায়ে, ও রাঙা অধর হ’তে
 মুহুমুহ মধু পান করিব হে ভাসিব সুধার স্রোতে !

‘তীর্থরেণু

বিস্কৃত হিয়া যাবে জুড়াইয়া স্নিগ্ধ প্রলেপে ভিজে,
এর বেশী স্মৃতি চাহি না গো আমি ভাবিতে পারি না নিজে ।
উষর এ মোর মন-মরুভূমি, তুষার চেতনা-হারা,
নব প্রাণ দানি’ কবে উছলিবে তোমার স্নেহের ধারা ?
জামি ।

প্রিয়তমের প্রীতি

ভাবনার ভারে ওগো প্রিয়তম হ’য়েছি কুঁজা,
তব প্রেমময় পরশে আমায় কর হে সোজা ।
ওই হাতখানি রাখিলে মাথায় জুড়ায় মাথা,
নিখিল-ভরণ করুণ ও কর, জেনেছি ধাতা !
ছায়া দান করি’ হে প্রভু সে ছায়া নিয়োনো হরি’
ব্যথিত,—ব্যথিত,—ব্যথিত আমি হে কাঁদিয়া মরি ।
নয়নে ছলিয়া নয়নের ঘুম গিয়েছে চলি’,
তোমার শপথ তব আশাপথ চাহি কেবলি ।
রুমি ।

বিরহী

কেমন উপায় করি ভেটিতে তোমায়,
ভাবিতে ভাবিতে মোর তনু জরি’ যায় ।
তাজিয়া আপন জন যাই পরদেশ,
তোমায় দেখিতে যদি পাই পরদেশ !

সহিতে না পারি নাথ ! সহিতে না পারি,
 পুড়িয়ে করিব ছাই এ তনু আমারি ;
 অলপ আয়ুর কাল,—নিতি ক্ষয় পায়,
 বল, আর কবে দেখা দিবে হে আমায় ?
 বিচারি' আপনি কর যে হয় বিহিত,
 হকুম শুনিতে তুকা সদা অবহিত ।

তুকারাম ।

বিচারপ্রার্থী

দয়্যাহীনে দণ্ড দিতে তুমি আছ, হরি !
 নালিশ তোমার নামে কার কাছে করি !
 কাতরে মিনতি করি নাহি তোলো কানে,
 নীরবে বসিয়া থাক,—ব্যথা পাই প্রাণে ;
 আকুল নয়নে চাই ধয়্যা চরণ,
 প্রাণের বেদনা সদা করি নিবেদন ;
 মনের মোহের ফাঁস কর প্রভু ক্ষয়,
 তুকা কয়, আর নয়,—এস দয়্যাময় !

তুকারাম ।

বিরহী

সংসার হ'তে এবার আমার গালিচা গুটায়
 তুলিব কাঁধে,
 তোমার মুখের মাদুরী নিরখি' ম'রে যেতে মোর
 পরাণ কাঁদে ;
 সেই উল্লাসে আপনা হারাব, হারাব আমার
 যা' কিছু আছে,
 মিছে ভাবনার কাটনা ভাঙিয়া লুটাবে তোমার
 পায়ের কাছে ।
 মোরে আর তুমি খুঁজিয়া পাবে না, পরাণ তখন
 দেহে না রবে,
 মোর পরাণের ঠাইটুকু জুড়ে তুমি সে আমার
 পরাণ হবে !
 নিজের ভাবনা দূর হ'য়ে যাবে, ধুয়ে মুছে যাবে
 হৃদয় মম ;
 আমারে ভরিয়া তুমি শুধু র'বে—তুমি শুধু র'বে
 হে প্রিয়তম !
 ধরণীর মণি ! স্বরগের সার ! আমারে ফেলিয়া
 রেখনা একা,
 আপনারে আমি ভুলিব, হে সখা, তুমি যদি দাও
 যারেক দেখা ।

আমি ।

শুভ যাত্রা

প্রভুরে তোর স্বরণ ক'রে
 যাত্রা করিস্‌ মন !
 প্রভুর নামে রিক্তাতিথি
 মিলায় কাম্য ধন ;
 মাহেন্দ্র যোগ ঐ যে তোমার,
 ক্ষতি-ক্ষয়ের ভয় কোথা আর ?
 তুকা কয় প্রভুর সেবায়
 সদাই শুভক্ষণ ।
 তুকারাম ।

প্রেম নিশ্চাল্য

মধুর মদির মত্ততা এস, এস তুমি ভালবাসা,
 এস হৃদয়ের গ্লানি-বিমোচন, সকল দর্প-নাশা !
 ধন্যন্তরী তুমি আমাদের, তুমিই পাতঞ্জল,
 যোগের সূত্র শিখাও, কর গো নিরাময় নিশ্চল ।

প্রেমের আবেশে পাহাড় টলেছে সাগর উঠেছে হলে,
 প্রেমের মহিমা মর্ত্য-মানুষে নিয়েছে স্বর্গে তুলে !
 যদি প্রেমময় ধত্ত করেন মোরে চুষন দানে,
 উচ্ছ্বসি' হিয়া কাঁদবে ফাটিয়া মুরলি-ললিত-তানে ।
 রমি ।

দর্বেশের ঘৃণি নৃত্য

দাও ঘুরপাক জ্ঞান ঘুচে যাক,
 ঘুরুক নাথা,
 চোখে মুখে নাকে ছুটুক আগুণ
 উঠুক গাথা !
 কোথা পায়জামা পাগড়ি কোথায়
 যাব তা' ভুলে,
 ঘুরপাক দিয়ে করিব নৃত্য
 ছ' বাহ তুলে ।
 রাঙা সুরা আর রাঙা পেয়ালার
 ঘুচিবে ভেদ,
 হৃদয়ে প্রণয়ে হ'বে একাকার
 র'বে না খেদ ।
 কি করেছি আর কি যে বাকী আছে
 জানিব না তা',
 সব জানি তবু কিছুই জানিনে
 টলিছে নাথা !
 শাস্ত্র শুনিবে ? পণ্ডিত আছে,—
 জানিনে অত,
 ভাবে বুঁদ হ'য়ে চরণে দলেছি
 শাস্ত্র যত !

ঘুরপাক দাও আগুন জ্বালাও,
 টুটুক বাধা,
 ভয়ে সংশয়ে ফুকরি' মরুক
 যতেক গাধা ।
 কাকের কে আর কে মুসলমান ?—
 প্রেমের দাস !
 প্রেমে সব এক, ওরে জাখ্ জাখ্ !
 কি উল্লাস !
 স্মৃথে আছি বৃকে আকাশ আঁকড়ি'
 বিভোল্ প্রাণে,
 পায়ের তলায় কে কি বলে, হায়,
 পশে না কানে !
 ঘুরুক ভাঙ, এ ব্রহ্মাণ্ড
 ঘুরুক সাথে,
 আমরা প্রেমিক, পরশ মাণিক
 পেয়েছি হাতে !
 সৈয়দ নিমতুল্লা ।

আমি

আমি ইসলাম, আমিই কাফের,
 আমিই ঘোরাই চন্দ্রতারা !
 গগন-ললাটে মেঘের অলক
 আমিই বরষা বৃষ্টি-ধারা !
 আমিই তড়িত-তন্তু-বিথার,
 আমিই বিকট বজ্র-শিখা,
 কালকূটে ভরা আমি ভূজঙ্গ,—
 রঙ্গে পরাই মৃত্যু-টিকা ।
 অস্থি-চর্মে গ'ড়ে উঠি আমি
 রক্তে মাংসে রহি গো জীয়ে,
 অনাদি জ্ঞানের হিন্দোলে ছলি
 অনাদি প্রেমের পীযুষ গিয়ে !
 ঋতু বসন্তে মর্ত্তে যে আনে,—
 হৃদি-মন্দিরে নিবসে যেই,
 সম্মত হয় সম্মান হ'তে,—
 কিঙ্কর হ'তে— আমিই সেই !
 মেঘ হ'য়ে যাহা উর্দ্ধে উঠিছে
 জল হয়ে যাহা নামিছে নীচে
 —আমি সেই—যাহা অন্ধজনের
 নাচিছে চোখের সমুখে পিছে !

আমি

আমি ইসলাম, আমিই কাফের,

আমিই ঘোরাই চন্দ্রতারা !

গগন-ললাটে মেঘের অলক

আমিই বরষা বৃষ্টি-ধারা !

আমিই তড়িত-তন্তু-বিথার,

আমিই বিকট বজ্র-শিখা,

কালকূটে ভরা আমি ভূজঙ্গ,—

রঙ্গে পরাই মৃত্যু-টিকা ।

অস্থি-চর্মে গ'ড়ে উঠি আমি

রক্তে মাংসে রহি গো জীয়ে,

অনাদি জ্ঞানের হিন্দোলে ছলি

অনাদি প্রেমের পীযুষ গিয়ে !

ঋতু বসন্তে মর্ত্তে যে আনে,—

হৃদি-মন্দিরে নিবসে যেই,

সম্মত হয় সম্মান হ'তে,—

কিঙ্কর হ'তে— আমিই সেই !

মেঘ হ'য়ে যাহা উর্দ্ধে উঠিছে

জল হয়ে যাহা নামিছে নীচে

—আমি সেই—যাহা অন্ধজনের

নাচিছে চোখের সমুখে পিছে !

বিনা ইন্ধনে যে আগুন জ্বলে,—
চক্ৰমকি' উঠে চক্ৰমকিতে,—
আমি সেই!—আমি অনেকের প্রভু,—
সেবা করি তবু প্ললক চিতে ।
কে আছে ব্যথিত চিন্তা মথিত
এস, আমি দিব জুড়াতে ঠাই,
নয়ন-নগরে পরাণের ঘরে
বাহিরের গোল কিছুই নাই !
এত কথা যুনা জানেনা জানেনা,
অনাদি রসনা বলায় তারে ;
আদি ও অন্ত একাধারে আমি,
মত সে যেজন বঝিতে নাারে ।

প্রেমের ঠাকুর

নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
 জলজন্তু তো আছে,
 ফলমূল খেলে হরি যদি মেলে,—
 বানর রয়েছে গাছে ।

তীর্থরেণু

তৃণ দাঁতে ধরি যদি মিলে হরি
তবে হরি হরিণের,
কামিনী ত্যজিলে হরি যদি মিলে
খোজা তো. রয়েছে ঢের ।
শুধু হৃদ খেলে হরি যদি মেলে,—
কত আছে কচি ছেলে,
কহে মীরাবাই বিনা প্রেম, ভাই,
সে ধন কভ না মেলে ।

भीन्नाबाई ।

ভোলামনের প্রতি

কি রে মন তুই রূপাময় নাথে রয়েছিস্ নাকি ভুলে,—
বিশাল বিশ্ব তুলে
শূন্তে যে ধরে' আছে ;—
পীযুষ স্রষ্টি করেছেন যিনি শিশুরে করাতে পান,
মাতা আর সন্তান,
যাঁর করুণায় বাঁচে !
বিষম রোদ্রে ক্ষুদ্র হৃণের অঙ্গুরে যে বাঁচায়
করুণার ধারা ধায়
জুড়ায় তাপিত প্রাণ ;

তীর্থরেণু

অনাদি অশেষ অনাথ-শরণ রক্ষা করেন তোরে—

স্মরণে রাখিস্, ওরে !

সকলি যে তাঁরি দান ।

তিনি যে নিখিল-বিশ্বস্তর চির-আনন্দ-ধাম,

ভাব তাঁরে, তুকারাম !

কর তাঁরি নাম গান ।

তুকারাম ।

দুঃখলোপী মিলন

(রাবেয়া)

প্রভু ! আমি কেমনে বুঝাব

আমার সে প্রাণের বেদন ?

নয়ন, তোমার আবির্ভাবে,

হয় যে গো উৎসবে মগন !

প্রভাতে উদিলে দিননাথ

মলিন কি রহে শতদল ?

পাই যবে তোমার সাক্ষাৎ

আপনি লুকায় আঁখিজল !

পূর্ণ-মিলন

চেয়ে থাক, চেয়ে থাক ; চেয়ে, চেয়ে, চেয়ে,—
 যার পানে চেয়ে আছি—তারি রূপে ছেয়ে
 যাক তনু মন প্রাণ ; হও তনয়,—
 ‘তোমার’ ‘আমার’ ভেদ হ’য়ে যাক ক্ষয় ;—
 ‘চাওয়া’ হ’য়ে যাক ‘হওয়া’ । নিষ্পন্দ, নির্ঝাক,
 ক্ষীরে নীরে মিলি মিশে এক হ’য়ে যাক ।
 যে অবধি ‘দুই’ আছে, হায় ততক্ষণ
 রয়েছে বিচ্ছেদ ভয়, রয়েছে ক্রন্দন ।
 পরম প্রেমের পুরে যেই পশিয়াছে,—
 সে জানে একের ঠাই সেথা শুধু আছে ;
 দুই মিলে এক হ’লে তবে সে মিলন
 সম্পূর্ণ সুন্দর হয় ;—সার্থক জীবন ।

জামি ।

আমার দেবতা

মৃত্তিকা ছানি’ আমার দেবতা গড়েনি কুস্তকার,
 ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার ;
 অষ্ট ধাতুর নহে সে ঠাকুর সে নহেক পিত্তল,
 অন্ন তেঁতুলে দেবতা আমার হয় না গো নিশ্চল ।
 এ জীবনে আর করিতে নারিব অতের আরাধন,
 মরমে পেয়েছি পরশ-মাণিক ! সোনা হ’য়ে গেছে মন !

তীর্থরেণু

মন জানে আর প্রাণ জানে যোর সে আছে সকল ঘটে,
বচন-অতীত—তবু তারি কথা অচেত-চেতনে রটে !
শাস্ত্রের শ্লোকে আঁধারে আলোকে আছে সে আকাশ ভরি’
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে ভকতের ধ্যানে আছে দিবা বিভাবরী ।
তপন প্রকাশ থাকিতে প্রদীপ জালিতে করিনা আশ,
গ্রাহ করিনা অজ্ঞজনের নিন্দা ও পরিহাস ।
বুদ্ধি বিচার কিছু নাই যার চীৎকার শুধু করে,—
অকূল সাগরে ডুবায় সে পরে আপনি ডুবিয়া মরে ।
ছিল দিন যবে কাঠের ঘোড়ারে আমিও দিয়েছি জল,
অন্ন তেঁতুলে করিতে গিয়েছি দেবতারে নিম্নল ।

পটুগতু পিঙ্গাই ।

সে

বনে, প্রান্তরে, শৈল-শিখরে সে আছে সীমার পারে,
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে ;
লুপ্ত-আলাপ বিশ্ব রাগিণী লিপ্ত করিছে তারে,
পাশ্চ-পাশ্বীর সাথী হ’য়ে সে বিহরে ।
নিভাঁজ নিবিড় পর্দা দোলায়ে বাতাস যেমন ক’রে
যায় গো জানায় আপন আবির্ভাব,—
বাঁশের বাঁশীতে পশিয়া যেমন নিশ্বাস ধরা পড়ে’
ফুকরি’ প্রকাশে গোপন গভীর ভাব,—

তীর্থরেণু

তেমনি করিয়া মাঝে মাঝে সে যে ধরা দিতে কাছে আসে,
ধরিতে গেলেই পলায়ে পলায়ে ফিরে,
নিতি নব বেশ, বিজ্ঞাস নব, নিতি নব হাসি হাসে,
বিহরে লীলায় অকুলের তীরে তীরে !

হৃদয় ।

মনোদেবতা

জাগিলে যে দূরে, ঘুমালে নিকটে, স্বপনে ফুটায় চোখ,
অনাদি জ্যোতির দূরগামী রেখা সে আমার শুভ হোক ।
যাহারে ছাড়িয়া কোনো ক্রিয়া নাই, অন্তরে যে আলোক,
পরম জ্ঞানের অমৃত যে আনে সে আমার শুভ হোক ।
হ'য়েছে, হ'তেছে, হ'বে যার গুণে অচেত-চেতন-লোক,
অমৃতের মাঝে ধরেছে যে সব সে আমার শুভ হোক ।
যুগে যুগে যেই মনীষি-জনের যজ্ঞের নিয়ামক,
সম্পন্ন হোতায় মন্ত্র পড়ায়—সে আমার শুভ হোক ।
চক্র-নাভিতে অরার মতন ধরে যে নিখিল শ্লোক,
ঋক্, সাম, যজু ধারণ যে করে, সে আমার শুভ হোক ।
নিপুণ, প্রবীণ সারথীর মত চালায় যে,—সব লোক,
হৃৎ-প্রতিষ্ঠ সেই বেগবান ইষ্ট আমার হোক ।

যজুর্বেদ ।

প্রাণ দেবতা

নিখিল ভুবন বশে যার সেই প্রাণেরে নমস্কার,
প্রভু যে সবার আধার যে ওগো সবারি প্রতিষ্ঠার ।
শক্তি প্রাণে নমি আমি আর নমি ক্রন্দিত প্রাণে,
প্রাণ বিছাতে প্রণাম করি গো প্রণমি বর্ষমানৈ ।

* * *

চন্দ্র তপন প্রাণেরি সে নাম, প্রাণ সেই প্রজাপতি,
প্রাণ সে বিরাট প্রাণ সে দ্রষ্টা প্রাণ সে পরম জ্যোতি ।
প্রমোদিত করে সকল প্রাণীরে ধারারূপে প্রাণ নেমে,
মহীরে সুরভি করে সে আসিয়া ওষধি লতার প্রেমে ।

* * *

সত্য-সেবকে উত্তম লোকে প্রাণ শুধু নিয়ে যায়,
মৃত্যু-অভেদ প্রাণের ভজন দেবতা মানবে গায় ।
সকল সৃষ্টি, সকল চেষ্টা, সকল নিধির সার,
ব্রহ্মেতে ধীর, তদ্রূপবিহীন প্রাণেরে নমস্কার ।

অথর্ববেদ ।

বহুরূপ

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানারূপ ধরে আধার ভেদে,
নিখিলের প্রাণ তেমনি করিয়া
এক নানা ছাঁদ বেড়ান ছেঁদে !

বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানা সুরে গাহে যন্ত্র ভেদে,
নিখিলের প্রাণ এক ভগবান
তেমনি বেড়ান হেসে ও কেঁদে !

তপন যেমন নিখিলের আঁখি,—
কলুষে দূষিত হয় না তবু,
নিখিলের প্রাণ তেমনি গো, তাঁরে
বাহিরের গ্লানি ছোঁয় না কভু ।

সর্বভূতের অন্তরতম,
বহুরূপ তিনি গোপনচারী,
আপনার মাঝে তাঁরে যে দেখেছে
অক্ষয় স্মৃতি তারি গো তারি ।

কঠোপনিষৎ ।

তুমি

তুমি নর, তুমি নারী,—
 যুবক, বালক, বালা ;
 তুমিই আবার লাঠি হাতে ধরি'
 বুড়া হ'য়ে হও আলা !

তুমি আছ চারিদিকে,
 চারিদিকে তব মুখ ;
 তুমিই আবার জন্ম লইয়া
 না জানি কি পাও সুখ !

নীল পতঙ্গ তুমি,
 রাঙা-জাঁথি তুমি শুক,
 বিদ্যাভরা মেঘ তুমি, প্রভু !
 সাগর সমুৎসুক !

অনাদি তোমার নাম,
 অন্ত তোমার নাই ;
 তুমি আছ বলে বিশ্বভুবন
 বর্তিয়া আছে তাই ।

যেতাম্বতরোপনিষৎ ।

তীর্থরেণু

ব্রহ্মপ্রবেশ

নিজ তনু হ'তে তত্ত্ব সৃষ্টিয়া
উর্গনাভের মত,
আপনার জালে আপনি আবৃত
হ'য়েছেন যিনি স্বতঃ,
সাক্ষী, চেতন, পরম পুরুষ
সেই নিখিলের প্রাণ,—
আমাদের সবে ব্রহ্ম-প্রবেশ
স্বত্বে করুন দান ।

স্বৈতান্যতরোপনিষৎ ।

মৌন

বচন হারিয়ে বসে আছি আমি
বন্ধ ক'রেছি গান,
তুমি কথা কও, কথা কও, ওগো
প্রাণের প্রাণের প্রাণ !
অতুলন যার মধুর মুখের
মদিরায় মাতোয়ারা
গান গেয়ে ওঠে অন্তর পরমাণু
গুঞ্জরে গ্রহতারা ।

রবীন্দ্র ।

শির্গি

কবি মনীষীর বন্দনা গীতি,
সাধু সন্তের ভাষা,
মিলে মিশে গিয়ে একটি পাত্রে
শির্গি হ'য়েছে খাসা !
সকল সলিল সাগরে এসেছে,
আঁখি মেলে তোরা ছাখ্ ।
যার বন্দনা গেয়েছে সবাই
সে যে এক ! সে যে এক !
পাপড়ি—প্রচুর প্রকাশ পেয়েছে
বেড়িয়া বৃন্তধানি,
একের পরম জ্যোতিরে ঘিরেছে
বিশ্বজনের বাণী ।



রহস্য-কুঞ্চিকা ।

অমরু—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হন। কথিত আছে, যে শঙ্করাচার্য্য অমরু নামক একজন রাজার মৃতদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, মণ্ডন মিশ্রের পত্নী শারদাদেবীর প্রেমের উত্তর স্বরূপ অমরু-শতক রচনা করেন। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে, কিন্তু, এ কথার উল্লেখ নাই।

অল্‌রিচি—প্রাচীন রোমান্টিক যুগের কবি, জন্মভূমি জার্মানি।

আরাণী—(১৮১৭-১৮৮২) হাঙ্গেরির কবি; গাথা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

আর্গৎ—(১৭৬৬-১৮৩৮) ইনি নেপোলিয়নের পরম ভক্ত ছিলেন; পৃথ্বী-রাজের যেমন চাঁদ কবি, নেপোলিয়নের তেমনি আর্গৎ।

আসায়াসু—জাপানের কবি। ইহাঁর পিতা যাসুহিদে ও কবি ছিলেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইকুজু—ইনি জাপানী কবি। তান্কা রচনার জ্ঞাত প্রসিদ্ধ।

উকন্—ইনি একজন স্ত্রী-কবি; জন্মভূমি জাপান।

ওয়াইল্ড্—(অস্কার) ইহাঁর রচনা সৌন্দর্য্য ও নাধুর্য্যের জ্ঞাত বিখ্যাত।

জন্মভূমি ইংলণ্ড।

ওয়াং-চাং-লিং—চীন দেশের কবি ও সাহিত্যিক; লুশানের বিদ্রোহের পর, রাজপুরুষের সন্দেহে ধৃত ও নিহত হন।

ওয়াং-সেং-জু—চীন দেশের কবি; জন্ম, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

ওয়াটসন্—ইংলণ্ডের কবি; ইনি জীবিত।

ওয়াটিমার—জার্মানির কবি; জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

কল্প গনর—দাক্ষিণাত্যের কবি।

কপিলর—দ্রাবিড় কবি ; বেদব্যাসের মত ইহার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা দাসজাতীয়া ছিলেন।

কামৈন্দ্র—পোর্তুগালের কবি ; প্রধান রচনা ‘লুসিয়াড’।

কিনো—জাপানের বিখ্যাত বীর উচিশকুনির পৌত্র। জন্ম খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে।

কিম্বিং—ইনি জাতিতে ইংরাজ ; জন্ম, পঞ্জাবের রাধিয়ার হ্রদের নিকট ; হইয়াছেন মার্কিনবাসী। ইহার রচনায় সহৃদয়তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিস্কানুডি—(১৭৭২-১৮৪৪) হাঙ্গেরির কবি ; ইহার ভাইও কবি ছিলেন।

‘কুরাল’-গ্রন্থ—‘কুরু’ অর্থাৎ ‘ক্ষুদ্র’, ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি কুরাল ; কপিলর নামক দ্রাবিড় কবির সহোদর তিরু বল্লুর কুরাল-গ্রন্থের রচয়িতা। জন্ম মাদ্রাজের নিকটস্থ মাইলাপুরে।

কুরেনবার্গ—ইনি জার্মানির প্রাচীন যুগের কবি।

কোমাচি—(৮৩৪-৮৮০) ইহাকে জাপানের শ্রাফো বলা যায়। ইনি সুরকবি এবং সুন্দরীও ছিলেন।

কোমিয়ু—ইনি জাপানের রাণী ছিলেন ; কবিতা ও লিখিতেন।

ক্যাপ্লন্—শিশু-জগতের কবি ; জন্ম ইংলণ্ডে।

গায়গার—নব্য জার্মানির কবি ; জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। মনস্তত্ত্বের রহস্যবিদ।

গেটে—(১৭৪৯-১৮৩২) ইনি কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও রসজ্ঞ সমালোচক। জন্ম জার্মানিতে।

গোকু—জাপানের বিখ্যাত ফুজিবারা বংশের সন্তান ; জন্ম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

ঘোষ (অরবিন্দ)—ইনি “স্বদেশ-আত্মার বাণী মূর্তি” নামে অভিহিত হইয়াছেন।

চাং-চি-হো—(১০০-১৫০) কবি ও ‘তও’-পন্থী ; ইনি “কুআটিকার প্রবীণ ধীবর” নামে বিখ্যাত।

জয়নাব—ইনি তুরস্কের একজন স্ত্রী-কবি ; স্বামীর হুকুমে ইহাকে কাব্য-লোচনা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

জাফর—ইনি তুরস্কের কবি ও দ্বিতীয় বায়াজিদের একজন অমাত্য ছিলেন। রাজভৃত্যদিগের ষড়যন্ত্রে ইনি হারুণ-অল-রসীদের মন্ত্রী জাফরের মত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জামি—(১৪১৪-১৪৯২) পারস্যের স্বনাম ধন্য কবি ও সুফি। ইহার পূর্বা নাম নূরদ্দিন আব্দর রহমন্ জামি। ইনি নির্লোভ ছিলেন ; এক-বার তুরস্কের সুলতান পাঁচ হাজার মোহর পাঠাইয়াছিলেন ইনি তাহা স্পর্শ করেন নাই।

জিউলে—হাঙ্গেরির কবি ; ক্ষুদ্র গাথার প্রবর্তক।

জুম্ সুলতান—(১৪৫৯-১৪৯৫) ইনি তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় বায়াজি-দের কনিষ্ঠ। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অর্ধেক রাজ্য দাবী করেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। মহম্মদীয় সাম্রাজ্যসারে কতরাও পুত্রের মত পিতৃ-ধনের অংশ পায় ; কিন্তু রাজপুত্রেরা এই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করিতে পান না ; ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতৃ-বিরোধের মূল এইখানে, জুম্ সুলতানের যুদ্ধের কারণও এইখানে। পক্ষপাতহীন মহম্মদীয় আইনের নির্দেশ, বোধ হয়, সাম্যবাদের দিকে ; ইহার স্বাভাবিক পরিণতি, সম্ভবতঃ, Democracyতে।

ঝিন্দন—পাঞ্জাবের কবি।

টেনিসন্—(১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

ডানবার—কাক্রি কবি; ইহাঁর পিতা ক্রীতদাস ছিলেন; কানাডায় পলাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অনেকের বিশ্বাস কাক্রিরা সৌন্দর্য্য বোধে ও বুদ্ধির প্রার্থ্যে অত্যন্ত জাতি অপেক্ষা হীন; ডানবারের কবিতা এই মতের অসারতা প্রমাণিত করিতেছে।

ডিরোজিয়ো—(১৮০৯—১৮৩১) ইহাঁকে লোকে “ইউরেশিয় বায়রণ” বলিয়া থাকে; কলিকাতায় মোলা আলির দরগার নিকট ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পিয়ারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইহাঁর ছাত্র।

ডুম্ মীরণ—আফগানিস্থানের কবি। আমরা ডোম বলিয়া যাহাদিগকে স্বর্ণা করিয়া থাকি ইহাঁর পূর্বপুরুষেরা সেই ডোম ছিলেন। ডোমেরা সঙ্গীতানুরাগের জন্ত চিরপ্রসিদ্ধ। যুরোপের জিপ্সি, পারস্তের লুরি, আফগানিস্থানের ডুম্ এবং ভারতের ডোম এক।

ডেক্কেল (রিকার্ড)—শিলারের সঙ্গে গেটের যে সম্বন্ধ, ডেক্কেলের সঙ্গে লিলিয়েস্কুনের সেই সম্বন্ধ; বর্তমান যুগে, জার্মানির কাব্য জগতে ইহাঁরা দুই জনই নেতা। জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি পল্ ভালেনের শিষ্য।

ৎসেন-ৎসান্—চীন দেশের কবি; মহাকবি তু-ফু ইহাঁর বন্ধু ছিলেন।

ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান।

তরু দত্ত—(১৮৫৬—১৮৭৭) ইনি রামবাগানের স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কণ্ঠা। ইনি ইংরাজীতে কবিতা এবং ফরাসীভাষায় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তরু একুশ বছর ছয় মাস ছাব্বিশ দিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

তাচিবানে-নো-মাসাতো—‘তানুকা’ ও ‘হোকু’ রচনার জন্ত বিখ্যাত; জন্মভূমি জাপান।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও ভজন-রচয়িতা ; পঞ্জাবের যেমন নানক্, বারাণসীর যেমন কবীর মহারাষ্ট্রের তেমনি তুকারাম। ইহাঁর রচনা ‘অভঙ্গ’ নামে বিখ্যাত।

তু-ফু—(৭১২—৭৭০) চীনবাসীরা ইহাঁকে “কাব্যেব দেবতা” নামে অভিহিত করেন। ইনি সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কাব্যালোচনার খাতিরে ইনি রাজদরবারের চাকরী ছাড়িয়া দেন। শেষে অশেষ দুর্দশা ভোগ করিয়া অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। “হায় মা ভারতী !”

ছ-ফ্রেনি—(১৬৪৮—১৭২৪) কবি ও উদ্ভান-শিল্পী ; ইহাঁর রচিত কমেডিগুলি হাস্ত্যরসে উৎপূর্ণ। জন্মভূমি ফ্রান্স।

দুদেতোং (মাদাম্)—ইনি ফরাসী দেশের একজন মহিলা কবি। জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে।

দে-জুয়ি—(১৭৬৪—১৮৪৬) ইনি ফরাসী দেশের কবি। অ্যাডিসনের ‘স্পেক্টেটরের’ অনুকরণে ইনি অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন।

দে-মুসে—(১৮১০—১৮৫৭) ফরাসী কবি ও নাট্যকার ; ইনি অলঙ্কার শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; এবং তৎসঙ্গেও স্নকবি।

দৈনী-নো-সান্সি—বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক মুরাসাকি শিকিবুর কত্তা ; জন্মভূমি জাপান।

‘নাল-আদিয়ার’-গ্রন্থ—দাক্ষিণাত্যের জৈন কবির রচিত কোষ-কাব্য। এই গ্রন্থে একাধিক কবির রচনা আছে।

নিমতুল্লা—ইনি সৈয়দবংশ সম্ভূত এবং কবি।

নেজাতি—ইনি তুরস্কের কবি ; ক্রীতদাসের পুত্র হইয়াও চরিত্রগুণে স্বলতান্ বায়াজিদের পুত্রগণের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তুরস্কের সমালোচকেরা বলেন “সিদ্ধপুরুষ ও ঐন্দ্রজালিকে যে তফাৎ

নেজাতি ও তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ।”

নেলি—(১৬৭৩—১৭৩৮) তুরস্কের কবি। ইহাঁর পিতা কন্সটান্টিনোপলের হাকিম ছিলেন। ইনি স্বর্ণা, কাইরো ও শেষে মক্কার মোল্লা হইয়াছিলেন।

পটুগলু পিল্লাই—দাক্ষিণাত্যের কবি; ইনি শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু, গৌড়ামি সহ করিতে পারিতেন না। জন্ম খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।

পাউও—ইংলণ্ডের উদীয়মান কবি; জাতিতে ইহুদী।

ফজুলী—ইনি তুর্কী, আরবি ও ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখিতেন; বোঙ্গাদ নগরে ইহাঁর জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগে মারা যান। ইনি “হৃদয়ের কবি” নামে অভিহিত হইয়াছেন। ফর্দীসী—ইহাঁর প্রকৃত নাম আবুল কাসিম মনসুর; ইহাঁর প্রধান রচনা—“শাহ-নামা”; ত্রিশ বৎসরে এই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সুলতান্ মামুদের রূপগতায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইনি এক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন।

ফিজ্‌বল্—ইনি একজন ইংরাজ কবি।

ফৈজী—আকবরের সভাকবি ও আবুল ফজলের সহোদর; ইহাঁর কতকগুলি রচনা “মস্ক-গজল্” বা কস্তুরী-কবিতা নামে প্রসিদ্ধ। বেদ-মর্শ জানিবার জন্ত সম্রাট আকবর ইহাঁকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া দেন। এই কাহিনী অবলম্বনে স্বর্গীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ‘সবিতা-সুদর্শন’ নামক কাব্য রচনা করেন।

বড্‌ম্যান—নব্য জার্মানির কবি; জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে; ইনি একজন ব্যারন্।

বদলেয়ার—(১৮২১-১৮৬৭) ফরাসী কবি ; ইনি ‘সুন্দরকে মন্দ’ দেখিতেন না, কিন্তু ‘মন্দকে সুন্দর’ দেখিতেন । ইহঁাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে ।

বাবর (সম্রাট)—সম্রাট আকবরের পিতামহ ; ইনি কবিতাও লিখিতেন ।

বায়েরবন্—(১৮৬৫) জার্মানির বর্তমান যুগের কবি ।

ব্রাউনিং (এলিজাবেথ্)—(১৮০৬-১৮৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন । নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইহঁাতে সম্মিলিত ছিল । ইনি রবার্ট ব্রাউনিঙের পত্নী ।

ব্রাউনিং (রবার্ট)—(১৮১২-১৮৮৯) ইহঁার রচনা স্থল বিশেষে অস্পষ্ট এবং শ্রুতি কটু হইলেও ইনি প্রকৃত কবি ছিলেন । মানব-হৃদয়ের ভাব বৈচিত্র্যের সঙ্গে এরূপ গভীর পরিচয় অল্প কবিরই দেখা যায় ।

বেইলি—ইংলণ্ডের সৈনিকদিগের প্রিয় কবি ।

বেমন্—তেলুগু কবি ; রচিত গ্রন্থের নাম ‘পদ্মমূল’ ।

ভট্টহরি—রাজা ও কবি, প্রধান রচনা বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক ।

ভল্‌তেয়ার—(১৬৯৪-১৭৭৮) ফ্রান্সের সাহিত্য-সম্রাট । হাস্য-বিদ্রোপে অদ্বিতীয় ।

ভার্লেন্ (পল্)—(১৮৪৪-১৮৯৬) ইহঁার কবিতা ভাব-সঙ্কেতে অতুলনীয় ; জন্ম ফ্রান্সে ।

ভিক্সু—ইনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ।

ভোরোজমাট্—(১৮০০-১৮৫৫) ইনি হাঙ্গেরির কাব্যের ভাষার চেহারা বদলাইয়া দান । ইহঁার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবিদের ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ !

মরিস্ (উইলিয়ম্)—সাম্যবাদের কবি ; জন্ম ইংলণ্ডে ।

নাগিক্য-বাচকর—দাক্ষিণাত্যের কবি ; খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধান রচনা ‘তিরু বাচকম্’ অর্থাৎ আনন্দবাণী।

মামুদ শাবিস্তারী—ইনি একজন সুফি ছিলেন।

মায়গেল্ (অ্যাগ্লেস্)—নব্য জার্মানির মহিলা-কবি ; ইহঁার মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য ; জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

মিচি-নোবু-কুজিবারা—কবি ও রাজমন্ত্রী ; জন্মভূমি জাপান।

মিলার—ইনি আমেরিকার কবি।

মিত্রি—ইহঁার পুরা নাম ‘মিত্র-মাহ্’ বা ‘সূর্য্য শর্মা’ ; ইনি তুরস্কের কবি নেজাতির শিষ্য। ইনি রসিকা এবং স্বভাবতঃ প্রেমশীলা হইয়াও চরিত্র নিম্নল রাখিতে পারিয়াছিলেন। মিত্রি চিরকুমারী ছিলেন।

নীরাবাই—ইনি রাণা কুম্ভের পত্নী এবং পরম বৈষ্ণবী। ইহঁার ভক্তিমূলক সঙ্গীত সমূহ অতীব মধুর।

মেং-হৌ-জান্—(৬৮৯-৭৪০) ইহঁার রচনা ‘অনুশোচনার অশ্রু মত মনোজ্ঞ।’ ইনি চিরজীবন সাহিত্য-সাধনায় নিরত ছিলেন। জন্ম চীনদেশে।

মেসিহি—(১৪৬০-১৫১২) ইনি তুরস্কের কাব্যে নবজীবন সঞ্চার করেন, সেইজন্ত ইহঁাকে মেসিহি বা মেসায়্য বলা হয় ; ইহঁার প্রধান রচনা ‘গুন্ড-ই-শদ্বর্গ’ ‘শহর-এঙ্গিজ্’ প্রভৃতি। “শায়ের শহরের শাহ্” নামেও ইনি পরিচিত।

যজুর্বেদ—চতুর্বেদের অগ্রতম ; ইহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতায় বিভক্ত ; এই দুই বিভাগকে সাধারণতঃ কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদ বলা হয়।

যুনাস্—ইনি তপুহুথ্ নামক মহাপুরুষের শিষ্য ; যুনাস্ গুরুর জন্ত যে ইন্ধন আনিতেন তাহার মধ্যে একখানিও বাঁকা থাকিত না, গুরু

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার তিনি বলিয়াছিলেন “স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও যাহার আদর নাই তাহা-তোমার ঘরে কেমন করিয়া আনিব ?” য়ুনাস্ নিরঙ্কর, কিন্তু কবি।

রসেটি (ক্রিষ্টিনা)—(১৮৩০-১৮৯৪) ইংলণ্ডের স্ত্রী-কবি।

রাবেয়া—বশা-বাসিনী স্ত্রী কবি ও ধর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রী। ইনি চিরকুমারী ছিলেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেমে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

রুমি (জালালুদ্দিন)—(১২০৭-১২৭৩) ইনি পারশ্বের একজন প্রধান কবি ; জন্মভূমি বাল্খ্। ইহাঁর চরিত্র অতি মধুর ছিল, ইনি পথ দিয়া যাইবার সময় শিশুদিগকেও অভিবাদন করিতেন।

রেক্সফোর্ড—ইনি আমেরিকার কবি।

লাওয়েল—ইনি আমেরিকার কবি ; হুইটম্যানের পরে ইহাঁর নাম উল্লেখ যোগ্য।

লাতাঐ—ফ্রান্সের কবি, হাসির গানের জ্ঞাত বিখ্যাত।

লায়াল্ (আলফ্রেড্)—সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

লি-পো—(৭০২-৭৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা ; ইহাঁর কবিতা বিচিত্রতার জ্ঞাত প্রসিদ্ধ।

লিলিয়েক্স্—(১৮৪৪-১৯০৯) জার্মানির কবি ও সৈনিক পুরুষ ; চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা রচনা করেন। ইহাঁকে ‘মুক্ত বায়ুর কবি’ বলে।

লী-হাণ্ট—(১৭৮৪-১৮৫৯) ইংলণ্ডের কবি ; ইহাঁর গল্প রচনা ও সুখ-পাঠ্য।

লেকক্—দে-লিল্—(১৮২০-১৮৯৪) ‘কীর্তি ভবন যাত্রী’ নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন্ দ্বীপ।

লেবিয়—ডাক্তার, কাব্য-রচয়িতা ও নারীহস্তা ; জন্মভূমি ফ্রান্স।

লেবেন্ (হার্ট)—(১৮৬৪-১৯০৫) জার্মানির কবি ।

ল্যাণ্ডর—(১৭৭৫-১৮৬৪) ইংলণ্ডের কবি ; ইহার শ্রেষ্ঠ রচনা “Imaginary Conversations” বা “কাল্পনিক কথাবার্তা ।”

শাক্যো-নো-ভায়ু-আকিসুকে—জাপানের কবি ; ‘শাব্য-চিত্র’ রচনায় অদ্বিতীয় । খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ।

‘শি-কিং’-গ্রন্থ—কং ফুশিয়ো বা প্রভুপাদ কং কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন চীন-দেশীয় কবিতার চয়ন-গ্রন্থ ।

শিলার—(১৭৫৯-১৮০৫) কবি ও নাট্যকার ; ইহার নাটকগুলি, সাধারণতঃ, উদ্দেশ্য মূলক হইলেও কাব্য হিসাবে নিরুপস্থ নহে । জন্মভূমি জার্মানি ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—একশত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অত্যন্তম ।

সাদৌদী—(১৭৭৪-১৮৪৩) ইংলণ্ডের কবি ; ইনি আমাদের নবীনচন্দ্রের মত অনেকগুলি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন ।

সাগামি—ইনি একজন স্ত্রী কবি ; জন্মভূমি জাপান ।

সাদায়োরি—জাপানের কবি ; ইহার পিতাও কবি ছিলেন ।

সুইনবার্ণ—(১৮৩৭-১৯০৮) ইহার কবিতা সমূহ সৌন্দর্য্যের খনি । ইনি অনুট ছিলেন ।

সুকুন্ড—(৮৩৪-৯০৮) কবি ও দার্শনিক ; ইহার কাব্য সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে ও আধ্যাত্মিকতায় অতুলনীয় । জন্ম চীন দেশে ।

সেন (দেবেন্দ্রনাথ)—‘অশোকগুচ্ছে’র কবি । ইনি গল্প রচনাতেও সুনিপুণ । ইংরাজীতেও কবিতা লিখিয়া থাকেন ।

হাইন্—(১৭৯৯-১৮৫৬) ইনি ‘ছোট ছোট ফুলে মালা’ গাঁথিতেন ; সেগুলি প্রফুল্ল মল্লিকার মত চিরস্মরণীয় ; ইনি জাতিতে ইহুদী । জন্মভূমি জার্মানি ।

হাউটন্ (লর্ড)—(১৮০৯-১৮৮৫) ইহাঁর পূর্ব নাম রিচার্ড মংটন্ মিল-
নেজ্ ; ইংলণ্ডের কবি ।

হাতিফি—নূরুদ্দিন জামির ভাগিনেয় ; খোরাসানের অন্তর্গত জাম নামক
স্থানে ইহাঁর জন্ম । ইহাঁর ‘লয়লা-মজনু’ কাব্যের প্রথম শ্লোক
জামির রচিত ।

হুইটম্যান—আমেরিকার কবি ; বাতাসের মত ইহাঁর ছন্দ কাহারও বশে
আসিতে চায় না । আমেরিকায় ইনি বিশ্বপ্রেমের অগ্রদূত ।

হুগো (ভিক্টর)—(১৮০২-১৮৮৫) ইহাঁর কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের
অলঙ্কার ; ইহাঁর উপস্থাপিত ফরাসী দেশের মহাভারত । টেনিসন্
ইহাঁকে ‘হাসি ও অশ্রুর সম্রাট’ নামে অভিহিত করিয়াছেন ।

হুড —(১৭৯৮-১৮৪৫) ইংলণ্ডের কবি ; হাশ্ব-রসাত্মক কবিতা-রচনার
জগৎ বিখ্যাত ।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন)—বঙ্গের গবর্নর ; ইনি কবিতা লিখিতে পারিতেন ।

হোপ্—আংলো ইণ্ডিয়ান কবি ।

হোরিকায়্য—মন্ত্রীকথা ও রাজমাতার সহচরী ; জন্মভূমি জাপান ; খ্রীষ্টীয়
দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ।

হোল্জ্ (আর্গো)—নব্য জন্মনির কবি ; জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ।

ছায়া-সুসমা—ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা, ইংরাজীতে বাহাকে Shading
বলে, তাহাকে ‘সায়্য-সুসমা’ বা ছায়া-সুসমা বলিয়া থাকেন ।

পাস্তম্—ইতালির যেমন সনেট, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পাস্তম্ । পাস্তম্
অর্থে গান বা গীতি কবিতা । পাস্তমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় এবং
চতুর্থ চরণ পরবর্তী শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ।
প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণতঃ চারি

শ্লোকে একটি পাস্তম্ সম্পূর্ণ হয়। তন্নিম্ন প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের, সঙ্গম স্থলে গঙ্গা যমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্টর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পাস্তম্‌য়ের অনুবাদ করেন। হুগো মৌলিক পাস্তম্ রচনা না করিলেও তৎকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পাস্তম্‌য়ের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মৌলিক পাস্তম্ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দোবিভা ও কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বোটা—মরুযাত্রীরা জল রাখিবার জন্ত যে চামড়ার বোতল ব্যবহার করে তাহাকে বোটা বলে। ইংরাজী bottle শব্দ, বোধ হয় এই বোটা হইতে উৎপন্ন।

লম্ব—মাদাগাস্কার বাসীরা কষড়কে লম্ব বলে! সংস্কৃত, ভদ্রবেশধারী, “লম্বশাট পটাবৃতের” ভিতর হইতে ঐ মাদাগাস্কারী পরিচ্ছদটা দেখা যাইতেছে না তো! ‘জুজু’টা তো ঐ দিকেরই আমদানী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

তীর্থসলিল ।

ছাপা, কাগজ পরিপাটি । পরম উপভোগ্য মনোজ্ঞ পুস্তক । উপহার
দিবার উপযুক্ত । মূল্য এক টাকা ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি ।
কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে * * অনুবাদ বলিয়া
মনে হয় না । মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা
যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃত্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া
স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের
বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য ।”

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“তোমার তীর্থসলিল পড়িয়া
অত্যন্ত প্রীত হইলাম । তুমি যে পৃথিবীর নানা খনি হইতে নানা রত্ন
আহরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়াছ ইহা আমাদের পরম
আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয় । ইহাতে তোমার খ্যাতনামা দাদা মহাশয়ের
নাম রক্ষা করিতেছ ;—তিনি যেমন সে কালে গদ্যক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়
ছিলেন আশীর্বাদ করি তুমিও কবিকুলের উচ্চ আসনে স্থান লাভ
করিবে । * * শেলির Sky Lark যে বাঙলা কবিতায়ও এমন
সুন্দর ও সুপাঠ্য হইতে পারে তাহা তোমার রচনাতে প্রকাশ পাইতেছে ।
* * গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে, আমি অভিনন্দন করিতেছি
জানিবে ।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য কবিতার পাশাপাশি প্রাচ্য কবিতাগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। “মাসলিক” কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগিল ; এই কবিতাটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। উপনিষদের কবিতাগুলির গান্ধীয়া অনুবাদে নষ্ট হয় নাই। “পরমেষ্ঠী”র মত একরূপ উদাত্ত ভাবের কবিতা আর কোনো ভাষায় কোনো সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ।”

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বলেন :—“I very much like it. The style is very good. The translations are accurate and are not like translations.”

“প্রবাসী” বলেন :—“জগতের সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার কাব্যানুবাদ এই পুস্তকে একত্র করিয়া একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ হইয়াছে। কবিতাগুলি মৌলিক রচনার সৌন্দর্যে মণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ হইয়াছে। কাব্যরসপিপাসু বা মানব-চরিত্র-জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে আনন্দের উপাদান পুঞ্জীকৃত দেখিবেন।”

“উদ্বোধন” বলেন :—“পাঁচ ফুলে সাজি ভরিয়া, স্বদেশী বিদেশী ফুল মিলাইয়া, গ্রন্থকার বিচিত্র রঙের, দেশী ঢঙের এক সৌরভপূর্ণ তোড়া তৈয়ার করিয়াছেন। দূর দেশ হইতে সমাজত ফুলগুলি গরম দেশের গরমি হাওয়ায় এত নাড়াচাড়াতেও যে নিজীব হইয়া পড়ে নাই—ইহা তাঁহার সামান্য নিপুণতা নহে। বিশেষতঃ এ পদ্ম-গোলাপের দেশ—এখানকার কোমল স্নিগ্ধ মধুর কাস্তি ও সৌরভের পাশে বিজাতীয় ফুলের রং ও গন্ধ অনেক স্থলে কেমন একটু তীব্র-কটু-ঠেকে। গ্রন্থকার যে তাহাদের একরূপ সুন্দর ভাবে মিলাইতে পারিবেন, তাহা আমরা আশা করি নাই। ইহা তাঁহার সুরুচির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।”

“বঙ্গবাসী” বলেন :—“অনুবাদে কবিত্বের ও বিজ্ঞাবজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয়। পৃথিবীব্যাপিনী কবিতার সংগ্রহ যে গ্রন্থে তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পড়া উচিত।”

“ভারতী” বলেন :—“তীর্থসলিলের জন্ত একটি মুদ্রা ব্যয় করিলে তাহা জলে যাইবে না, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।”

“বসুমতী” বলেন :—“সভ্য জগতের অধিকাংশ সুকবির ললিত ভাবময়ী কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থে নখুর ভাষায় সুন্দর ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে।”

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

হোমশিখা ।

পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী। বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।
ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“হোমশিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে। এই কবিতা-গুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে যাহা পূর্বতন ঋষিদের হোমশিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখবার যোগ্য।”

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বলেন :—“কবিত্বের বিশেষ পন্থিচয় পাইলাম।”

“ভারতী” বলেন :—“অনেকের বিশ্বাস মামুলী প্রেমের কবিতা ভিন্ন অল্প কোনও বিষয়ক কবিতা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না;—আমরা তাঁহাদিগকে হোমশিখা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রেমের কবিতার চর্চিত চকণের প্রলোভন ছাড়িয়া নবীন কবি যে সুন্দর ও মহান ভাবের সাধনায় নিরত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের যথার্থ কল্যাণ সাধন হইবে।”

“উদ্বোধন” বলেন :—“এখানি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য। আমরা আত্মোপাস্ত আনন্দের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছি। ইচ্ছা হয়, প্রতি ছত্র উদ্ধৃত করি।”

“প্রবাসী” বলেন :—“ইহাতে আটটি দীর্ঘ কবিতা, গম্ভীর ছন্দে, একটা বিরাট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার তেজস্বিতা হোমশিখার মতই, ব্যাপ্তি হোমশিখারই মত বিশ্ববিস্তারী। সর্বশেষের সাম্য-সান কবিতাটিতে কবির নির্ভীক স্বাধীনতা, উদার প্রেম ছত্রে ছত্রে পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। * * যে যেখানে অত্যাচার-পীড়িত কবি তাহাদের সকলকে ডাকিয়া সাম্য-সামের গান শুনাইয়াছেন। আমরা সকল কাব্য-রস-গ্রাহী পাঠক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।”

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

বেণু ও বাঁণা ।

এই পুস্তক বিবিধ বিষয়ের ৮২টি গীতি-কবিতায় সম্পূর্ণ। সর্বত্র প্রশংসিত। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার

পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—“বেণু ও বীণা পাঠ করিয়া অনেক দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।”

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন :—“তোমার ‘বঙ্গজননী’, ‘ঝড় ও চারাগাছ’ প্রভৃতি কবিতা চমৎকার,—নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত।”

“বঙ্গবাসী” বলেন :—“ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, বঙ্করে কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।”

“অমৃত বাজার পত্রিকা” বলেন :—“কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্রামল’—শীর্ষক গানটি মনোহর,—অমরতা লাভের যোগ্য।”

“বহুমতী” বলেন :—“এই নবীন কবি বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের যোগ্য পাত্র; তাঁহার কবিতার ভবিষ্যৎ গৌরব-জনক, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।”

“বেঙ্গলী” বলেন :—“অধিকাংশ কবিতাই মৌলিকত্ব পরিচায়ক, বিশেষতঃ স্বদেশ সম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলির প্রতি আমরা আমাদের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।”

“প্রবাসী” বলেন :—“কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। এই অজ্ঞাতপূর্বনামা কবিটি এত ভাব সম্পদ, এত রস ঐশ্বর্য্য ও এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া আমাদের চমৎকৃত করিয়াছেন। নবীন কবিদের মধ্যে এমন স্বাধীন কবিত্ব রস খুব অল্পই উপভোগ করিয়াছি। * * * ছন্দের লীলা-প্রবাহ, ধ্বনি—তাহাও সুন্দর।”

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার ।

অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত । মূল্য
পাঁচ টাকা ।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ।

প্রথম ভাগ	...	মূল্য আড়াই টাকা ।
দ্বিতীয় ভাগ	...	মূল্য সাড়ে তিন টাকা ।

শ্রীকালোচরণ নিত্র প্রণীত

যুধিকা (বিখ্যাত গল্পের বই) মূল্য এক টাকা ।

“ইংলিশম্যান” বলেন :—“ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবার যোগ্য ।”

অন্নমধুর (হান্তরসাত্মক নাটিকা) মূল্য আট আনা । ফরাসী নাট্যকার
মলিয়ারের গ্রন্থাবলম্বনে বিরচিত ।

উপরোক্ত পুস্তক সমূহ ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস
ডিপজিটরী ; ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট গুরুদাস লাইব্রেরী ও ২২নং
কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায় ।



যহিয়াড়ী সাধারণ গুলুকাবয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা.....

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে
জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
১৬.৬/৪৫৬			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত
অফিসের মাধ্যমে নির্দ্ধারিত দিনে তাহার পূর্বে ফেরৎ হইলে

